বড়ই নিঃসঙ্গ

রশীদ করীম

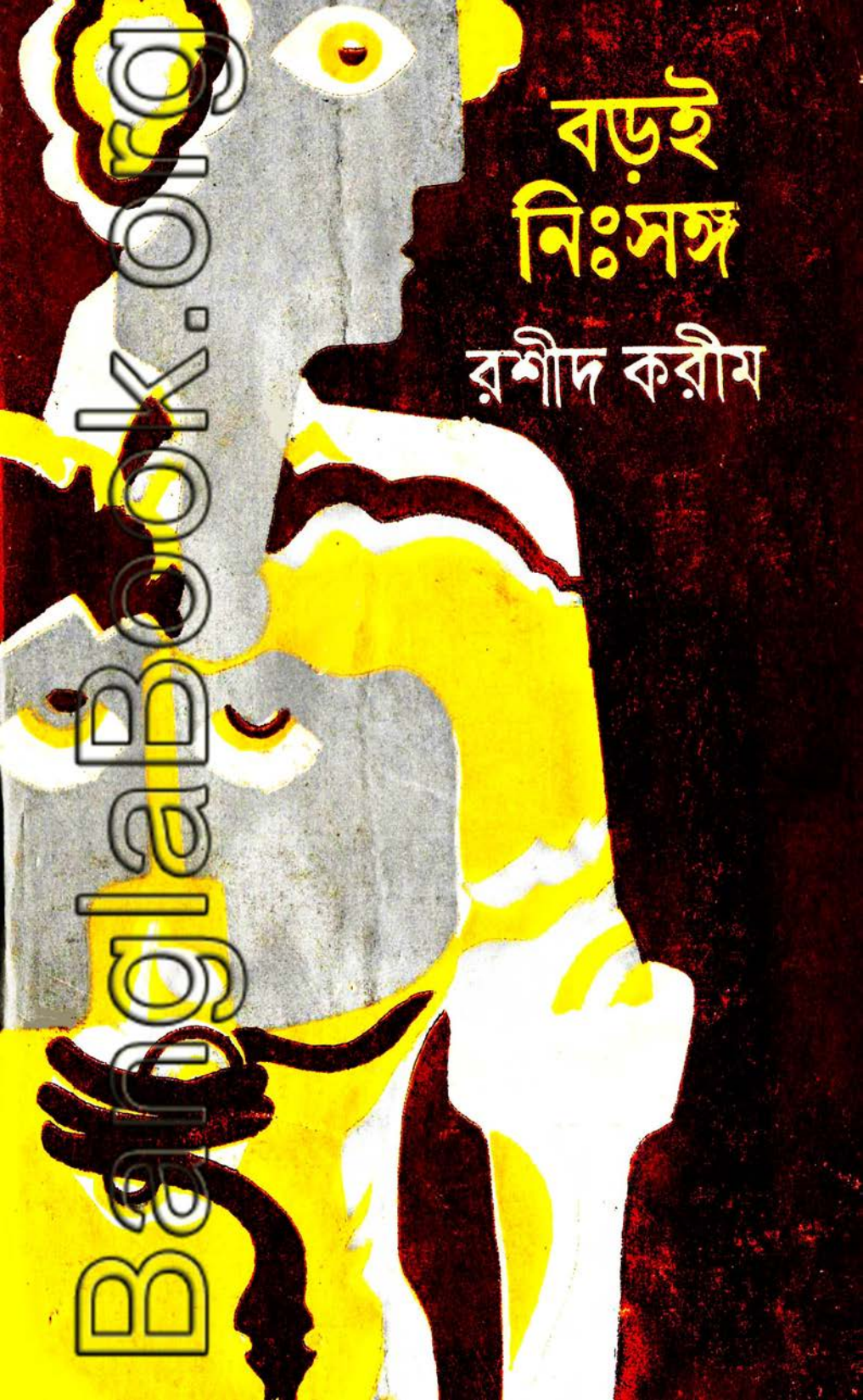

BanglaBook.org

'যা কিছু শস্তা, সহজলভ্য তার বিরুদ্ধেই তিনি, রশীদ করীম, এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি পাঠক-ঠকানো এলেবেলে উপন্যাস লেখার পক্ষপাতী নন। তাঁর উপন্যাস থেকে কাহিনী নির্বাসিত নয়, কিন্তু শুধু একটা শাদামাটা গল্প বলেই তিনি ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব চুকিয়ে দিতে চান না। তাই আমরা তাঁকে প্রবেশ করতে দেখি জীবনের গভীরে, আধুনিক মানুষের সমস্যা পীড়িত, যন্ত্রণাকাতর মনের অতলে। এর ফলে তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়ে যাই সেই মনন-ভাস্বর সওগাত, যার নাম 'বড়ই নিঃসঙ্গ' ; এ-কালের দিশাহারা, বিচ্ছিন্নতা-বিহ্বল এক ব্যক্তিসত্তার জীবনকথা, আমাদের শত টানাপোড়েনময় সমাজের শিল্পিত দলিল।

রশীদ করীমের উপন্যাস কামড়ে ধরে পাঠককে, বই শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি মেলে না। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর ভাষার জন্যে। অশেষ শ্রম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে তিনি এই ভাষা অর্জন করেছেন, যা অনুরণিত নিজের সুরে। তাঁর উপন্যাসে নানা জটিল চরিত্রের সমাবেশ রয়েছে, জটিল মনোবিকলনচিহ্নিত তাঁর কথাসাহিত্য, কিন্তু তাঁর ভাষা কখনো জটিল নয়। এ-ভাষা বিড়ম্বিত কিংবা প্রতিহত করে না কোনো পাঠককে, বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় পাঠকের দিকে। রশীদ করীমের উপন্যাস আমাদের ভাবায়, কিন্তু পীড়িত করে না।

রশীদ করীম উপন্যাস রচনায় নিজেকে ক্রমাগত অতিক্রম করে চলেছেন। উপস্থিত সিদ্ধি তাঁকে কখনো একই বৃত্তে ঘুরতে প্রলুব্ধ করতে পারে না, তিনি আবিষ্কার করেন নতুন এলাকা। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা, এই বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্যই তাঁকে নন্দিত করেছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাশিল্পী হিসেবে।"

উপন্যাসের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য রশীদ করীম ১৯৬১ সালে আদমজী পুরস্কার, ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার এবং ১৯৮৪ সালে একুশে-পদক লাভ করেন।

বড়ই নিঃসঙ্গ

রশীদ করীম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৯০৬

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ সৈয়দ ইকবাল

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ
মূল্য ঃ সাদা ঃ ২৫·০০ টাকা
নিউজপ্রিন্ট ঃ ১৭·০০ টাকা

BARAI NIHSANGA
[A Novel]
By Rashid Karim
First Edition : February 1985
Cover Design : Syed Iqbal
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj, Dhaka-1
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 25·00
Newsprint : Taka 17·00

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

বন্ধুবরেষু

রশীদ করীম-এর অন্যান্য গ্রন্থ

উত্তম পুরুষ

প্রসন্ন পাষাণ

আমার যত গ্লানি

প্রেম একটি লাল গোলাপ

সাধারণ লোকের কাহিনী

একালের রূপকথা

সোনার পাথরবাটি

প্রথম প্রেম

'বড়ই নিঃসঙ্গ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকার ১৯৮৪ সালের ঈদ-সংখ্যায়।

পুস্তক আকারে এই প্রথম প্রকাশ।

গতকালকার ব্যাপারটা শরিফকে চিন্তায় ফেলেছে। মানুষ যে সত্যিই রাতকে দিন করে দিতে পারে—সেকথা এখন বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। কুমিল্লা যেতে হবে একটা জরুরী কাজে। অবশ্য সেই জরুরতটার মধ্যে তাড়াটা কোথায় শরিফ বুঝতে পারেনি। এবং সেই কাজটার জন্য তাকেই কেন যেতে হবে তাও তার বোধগম্য নয়। কিন্তু অতশত বিচার করবার দায়িত্ব তাকে কেউ দেয়নি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আজ্ঞা করেছেন—শরিফের কাজ তাই পালন করা। অবশ্য যাত্রার সঙ্গী হিসেবে শরিফকেই বেছে নিয়েছেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তার ফলে অফিসে সকলের কাছে শরিফের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। অফিসে যে কাজের দায়িত্বে শরিফ আছে, তা অবশ্য এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শরিফ দেখেছে তার কাজকে গুরুত্ব দিলেও তাকে কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। অবশ্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাঁর কামরায় শরিফকে ডেকে নিজে থেকে এই নির্দেশ দেন নি। তাঁর কামরায় প্রবেশ করবার দুর্লভ সম্মানকে তিনি বারবার কর্মচারীদের ডেকে লাঘব করতে চান না। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সেক্রেটারী মিস টেলর সেক্রেটারীর মেমো-প্যাডে দু'ছত্র লিখে শরিফকে ম্যানেজিং-ডাইরেক্টরের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন।

কিন্তু এই সব চিন্তাই যখন শরিফের মাথা দখল করে আছে—তখন আর একটি নতুন চিন্তা খুব হাল্কা ভাবে উড়ে এসে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিলো।

এই ম্যানেজিং-ডাইরেক্টরই একদিন শরিফকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শরিফ জানে, শুধু অফিস চেম্বারে ডাকবার ব্যাপারেই নয়, আরো একটি বিষয়ে এম ডি এক ব্যক্তিগত নিয়ম মেনে চলেন। বাড়িতে অফিসেরই প্রয়োজনে ডিনার-থ্রো করলে, বাছাই করা দু'একজন বাদে, অন্যান্য সিনিয়ার অফিসারদেরও তিনি ডাকেন না।

BanglaBook.org

যাঁদের ডাকেন, তাঁদের বেছে নেবার কারণ তাঁদের সিনিয়রিটি নয়। কিন্তু তাঁদের এক বিশেষ মূল্য আছে, যা সকলের থাকে না। তাঁদের বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছেন। সকলকে সস্ত্রীকই আসতে হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম এই প্রতিষ্ঠানেরই নাম্বার টু ফরহাদ সাহেব। তাঁর স্ত্রীও সুন্দরী—কিন্তু অনেকদিন যাবত পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। ফরহাদ সাহেবের স্ত্রী তাই কোনো ডিনারে যান না। ফরহাদ সাহেবের নিজের বাড়ীতে পার্টি হলেও তিনি উপস্থিত থাকেন না।

মাত্র একবারই শরিফ এক ডিনারকে উপলক্ষ্য করে এমডির বাড়ির দরজা পর্যন্ত যেতে পেরেছিলো। তাকে এক কেস স্কচ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। অবশ্য, অফিসেরই এক্সপেন্স্-একাউন্টে। শরিফকে বেশী পরিশ্রম করতে হয় নি। বেল টিপতেই দরজা থেকেই খানসামা স্কচের বোতোলগুলি নিজের জিম্মায় নিয়ে, শরিফকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। শরিফ আশা করেছিলো এম-ডি তাকে ভেতরে বসতে বলবেন—ঠাণ্ডা বিয়ার খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন। সে জানে, সেটাই নিয়ম। কিন্তু শরিফ শুধু ডিস্কোতে খুব উত্তেজক বাজনার শব্দ—এবং নৃত্যের ছন্দ শুনতে পেলো। নাচ গান হচ্ছে। রাত্রের ডিনার রাত্রে হবে। তাই বলে অন্য সময়ে আর কিছু হবে না?

যেদিন এম ডি তাঁর অফিস চেম্বারে শরিফকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর ব্যবহার দেখে শরিফ একেবারে মুগ্ধ। এম ডি তাঁর বিশাল টেবিলটির ওপাশে কাঠের প্যানেল দেয়া দেয়াল ঘেষে মেহগণি কাঠের সম্ভ্রম জাগানো একটি চেয়ারে বসেছিলেন। টেবিলে একটি কাগজও নেই। শরিফ অবাক হয়ে ভেবেছে, এতো বড় একটা টেবিল নিয়ে এমডি কি করেন? এই টেবিলে বিলিয়র্ড খেলা যায় সে কথা বললে অতিশয়োক্তি হবে—কিন্তু এ কথাও ঠিক শুধু চিঠি সই করবার জন্যও এই টেবিলটি অতিকায়। এই পাশটায় দু'টি চেয়ার আছে, বড় সাহেবের ডাইনে ও বাঁয়ে আরো দুটি। প্রত্যেকটি চেয়ার ও টেবিল বছরে দু'বার বার্ণিশ করা হয়। আসবাবের রং কালো নয় খুব গাঢ় ব্রাউন একটু কালচেই হয়ে গেছে। ওপাশে একটি বড় সোফা এবং দুটি ছোট সোফা

BanglaBook.org

আছে। এতগুলো চেয়ারই বা এম ডির কোন্ কাজে আসে? তবে এ কথা ঠিক, এ ঘরের দেয়ালের ডেকোর, আসবাবপত্র এবং পর্দা ঢাকা প্রায়ান্ধকার পরিবেশে কিছু আছে, যে অল্প কয়েকবার শরিফ এ ঘরে ঢুকেছে, প্রতিবারই শরিফের পেশীগুলির শিথিল ভাব আপনা থেকেই টানটান হয়ে গেছে। এবং সে তার শরীরে ভয়ের এক শিরশিরানি অনুভব করেছে। শরিফের মনে না হয়ে পারেনি যে এই কামরাটিতে এতো সব আয়োজনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সেই ভয়টাকেই জাগিয়ে তোলা।

আজ অবশ্য এমডি ভয়ের দিক দিয়েই গেলেন না। প্রসন্ন সুপ্রভাতের মত একটা সুন্দর হাসি ফুটে উঠলো তাঁর অভ্যস্ত ভাবগম্ভীর মুখে। অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত হাত বাড়িয়ে দিলেন শরিফের দিকে। শরিফকেও হাত বড়াতে হলো। কিন্তু শরিফের নিজের হাতখানাকে একটা আলগা দড়ির মত নিরালম্ব কমজোর মনে হচ্ছে। সম্মুখে এতোটা ভালো দেখে, এক নতুন ধরনের ভয়ের ঢেউ এসে ধাক্কা মারলো শরিফের বুকে। এম ডি খুবই অমায়িকভাবে শরিফকে আসন গ্রহণ করতে বললেন, নিজেও বসলেন। শরিফ চেয়ারে বসলো ঠিক যেভাবে গাছে বসা আচমকা গুলীবিদ্ধ পাখী ধপাস করে মাটিতে পড়ে সেইভাবে। আরো একটা দুশ্চিন্তা শরিফকে পীড়িত করছে। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না, তার জুতোর তলাকার ধূলোমাটি পুরু সুন্দর ও দামী কর্পেটটিকে মলিন করে দিচ্ছে। তার নিজের চাইতেও কর্পেটটিকে শরিফের কাছে বেশী মূল্যবান মনে হচ্ছে।

সিগারে আগুন ধরালেন এম ডি। ঠোঁট দিয়ে এমন সুন্দরভাবে কামড়ে ধরেছেন সিগারটিকে যে শরিফকে মানতেই হলো হ্যা এম ডি হওয়া একেই মানায়। এমন লোকের অধীনে কাজ করেও সুখ আছে। এম ডির বিরুদ্ধে সে তার সব নালিশ ভুলে গেলো। বটেই তো, তাঁকে তো একটু ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে হবেই তো। আর দশ-জনের মত ফ্যা ফ্যা করা, হা হা হি হি করা কি এম ডিকে মানায় যাঁকে লাখ লাখ টাকার ডিসিশন নিতে হয়।

BanglaBook.org

এম ডির গায়ের রংকে শ্যামলা না বলে উপায় নেই। কিন্তু তিনি এমন চমৎকার সাজ-গোজ করেন, যার সুরুচি ; এবং এমন সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে কথা বলেন, মনে হয় প্রতিটি সতর্ক চিন্তার পায়ে পায়ে সুনির্বাচিত শব্দগুলি আসছে, যার মধ্যে কোন বাহুল্য নেই, তাঁর কোনো কথার অন্য মানে করবে তার কোন উপায় নেই, তাঁর সেই বাচনভঙ্গীর আকর্ষণ ; গম্ভীর জরুরী কথার মাঝখানে বিদ্যুৎ ঝলকের মত হঠাৎ একটা হাসির কথার পর আবার গাম্ভীর্যে ফিরে যাওয়া ; যে মুহূর্তে অলস অপ্রয়োজনীয় কথার প্রশ্রয় দেখে মনে হচ্ছে লোকটির বর্মের কাঠিণ্য ভেদ করে আসল মানুষটিকে এখন দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই উত্তাপহীন ঠাণ্ডা চোখে আবেগহীন কণ্ঠে একটা কিছু বলে শ্রোতার রক্তকে হিম করে দেওয়া ; এবং সবার উপর তাঁর সহজ অভিজাত ব্যক্তিত্ব—এই সব মিলে এম ডির উপস্থিতির মধ্যে এক সম্মোহন আছে যাকে অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার শ্রেষ্ঠত্বটুকুকেও মেনে নিতে হয়।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে অফিসের কাজের কোনো সমস্যার সমাধান বার করার ক্ষমতায় আরও দুচারজন আছেন যাঁরা এম ডির উপরে। কিন্তু তাঁরাও জানেন এম ডি থাকতে বড় সাহেব হবার মত যোগ্যতা তাঁদের কারো নেই। অফিসের লোকেরা যারা এম ডির নিন্দা করে—তারা পর্যন্ত নিজেদের মধ্য থেকেই আর কেউ বড় সাহেব হলে তাঁকে মানবে না। কিন্তু এই নিন্দনীয় ব্যক্তিটিকে মেনে নিয়েছে। তাঁর হুকুম তামিল করবার সময় নিজেকে ছোটো মনে হয় না। তারা অনেকেই জানে এম ডির এই শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যার বা বুদ্ধির বা কর্মদক্ষতার নয়। সমস্তটাই ব্যক্তিত্বের। আর এই ব্যক্তিত্ব তিনি লাভ করেছেন বহুদেশ ঘুরে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, লণ্ডন নিউ ইয়র্কে শপিং করে, সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভে, পার্টিতে গিয়ে ও পার্টি দিয়ে, মদ্যপানে বহুরাত কাবার করে। এবং এটাও একটা বড় কথা, এম ডি তাঁর পদভার সহজেই বহন করতে পারেন এই জন্য যে তিনি বংশ পরম্পরায় তাঁর বহু আত্মীয়স্বজনকে বড় সাহেব হতে দেখেছেন। তাই তাঁর

BanglaBook.org

সমালোচকরা তাঁকেই এম ডি বলে মেনে নেবে, কিন্তু নিজেদেরই আর কাউকে মানবে না।

সিগারে এম ডি একটা লম্বা টান দিলেন। সিগারের মুখের আগুন এম ডির মুখমণ্ডলকে আলোকিত করেছে। শরিফ সেই দিকে তাকিয়ে আছে। এম ডির দৃষ্টি নত। কিন্তু তিনি জানেন শরিফ তাকে দেখছে।

কোটের লেবেলের উপর সিগারের ছাই পড়েছে। হাত দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে সেই ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে এম ডি মৃদু হাসলেন।

'তুমি ভাবছো তোমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালাম কেন? আমি কঠিন, কঠোর, কাউকে কাছে ভিড়তে দিই না। সেই আমিই তোমাকে কেন ডেকে পাঠালাম। নিশ্চয় কোন জরুরী কাজ আছে।'

এই বলে এম ডি একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসকে ছাড়া দেবার সময় দিয়ে অসহায়ের মত আবার মৃদু হাসলেন।

'আমার বাইরেরটাই শুধু দেখেছো তোমরা। ভেতরের লোকটিকে দেখতে পাও না। আমার কি ইচ্ছে করে না তোমাদের মত দু'চারজন যাদের উপর ভরসা করি, তাদের সঙ্গে দুদণ্ড বসে আর কিছু নয়, শুধু সুখ-দুঃখের আলাপ করি। কিন্তু তার কি আর উপায় আছে।'

শরিফের ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে। অপেক্ষা করে আছে, এইসবের শেষে কী আছে তারই জন্যে।

এমন সময় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে সামান্য দাড়ি আছে এমন এক ভদ্রলোক দরজা ঠেলে সোজা ভেতরে চলে এলেন। পরনে পাঞ্জাবী পাজামা। তাঁর নাম জমির সাহেব। জমির সাহেব এই অফিসের এম ডি খান জাহান খানের বন্ধু। বন্ধুটি পীর বংশীয়। তিনিই এখন গদ্দিনশীন। অবশ্য উপার্জন যে কার বেশী সে হিসাব কেউ দিতে পারবে না। অফিস সুদ্ধ আর সকলের মত শরীফও জমির সাহেবকে এম ডির বন্ধু হিসেবে জানে এবং খাতির করে। শরিফ একটা সালাম দিলো। জমির সাহেবও ওয়ালেকুম আসসালাম জানিয়ে চেয়ারে চুপ করে বসলেন। কোনো

BanglaBook.org

কথা বলছেন না তিনি। যদিও কথা বলবার জন্যই এসেছেন। শরিফ তাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু এম ডি খান জাহান খান তেমনি স্থির অচঞ্চল। তাঁর কোন তাড়া নেই।

রহস্যময় একটা হাসি উপহার দিয়ে শরিফকে এম ডি বললেন, দুপুরে তুমি কি দিয়ে ভাত খেয়েছো বলবো? রিঠা মাছ দিয়ে।

শরিফ বাস্তবিকই তাজ্জব বনে গেলো। সে যে সত্যিই আজ রিঠা মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে। এম ডি সাহেব জানলেন কি করে?

'ঠিক বলেছি না?' এই বলে খান জাহান খান মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

'জ্বী আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তুমি ভাবছো, আমি জানলাম কি করে?' এই বলে খান জাহান খান একটু হাসলেন। সে সম্পর্কে আর কিছু বললেন না।

শরিফের দম আটকে আসছে। খান জাহান খান শরিফের সেই অবস্থা উপভোগ করছেন।

'তুমি যেতে চাও? আচ্ছা যাও।' এই বলে তিনি তাঁর বন্ধুর প্রতি মনোযোগ দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শরিফ আফসোস করছিলো। কেন সে রিঠা মাছ খাওয়ার কথা স্বীকার করলো। সত্য যে সে আজ রিঠা মাছ খেয়েছে। তবু অস্বীকার করা উচিত ছিলো। শরিফ যেন পরিষ্কার দেখতে আর শুনতে পারছে দুই বন্ধুর সংলাপ।

'জমির—তুমি সত্যি জানতে আজ সে রিঠা মাছ খেয়েছে?

খান জাহান—দূর। অমনি মনে এলো, বলে দিলাম।

জমির—কথাটা যে দিব্যি খেটে গেলো।

খান জাহান—খেটে গেলো? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি তোমার গদি টিকিয়ে রাখবে? ও থোড়াই রিঠা মাছ খেয়েছে। আমি একটা কথা বললাম। সেটাই মেনে নিয়ে সে আমার অলৌকিক শক্তির তারিফ করে

BanglaBook.org

গেলো। এদিকে অনেষ্টি ইনটেগ্রিটি আদর্শবাদ এইসব ভালো ভালো জিনিসের কথা খুব বলে। অবশ্য আমার কাছে নয়। আসলে লোকটি ভয়ানক সেয়ানা।'

শরিফ যেন দেখতেই পাচ্ছে, দুই বন্ধুর চোখে এখন বাঁকা হাসির কোলাকুলি।

এতো মাছ থাকতে রিঠা মাছের কথাই কেন বললেন, খান জাহান খান? রিঠা মাছ খুব সুস্বাদু মাছ, অবশ্য যদি মিঠা পানির হয়। কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন থেকে ঢাকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তাই কি রিঠা মাছের কথাটাই খান জাহান খানের মনে এলো?

কিন্তু গত কালকার যে ঘটনার জন্য শরিফ এখন উদ্বিগ্ন সেটা অন্য ব্যাপার। কথা ছিলো ঠিক সাতটায় এম ডি শরিফকে সঙ্গে নিয়ে মোটর গাড়ীতে কুমিল্লা রওয়ানা হবেন। সাতটার কিছু আগে শরিফ অফিসে উপস্থিত থাকবে। এম ডি অফিস থেকে শরিফকে তুলে নেবেন। পূর্বাণীর বক্স লাঞ্চ, কলা ইত্যাদির ব্যবস্থা আগে থেকেই করা থাকবে।

পৌনে সাতটায় শরিফ পৌঁছে গেলো। এম ডি আগেই রওয়ানা হয়ে গেছেন। অফিসের ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। শরিফের ঘড়ি কি তাহলে স্লো? তা কি করে হয়। এম ডির সঙ্গে যাবে বলে সে আগে থেকেই রেডিওর সঙ্গে টাইম মিলিয়ে নিয়েছে। শরিফ অফিসের ঘড়ির সামনে এখন সর্বহারার মত দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে জব্দ করার জন্যই কি অফিসের ঘড়িটির কাঁটা এদিক ওদিক করা হয়েছে। কিন্তু অফিসের ছোটো বড় কর্মচারীরা সকলেই ছায়ার মত অভিব্যক্তিহীন মুখে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কারো কাছ থেকে যে হদিস পাওয়া যাবে, সে অসম্ভব। এম ডিকে এ নিয়ে কোনো কথাই বলা যাবে না। শরিফ বললেও এম ডি নিজে এ বিষয়ে একটি কথাও বলবেন না। শরিফের নিয়তির উপর সীলমোহর মারা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

দুই

কোনো কারণ নেই, কিচ্ছু নেই, কাল রাত্রে শরিফ ভারী অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছে। একটা যুদ্ধক্ষেত্র বহু লাশ, কাটা মুণ্ড, আধা ধড়, পুরো নাড়িভুড়ি, মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। লোকের চীৎকার, যোদ্ধাদের অস্ত্রের ঝঙ্কার, সব কিছু মিলে এক বীভৎস পরিবেশ। বহু ঊর্ধ্বে দেব-দেবীরা বসে হাওয়া খাচ্ছেন, মজা দেখছেন। অমন যে দেবদেবী তাঁরা নিজেরাও পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করছেন—কেউ চান এদল জিতুক, কেউ চান অন্যদল জিতুক। আবার কেউ চান একবার একে এবং আর একবার ওকে উস্কে দিয়ে যুদ্ধের মেয়াদটাকে বাড়িয়ে দিতে। তারই মধ্যে হেক্টর তাঁর ছোটো ভাই প্যারিসকে খুব কড়কি দিচ্ছেন। স্বপ্নের মধ্যেও শরিফ আপত্তির আওয়াজ তুলতে চেয়েছিলো। সে কোথাও শুনেছে বা পড়েছে প্যারিস বয়সে হেক্টরের চাইতে বড়ো। এখানে সুবিধামত ছোটো হয়ে যাবে কেন। কিন্তু আওয়াজটা শরিফের মুখ ফুটে বার হতে পারলো না। তার মত এক ক্ষুদ্র ব্যক্তির কথা শুনবেই বা কে?

হেক্টর খুব ধমকাচ্ছে প্যারিসকে, 'তুই একটা পামর আর পাষণ্ড। গেলি আর এক দেশে মেহমান হয়ে। ওরা কত আদর যত্ন খাতির করলো। আর তুই কি না তাদের সুন্দরী বৌটিকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে এলি। আর এদিকে আমরা তোর হঠকারিতার জন্যে দেশ সুদ্ধ লোক দশ বছর ধরে যুদ্ধ করে মরছি। পারবে কেউ য়্যাগামেনন, য়্যাচিলেস, ডায়মোডিস, ম্যানেলাউস, অডিসিয়াসের ঠেলা সামলাতে? তুই যদি পুরুষের বাচ্চা হোস তাহলে ম্যানলাউসের সঙ্গে দন্দ্ব যুদ্ধে নেবে পড়—সারা দেশের লোককে আর জড়িয়ে রাখিস না। বউ ম্যানেলাউসের ভাগিয়ে এনেছিস তুই—তোরা দুজন বোঝাপড়া লড়ালড়ি যা খুশি কর।

প্যারিস বললো, আর যার সঙ্গে লড়তে বলো, দাদা, লড়বো। কিন্তু ম্যানেলাউসটা বড় রগ চটা। তাছাড়া ভাগিয়ে এনেছি যাকে সে তারই বৌ-তো। তাই সে লড়বে প্রাণপণে যুক্তিতর্কের ধার দিয়েও যাবে না। ও আমি পারবো না।'

BanglaBook.org

কিন্তু শরিফ দেখলো ম্যানেলাউসের সঙ্গে প্যারিসের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ম্যানেলাউস বল্লম ছোঁড়ে, প্যারিসের গায়ে লেগে বল্লমটাই বাঁকা হয়ে যায়, প্যারিসের কিছুই হয় না। তলোয়ার দিয়ে প্যারিসের ঘাড়ে কোপ মারে, তলোয়ারটাই ঝনঝন করে ভেঙ্গে যায়।

ম্যানেলাউস যা বুঝবার বুঝে নিলো। প্যারিসের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। স্বয়ং দেবতাদের রাজ-অধিরাজ জিউস প্যারিসের পক্ষাবলম্বন করেছেন। ম্যানেলাউস ক্ষেপে গেলো। ন্যায় তার দিকে। সাহস ও সমরকৌশলে সে শ্রেষ্ঠ, তবু জিউস প্যারিসের গায়ে একটি আচড় লাগতে দিচ্ছেন না। এ তুমি কেমন ভগবান জিউস? কণ্ঠে বিষ ঢেলে ম্যানেলাউস গর্জে উঠলো, পিতা জিউস, অন্ধতায় তুমি অদ্বিতীয়। এই না বলে ম্যানেলাউস ঝাপিয়ে পড়লো প্যারিসের উপর। সে যাত্রাই প্যারিসের শেষযাত্রা হতো, কিন্তু প্যারিসের অতি পেয়ারের দেবী আফ্রোদিতি চারিদিকে এমন ঘন কুয়াশার জাল বুনতে লাগলেন যে সব অন্ধকার। কেউ কিছু দেখতে পারছে না। সেই সুযোগে প্যারিস রণে ভঙ্গ দিয়ে তার প্রাসাদে চম্পট দিলো। সোজা চলে এলো তার শোবার ঘরে। হেলেন খানিক তার আদি ও অকৃত্রিম স্বামী ম্যানেলাউসের জন্য অশ্রু ঝরালো। আবার অশ্রুপাতে বেশী সময় নষ্ট না করে প্যারিসকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

সকালবেলা অফিসের জন্য তৈরী হতে হতে শরিফ কিছুতেই মন থেকে ভাবনাটা দূর করতে পারছে না। এমন একটা স্বপন সে দেখলো কেন। একটি কারণ অবশ্য সে অনুমান করেছে। সে কিছুদিন আগেই হোমারের 'ইলিয়াড' পড়েছে। তারই দৃশ্যাবলী স্বপ্নে ঝাঁপ দিয়েছে। যাই হোক সাজ-গোজ করে নাস্তা সেরে শরিফ পথে নাবলো। সবে শরৎকাল। তবু চড়চড়িয়ে গরম পড়েছে। রাস্তার মোড় থেকে রিকশা নিতে হবে। এ সময় খালি রিকশা পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু পথের মোড়ে একটা রিকশা স্ট্যাণ্ড আছে—মানে, স্ট্যাণ্ড কেউ তৈরি করে দেয়নি, রিকশাঅলারা নিজেই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

BanglaBook.org

লম্বা সরু গলিটার মাথায় অনেকগুলো রিকশা দেখতে পাচ্ছে শরিফ। রিকশাঅলারাও দেখতে পেয়েছে তাকে। তবু শরিফ জানে, ইশারা করলে তারা আসবে না। নির্বিকারভাবে তাদের আসনে রাজার মত বসে থাকবে।

সেই মোড়ে শরিফ উপস্থিত হলো।

'ভাড়া যাবে?'

রিকশাঅলা একবার শরিফকে দেখলো। কি দেখলো সেই জানে। কিন্তু মুখটা ফিরিয়ে নিলো।

'না!'

রিকশাঅলার কণ্ঠ কেবল নির্বিকারই নয়, অনেকটা অবজ্ঞাও ঝরে পড়লো। শরিফ জানে অনেক রিকশাঅলা বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ পর্যন্ত যেতে চায় না। কিন্তু শরিফ যে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ যাবে সে কথা তো সে বলেনি। রিকশাআলা জানবে কেমন করে।

তবু শরিফ বললো, 'মানে তুমি বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ যাবে না?'

রিকশাআলা কোনো জবাবই দিলো না। অন্যদিকে মুখ করে শিস দিতে লাগলো। পেছনে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'ভাড়া যাবে?'

রিকশাআলা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'চলুন।'

কোথায় যাবেন, কত ভাড়া সেসব নিয়ে একটি কথাও বললো না। আরোহীকে নিয়ে রিকশা চলে গেলো। শরিফ হতবুদ্ধি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কেন বললো যে যাবে না? আর অন্য লোকটির বেলা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো। শরিফের গায়ে কোট-প্যান্ট টাই ছিলো—এবং অন্য লোকটি পাজামা কুর্তা পরেছিলেন বলেই কি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে রিকশাঅলার অপেক্ষাকৃত আপনজন মনে হলো? কিম্বা পোশাক আশাকের কোনো প্রশ্নই নয়? শরিফের চেহারায়, তার ব্যক্তিত্বেই কি দূরাগত বা বহিরাগত-র মতো কোনো ভাব ফুটে ওঠে?

পথে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই আর এক দিনের কথা মনে পড়লো।

BanglaBook.org

একটি অফিসের তেতলায় যাবে শরিফ। লিফটের কাছে লম্বা লাইন। লিফটে জায়গা পেতে হলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাই সিঁড়ি দিয়েই উঠছে। ঠিক তার সামনেই পঁচিশ তিরিশ বছরের একটি লোক। বেজায় মোটা। লোকটা একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েছিলো। এক ঝলক দেখেই শরিফ বুঝতে পেরেছে লোকটা অবাঙালী না হলেও উর্দুভাষী। অবাঙালী এই জন্য নয় যে বাংলাদেশ হবার পরও কিছু কিছু সেরকম লোক এখানেই থেকে গেছে।

শরিফকেও লোকটা এক ঝলকই দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দিয়ে অবজ্ঞার বিষ ঝরে পড়েছে। এটা মোটেই শরিফের কল্পনা নয়। চোখের বিষ দেখলেই চেনা যায়। সেদিন শরিফের পরনে ছিলো সাধারণ হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট। বরং সামনের লোকটার গায়েই দামী স্যুট। সেদিন কি শরিফ বিপরীত স্রোতের শ্রেণী-চেতনার শিকার হয়েছিলো। কিন্তু মানুষের শত ব্যস্ততার মধ্যে কত পরিচিত-অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। কারও সঙ্গে ব্যতিক্রমী আচরণের ঘটনার কথা শরিফ দেখেও নি, শোনেও নি। শুধু তাকেই উপরের শ্রেণীর আর নীচের শ্রেণীর লোকেরা, তাদের শ্রেণী চেতনার বিষোদ্গারের জন্য বেছে নেয়? আসল কারণটি নিশ্চয় অন্য কোনোখানে।

সামনের ঐ লোকটা কিছুতেই তার পাশ কাটিয়ে শরিফকে আগে যেতে দেবে না। শরিফ কয়েকবার সে চেষ্টা করেছে। সামনের ঐ লোকটা অবিশ্বাস্য রকম মোটা। নড়তেই তার কষ্ট হয়। তাই শরিফকে পেছনে পেছনে ঐ লোকটির মতই ধীর গতিতে উঠতে হচ্ছে। বাম দিকে কাটিয়ে আগে চলে আসবার চেষ্টা করলে সেই লোকটিও বাম দিকে সরে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। ডান দিকে ফিরলেও সেই দশা।

ফলে, সামনের লোকটির বিশাল নিতম্বদেশ বারবার শরিফের চোখের সামনে উদয় হয়। ইচ্ছে করে, পেছন থেকে একটা লাথি কশিয়ে দিতে। শরিফ রাগে গরগর করছে। ব্যাটার সাহস তো কম নয়। এটা বাংলাদেশ —আর পাকিস্তান নয়—বাছাধন কি ভুলে গেছো সে কথা! উর্দু ভাষী

BanglaBook.org

হয়েও অমন দাপট দেখাচ্ছ? কিন্তু এই কথাটি মনে আসতেই শরিফ লজ্জা বোধ করলো। বাংলাদেশ হয়েছে তো কি হয়েছে! বাংলাদেশের সব নাগরিকেরই সমান অধিকার। শরিফ যদি অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারে—তো সামনের ঐ লোকটাও পারে। কিন্তু শরিফ তো কোনো অবজ্ঞা প্রকাশ করেনি। ঐ লোকটা অমন করছে কেন? ঐ লোকটি কোনো বিপদে পড়লে শরিফই তাকে সাহায্য করবে সব চাইতে বেশী।

আরো একটি ঘটনা।

ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাচ্ছে। পয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ মিনিটের ফ্লাইট। গ্রীষ্মকাল। স্টুয়ার্ডের কাছে এক গেলাস পানি চাইলো শরিফ। স্টুয়ার্ড খুব ব্যস্ত। সে একবার শরিফের দিকে ফিরে দেখলো। শরিফের কথাটা শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা গেলো না। লোকটা আবার শরিফের আসনের সামনে ফিরে এলে শরিফ দ্বিতীয়বার সেই একই অনুরোধ জানালো। এবার সে শুনেছে—সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। সে তখনো বিভিন্ন যাত্রীর তদারকে ব্যস্ত—কিন্তু শরিফের পানি আর আসে না। তৃতীয়বার লোকটির কাছে শরিফ পানির আবেদন জানালো। সেদিন অসহ্য গরম। আরো অনেকেই পানি চাইলেন—সকলেরই অনুরোধ শরিফের পর। সকলেই পানি পেলেন, এমন কি শরিফের পাশের আসনের যাত্রী পর্যন্ত, কিন্তু শরিফ পানি পেলো না। অথচ সেই সবার আগে পানি চেয়েছিলো। স্টুয়ার্ড আগাগোড়া এমন ভাব করলো যেন সে শরিফকে চোখে পর্যন্ত দেখেনি। শরিফের প্রতি সে তার অবজ্ঞাকে সন্দেহাতীত করে তুলতে চায়।

কেন এমন হয়? শরিফের চেহারায় কিম্বা ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যা অপরের শরীর মনে বিষক্রিয়া শুরু করে দেয়? শরিফ তো কখনো কারো সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করে না। তাহলে?

শরিফ ইত্যবসরে একটা রিকশা পেয়ে গেছে। অফিসের পথে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার আর একটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেই রিকশাস্ট্যাণ্ড থেকেই একটি মাছি

BanglaBook.org

তার সঙ্গ নিয়েছে। মানুষ তাকে পছন্দ করে না। এই মাছিটা তাকে ছেড়ে যায় না কেন? সেই যে তার হাতের উপর এসে বসেছিলো, আর যায় না। শরিফের সঙ্গেই অফিস চলেছে। শরিফ বহুবার তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নাকের সামনে থেকে মাছিটা উড়ে গেছে। আবার শরিফের গায়ে এসে বসেছে। শরিফ এবার হাল ছেড়ে দিয়েছে। যাক মাছিটা যে চুলোয় যেতে চায়। কিন্তু মাছিটা তার নিজের বাড়িঘর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছে। পথ চিনে তাদের কাছে ফিরে যাবে কি করে? একটু পরই যখন মাছিটার হুঁশ হবে, তখন ঘ্যাটা বুঝবে ঝোঁকের মাথায় সে কি করে বসেছে! মাছির কোনোই চিন্তা নেই। কিন্তু শরিফ তার জন্য ভাবনায় পড়ে গেছে!

এই সময় লিফটের জন্য লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে থাকে। একসঙ্গে চার-জনের বেশি নেয় না। যদিও চারজনের বেশি নেওয়ার নিয়ম নেই, লিফট-ম্যানই অন্যতম ব্যতিক্রমী ব্যক্তি যে শরিফকে বেশ পছন্দ করেই বলে মনে হয়। লোকটির নাম মাসুম। লাইনে যদি শরিফ পঞ্চম ব্যক্তিও হয়, মাসুম চোখের ইশারায় তাকে ডেকে নেয়। দাঁড় করিয়ে রাখে না। তাই প্রতিদিনই শরিফ লিফটম্যানকে একটা সালাম আলায়কুম দেয়। কিন্তু লিফটটি এখনো উপরে আছে। নামতে দেরী করছে। শরিফ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলেই তার মাথাটা কাজ করতে থাকে। একটা খবর বেরিয়েছে। নিউ ইয়র্ক বা আমেরিকার অন্য কোথাও একটি আণ্ডার গ্রাউণ্ড ইলেকট্রিক ট্রেনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাতালে খাড়া থাকতে হয়েছে। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিলো। ঝড়ের বেগে ট্রেন ছুটছিলো, হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে থেমে গেলো। তারপর যা হবার তাই হলো। শুধু পাতালের রেল সম্পর্কেই এই খবরটা বেরুলে শরিফের এতোটা উদ্বেগের কারণ থাকতো না। সে তো আর পাতাল ট্রেনে ভ্রমণ করতে যাচ্ছে না। কিন্তু লিফট সম্পর্কেও একটা এ্যাক্সিডেন্টের খবর পড়েছে সে। লিফটের দরজা বন্ধ হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে এক ভদ্রলোক প্রায় দৌড়ে লিফটের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোকের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। দু'তিন মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তাঁর শরীরটাকে লিফটের

BanglaBook.org

মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তাঁর একটি হাত দরজা দুটির মধ্যে আটকা পড়ে পিশে গেলো। লিফট তখনো উপরে উঠছে। হাত ছিড়ে শরীর থেকে আলগা হয়ে ভদ্রলোকের বাকি শরীরটা দলা পাকিয়ে এমন এক ভয়াবহ অবস্থা হলো যে সেই ভদ্রলোক লিফটের মধ্যেই নারকীয় মৃত্যু বরণ করলেন।

শরিফের গলা শুকিয়ে গেছে। লিফট নীচে নামছে। শরিফ ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। শরিফ লিফট এ্যাভয়েড করে। কিন্তু সব সময় সম্ভব হয় না। তার অফিস সাত তলায়। অত উপরে সিঁড়ি ভেঙ্গে যাওয়া যায় না।

লাইনটা আরো লম্বা হয়েছে। শরিফের সামনে আটজন লোক। আনোয়ার দাঁড়িয়ে আছে লিফটের মুখ থেকে দুজন পরই। আনোয়ার অফিসের পিওন। সে শরিফকে দেখেছে। এখানে সৌজন্য হচ্ছে তার জায়গাটা শরিফের জন্য ছেড়ে দেওয়া। অন্য যে কোনো অফিসার হলে আনোয়ার তাই করতো। কিন্তু শরিফের বেলা করলো না। সে বুঝে ফেলেছে, শরিফকে অবহেলা করলে কোনোই লোকসান নেই। সকলেরই এই একই মনোভাব। অথচ শরিফ বুঝতে পারে না এ মনোভাবের কারণ কি। তাহলে কি য়্যাচিমিসের গোড়ালির মত শরিফেরও এমন কোনো নাজুক ব্যাপার আছে যার খবর সে ছাড়া আর সকলেই জানে?

সামনের চারজন উঠে গেছে। লিফট আবার নামছে। আজও লিফটম্যান মাসুম। শরিফ তাকে সালাম জানালো। লিফটম্যান খুব ব্যস্ত। কিন্তু সেও হাসলো।

লিফট উঠছে। লিফটম্যানের চোখের উপর শরিফের চোখ পড়লো।

হঠাৎ সে লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করলো, 'মাঝে মাঝে লিফট বন্ধ হয়ে যায় না?'

'জ্বী, বন্ধ হবে কেন?'

'হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে যায় বলে।'

লিফটম্যান মাসুম হাসলো।

BanglaBook.org

'জ্বী, অন্যান্য বিল্ডিং-এ দু'একবার গেছে শুনেছি। আল্লার রহমতে এখানে কখনো হয়নি।'

সকাল এগারোটা নাগাদ অফিসে প্রবল উত্তেজনা। এত বড় বিল্ডিং। অনেকগুলো অফিস। । কিন্তু কোথাও কোনো কাজ হচ্ছে না। সকলেই ভয়ার্ত—একটা কিছু আলোচনা করছে। ব্যস্ত শঙ্কিত হয়ে লোকজন করছে ছুটোছুটি।

শরিফ একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনেছে। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানবার কৌতূহল তারো হয়েছে। হাতের কাজটা সেরে ফেলেই উঠবে।

কিন্তু সে টেবিল থেকে মুখ তুলে দেখে, তার দরজা ঠেলে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবার আগে আনোয়ার।

শরিফ বললো, 'কি ব্যাপার?'

আনোয়ার বললো, 'কি ব্যাপার? এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। সকলেই জানে। আর আপনি বলছেন, কি ব্যাপার? আপনারই তো সবার আগে জানবার কথা। ছোট সাহেব আপনাকে সালাম দিয়েছেন।'

লিফট উপরে উঠছিলো। দড়ি না কি যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। লিফট প্রচণ্ড বেগে নীচের মেঝে এসে আছাড় খায়। দুজন মারা গেছে। নামবার সময় লিফটে দুজনই ছিলো। লিফটম্যান মাসুম এবং একজন ইঞ্জিনীয়ার।

ছোটো সাহেব ফরহাদ সব কাজ ফেলে রেখে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন।

'বসুন'। অনুরোধ নয়, আদেশের মত শোনালো কথাটা।

শরিফ একটি চেয়ারে বসলো।

'আজকের এ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র শুনলাম। এক্সট্রিমলি ট্র্যাজিক।'

ফরহাদ সাহেব গভীর মনোযোগ দিয়ে একবার শরিফকে দেখে নিলেন।

'শরিফ সাহেব, আজ কি আপনি লিফটে উঠবার সময়, লিফটে কি করে য়্যাক্সিডেন্ট হয় সে সম্পর্কে কোনো খোঁজ নিচ্ছিলেন?'

BanglaBook.org

'কি করে য়্যাক্সিডেন্ট হয়? খোঁজ? আমি শুধু.....'

'হ্যাঁ, সকলেই তাই বলাবলি করছে। যে ইঞ্জিনীয়ার মারা গেছেন, তাঁকে চেনেন নিশ্চয়?'

'একজন ইঞ্জিনীয়ার মারা গেছেন। কিন্তু তিনি কে শুনিনি।'

'তাহলে শুনুন। তিনি হাবীবউদ্দীন সাহেব—যিনি আপনার বিরুদ্ধে কোরাপশানের চার্জ এনেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক, তদন্তের পর আপনি অনারেবলি য়্যাকিউটেড হয়েছিলেন।'

কথা কটি বলে ফরহাদ সাহেব স্থির ঠাণ্ডা চোখে শরিফের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শরিফের মনে অশুভের ঘন ছায়া গাঢ় হয়ে নেবে এলো।

BanglaBook.org

তিন

সুবেহ সাদেক। সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া। এখন ঠিক অন্ধকার নয়, কিন্তু আলোও ভালো করে ফোটেনি। শরিফ বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। পথে এখনো লোকজন গাড়ি-ঘোড়া নেই। ঝাঁটা দিয়ে রোজ সকালবেলা যে স্ত্রীলোকটি পথ সাফ করতে আসে, সে পর্যন্ত আসেনি। এই সুযোগে শরিফ একবার বিশুদ্ধ হাওয়া তার ফুসফুসে ভরে নিতে চায়। সেই সুইপার মেয়েছেলেটি অল্পক্ষণেই চলে আসবে এবং পথের যত ধূলো আকাশের দিকে উড়বে। অনেকদিন এমন হয়েছে, শরিফ সাত সকালে বারান্দায় পায়চারি করছে। আর কোনো জনমানব কোনো-দিকে নেই। এমন সময় সেই সুগঠিত স্ত্রীলোকটি ঝাঁটা হাতে রাস্তা সাফ করতে এলো। শরিফ হয়তো সেই দৃশ্যটিকে নিছক দৃশ্য হিসাবেই একবার দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছে। সেই স্ত্রীলোকটিও ঝাঁটা ফেলে শরিফের দিকে তাকিয়েছে। মেয়েটি কি ভাবছে শরিফ জানে না। কিন্তু অনেক কিছু ভাবতে পারে মনে করে শরিফ সেখান থেকে সরে এসেছে। আসলে হয়তো ব্যাপারটা এক নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে বহির্জগতের সঙ্গে কমিউনিকেশন। অবচেতনে আরো জটিল যদি কিছু আছে তো থাকতে পারে। শরিফ সে খবর রাখে না।

সামনের মাঠে কিছুদিন থেকে একটি গরু বাঁধা আছে। বেশ তাগড়া জীবটি। কদিন ধরে তার খাওয়া দাওয়ারও বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে। গরুটি একেবারে সাদা। খুব বয়স্কও নয়। সারা শরীরে মাংস থলথল ঢলঢল করছে। ঘাড় নীচু করে মনের আনন্দে ঘাস খায়। দিনের বেলা খুঁটি থেকে দড়িটা আলগা করে দেওয়া হয়। সারা মাঠে সে রাজেশ্বরের মত ঘুরে বেড়ায়। শরিফের মনে হয়েছে, এই গরুটির মত নিরুদ্বেগ, সুখী ও শান্তিপ্রিয় প্রাণী সে আর একটিও দেখেনি। এমন কি গরুদের মধ্যেও নয়।

সেই গরুটিকে জনা চারেক লোক খুঁটি থেকে খুলে, দড়িটা ধরে, মাঠের মাঝখানে নিয়ে এলো। একটিমাত্র লোকই সকাল বেলা তার খুঁটিটা খুলে দেয়। কিন্তু আজ খাতির একটু বেশী দেখে গরুটি আপত্তি করলো না একটুও। বরং সামান্য আহ্লাদিত হয়েছিলো কি? গলার দড়িটা আজ তাদের হাতে ধরা আছে। গরুটি হয়তো ভাবছে এটি এক খামখেয়াল। বা দড়িটা ছেড়ে দিতে ভুলে গেছে।

লোকগুলি বড় বড় দড়ি দিয়ে গরুটির পেছনের আর সামনের পায়ে বেড়ি দিলো। মুখের ভেতর দিয়ে আর একটি দড়ি গলিয়ে মুখটাও বেধে ফেললো। তারপর দু'পাশ দিয়ে দড়ির প্রবল ঝাকানিতে পা-বাঁধা গরুটি মাঠের উপর অসহায়ের মত কাত হয়ে পড়ে গেলো। হঠাৎ এই রকম অভ্যর্থনার জন্য গরুটি প্রস্তুত ছিলো না। সে যে প্রতিবাদ করবে মুখ বাঁধা বলে তাও পারছে না। মুখ দিয়ে অদ্ভুত অপার্থিব, বর্ণনার অতীত এক করুণ শব্দ, বার দুয়েক গরুটি সকাল বেলার আকাশে ছড়িয়ে দিতে পারলো। কিন্তু সেই চার পাঁচজন লোক এবার তাদের হাত দিয়ে গরুটির মুখ আবার চেপে ধরলো। মুখটি আরো শক্ত করে বাঁধলো। এখন গরুটি স্থির হয়ে পড়ে আছে। তার মন আছে কি না, থাকলে এখন তার সেই মনে কি হচ্ছে, একমাত্র সেই জানে।

গরুটি অবিশ্বাস্যরকম বলবান। শেষ চেষ্টা না করে সে আত্মসমর্পণ করবে না। হঠাৎ সে প্রাণপন চেষ্টায় কোনো মতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার পড়ে গেলো। দুবার তিনবার গরুটি সেই একই চেষ্টা করে একইভাবে ব্যর্থ হলো। এখন আর তার মধ্যে কেনো প্রতিরোধ নেই। আমাকে নিয়ে যা খুশি করো। আমি তো তোমাদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবো না। আমারই দুধ খেয়ে তোমরা বলবান হয়েছো।

অদূরে এক লম্বা স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক, সফেদ আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে শুভ্র দাড়ি। দেখেই খুব পুন্যাত্মা মনে হয়। হাতে একটা ঝকঝকে ছুরি। একটু দূরত্ব রক্ষা করে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। মানুষ ও গরুর অসম লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতির জন্য

BanglaBook.org

অপেক্ষা করে আছেন—একবারও কোনো চঞ্চলতা প্রকাশ পায়নি তাঁর আচরণে। শরিফের চোখে তাঁকে এখন রবীন্দ্রনাথের মত দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে টলস্টয়ের মত। শরিফ অপেক্ষা করে আছে তাঁর কাছ থেকে শান্তির ললিত বাণী শুনবে—কারণ ভদ্রলোককে দেখলে সত্যিই মনে সম্ভ্রম জাগে।

গরু আর পা ছুঁড়ে কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না। এটা যখন নিশ্চিত করা হলো তখন সেই আলখাল্লা পরা সম্ভ্রম-জাগানে অতি সুদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। কি আশ্চর্য। মাত্র তিন চারবার গরুর গলায় ছুরিটা চালিয়ে দিয়ে তিনি সেই জীবটির সকল আনন্দ সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন। একজন ওস্তাদ শল্য-চিকিৎসকের মত তিনি জানেন, ঠিক কোন জায়গায় ছুরিটা বসাতে হয়। গলগল করে ঢেউয়ের মত গরুটির গলা দিয়ে লাল কালচে ঘন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর একবার কি দু'বার সেই গলাকাটা গরুর কণ্ঠ থেকেই এমন এক নিস্তেজ প্রতিকারহীন পর্বতপ্রমাণ অন্যায়ের কাছে আত্মসর্পণের মত, আওয়াজ বার হলো—যা সকালের বাতাসকে জানিয়ে দিয়ে গেলো তার অসহায় প্রতিবাদ। মৃদু হাওয়ায় যেভাবে নদীর পানি একবার কেঁপে ওঠে, মাত্র দুবার গরুটির পা আর সারা শরীর ঠিক সেইভাবে কেঁপে উঠে সব স্থির হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

রাস্তার ওপরই একটি দোকান আছে। সেখানে লেখা আছে: এখানে উৎকৃষ্ট গরুর গোস্ত বিক্রী হয়।

সত্যিই তাই। শরিফও এই দোকান থেকেই গরুর গোস্ত কেনে।

শরিফ ভেতরে চলে এলো। গরু-জবাইয়ের বিরুদ্ধে তার কোনো নৈতিক আপত্তি নেই। বরং গো-মাংস তার খুব প্রিয়। কিন্তু আজ হঠাৎ একটা চিন্তা এলো মাথায়। কাউকে বাঁচতে হলে কাউকে মরতে হবে?

বিছানায় ফিরে এসে শরিফ আবার শুয়ে পড়লো। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে লাভ নেই। সৃষ্টির রহস্যের সে কিছুই জানে না। তবু এই মুহূর্তে তার নিজের শরীর মন দুটিকেই সেই গরুটির মতই অসাড় মনে হচ্ছে।

শরিফ ভাবছে লম্বা ছুটি নেবে। নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। সে নিজেকে নির্বিবাদী লোক বলেই জানে। কিন্তু সে এটাও দেখেছে, বহু লোকের মধ্যেই তার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াটা বন্ধু ভাবাপন্ন নয়। সে কারো সাতে পাঁচে নেই। গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে মেশে না। গায়ে পড়া লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকে। পরচর্চা পরনিন্দা করে না। তবু সে দেখেছে, যারা পরচর্চা পরনিন্দা করে তারা বেশ জনপ্রিয়। এমন কি যাদের নিন্দা করে তাদের কাছেও সহৃদয় ব্যবহার লাভ করে। এবং সে নিজে যে এত নির্দোষ, বেশীর ভাগ লোক তার সম্পর্কেই বিরূপ। আশ্চর্য হয়ে সে লক্ষ্য করেছে, দোকানে কোনো জিনিস কিনবে বলে গেছে সে, তার পর যারা এসেছে তারা কেনাকাটা করে চলে গেছে, আর শরিফ তার দরকারের জিনিসটা পেয়েছে সবার শেষে। জিনিসটি দেবার সময় দোকানদারের মধ্যে সে একটা অনিচ্ছার ভাবও দেখেছে। তাই নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার কিনা সেটাও জেনে নিতে হবে।

চোখে এখনো ঘুম জড়িয়ে আছে, শরীরের আড়ষ্টতাও কাটেনি। একটি বড় মাটির পাত্রে ধুমায়িত গরম চা পাওয়া গেলে এই মুহূর্তে শরিফ আর কিছুই চাইতো না। সে ব্যাচেলার মানুষ। তার রান্না-বান্না থেকে শুরু করে বাড়ির সব কাজই করে মজিদ। কিন্তু রাত্রে সে চলে যায়। কোথায় যায় সে প্রশ্ন করে শরিফ নিজেও বিব্রত হতে চায় না, মজিদকেও করতে চায় না। তার রান্না অবশ্য মুখে দেওয়া যায় না। তবু মুখে দিতে হয়। তা নাহলে শরিফকে অনাহার অভ্যাস করতে হবে। এতক্ষণে অবশ্য মজিদের এসে পড়বার কথা। আসবে যে কোনো মুহূর্তে।

এম ডি খান জাহান খানকে বুঝতে পারা শরিফের কাছে অন্ততঃ অসাধ্য মনে হয়। যে মুহূর্তে মনে হয়, তার মত নির্ভেজাল বদলোক আর হয় না, ঠিক তখনি তিনি এমন একটা কিছু করেন যে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে নিজেরই লজ্জা হয়। অতি দূরে মগডালে বসে থাকলেও খান জাহান খান অফিসারদের বাড়ির ও হাঁড়ির খবর

BanglaBook.org

রাখেন। অফিসের কোন্ কোন্ দম্পতির স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা নেই, সে খবরও রাখেন। শরিফের বাড়িতে যে রান্না করার লোক নেই তাও জানেন। তিনি বলেছেন, একটু ধৈর্য ধরো, ভালো ব্যবস্থা করে দেবো। সে একা এক পুরুষ মানুষ বাস করে। অল্প বয়স্ক এক মেয়ে মানুষ কাজের জন্য রাখলে দশজনে দশ কথা বলবে। আজকাল কাগজে কত রকম খবর বার হয়। তাছাড়া মজিদ আছে, একটা ডবকা ছুঁড়িও থাকবে। শরিফ তো আর চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিতে পারবে না। আবার একথাও ঠিক, বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার রাখা, রান্নাবান্না করা,—এসব মেয়েদের কাজ। হ্যাঁ, একটু সবুর করতে হবে। খান জাহান খান একটা ব্যবস্থা করবেন। শরিফ মাসে তিনশ টাকা পর্যন্ত সার্ভেন্টস য়্যালাউনস পেতে পারে। কিন্তু এখন অতো খরচ হয় না বলে কমই নেয়।

মজিদ একটা বড় মাটির পাত্রে গরম চা নিয়ে এসে পাশের টেবিলে রাখলো। শরিফ বড় চায়ের পাত্র পছন্দ করে। দু'কাপ চা সকালে তার চাই। এক কাপ শেষ করে দ্বিতীয়টিতে যখন দুধ চিনি মেশায় তখন সে দেখেছে দ্বিতীয় কাপটির স্বাদ প্রথমটির মত হয় না। হয় চিনি বেশী হয় নয় দুধ কম হয়, বা দুটোই কম বেশী হয়—এবং ইত্যবসরে চায়ের লিকার আরো ঘন হয়ে যায়। মোট কথা দ্বিতীয় কাপটির স্বাদ কখনো প্রথমটির মত হয় না। অথচ জিবে প্রথম কাপের স্বাদই লেগে আছে। তাই সে একবারেই একটি বড় পাত্রে চা বানিয়ে নেয়। বা বানিয়ে দিতে বলে।

শরিফের এই নিঃসঙ্গ জীবন আরো দুর্বিষহ হতে পারতো। কিন্তু খানিকটা বৈচিত্র্য অর্থ আর মাধুর্য এনে দেয় সামনের ঐ দোতলা বাড়ির মেয়েটি। সে শুধু মেয়েটিকে দেখেছে। তার নাম জানেনা। সে কার মেয়ে কিংবা এমন কি কারো স্ত্রী কি না সেটা পর্যন্ত জানে না। খুব সম্ভব স্ত্রী সে কারও নয়, কারণ তার ঘরটিতে স্বামী হতে পারে এমন কোনো পুরুষকে শরিফ একবারও দেখেনি। তাছাড়া কুমারী মেয়েদের চেহারায় একটা কিছু থাকে যে দেখলেই কুমারী বলে চেনা যায়। জানলার কাছে চুল ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি চুপ করে বসে থাকে। মাঝে

BanglaBook.org

মধ্যে সরল কিন্তু কৌতূহলী চোখে শরিফের দিকে তাকায়। দু'একবার সামান্য একটু হেসে উঠে চলে যেতে দেখেছে তাকে। কোনো কোনো দিন গম্ভীর বিষন্ন হয়ে বসে থাকে।

এখন অবশ্য শরিফ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। তার কামরার জানলা বন্ধ।

শরিফ এখন বড় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। অনেকগুলো বাড়ি ছাড়িয়ে একটা হলুদ রঙের চারতলা দালান। তে-তলার একটি ঘরে অনেকগুলো ছায়া নড়াচড়া করছে। নড়াচড়া নয়, হাঁটাচলা করছে। প্রথমে ছায়াই মনে হয়েছিলো। কিন্তু দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর শরিফ এখন দেখতে পাচ্ছে, ছায়া নয়, তারা মানুষ। দুই দলে ভাগ হয়ে কামরার মধ্যে একদল একদিকে ছুটছে এবং অন্যদল উল্টো দিক দিয়ে আসছে। একটি ছোট্ট কামরার মধ্যে কয়েকজন লোক দুই ভাগ হয়ে দুই বিপরীত দিক লক্ষ্য করে হাঁটাহাঁটি করছে—এমন দৃশ্য শরিফ অন্য কোথাও দেখেনি। আপ এবং ডাউন ট্রেন যেন বারবার দুই বিপরীত দিকে পরস্পরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আচ্ছা, লোক-গুলো পাগল নয়তো। কিন্তু অতগুলো পাগল এক পাগলা গারদ ছাড়া কি আর কোথাও থাকতে পারে। এখানে কোনো পাগলা গারদ আছে বলে তো সে শোনেনি। এই ব্যাপারটা শরিফ আগেও কয়েকবার ঘটতে দেখেছে। ভেবেছে ঘটনাটা কি একবার খোঁজ নিয়ে দেখবে। ঐ ভাবা পর্যন্ত। কোনো বিষয়েই তার কৌতূহল বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

বারান্দায় বসে শরিফ চা খাচ্ছে। এটা সেটা ভাবছে। সবই অলস চিন্তা। এইভাবে সময় কাটাতে ভালোই লাগে। হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তার ঐ মাথায় একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। অতি সাধারণ লোক। কোনো দিক দিয়েই কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। নিরীহ নির্বিবাদী মনে হয়। তাকে ভুলে গেলো শরিফ। চায়ে সে আবার চুমুক দিলো। দিতেই আবার ঐ লোকটিকে তার মনে পড়লো। আজই প্রথম নয়। লোকটিকে সে আগেও দেখেছে ঠিক ঐ খানটায় দাঁড়িয়ে থাকতে এবং শরিফের হঠাৎ একথাও মনে হলো, শুধু ঐখানটায় নয়, লোকটিকে সে আরো কয়েকবার অন্য কোনো কোনো জায়গাতেও

BanglaBook.org

দেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুতেই সে মনে করতে পারছে না কোন সে জায়গা। শরিফ ভালো করে লোকটিকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই লোকটি একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মজিদ বললো, 'বাড়িআলা মোহসিন সাহেব এসেছেন।'

শরিফ তার কাছে কারো আসাটাসা বিশেষ পছন্দ করে না। বিশেষ করে এই সাত সকালে বাড়িআলার মুখদর্শন করতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। তবু তাকে বসবার ঘরে আসতে হলো। মুখের বিরসভাব গোপন করতে পেরেছে কি না সে জানে না।

'দেখুন তো এই চিঠিটা আপনার কি না?' মোহসিন সাহেব একটি খাম এগিয়ে দিলেন।

খামের উপর নাম লেখা আছে: জে মুৎসুদ্দী।

'আমার নাম মুৎসুদ্দী?'

'না।'

'এ চিঠি তাহলে আমার কি করে হবে?'

'কথাটা আপনি বলেছেন ঠিকই। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'নাম আপনার নয়। কিন্তু ঠিকানা আপনার। তাই জানতে এসেছি নামটা ভুল না ঠিকানাটা ভুল।' এমন অদ্ভুত কথা শরিফ জীবনেও শোনেনি। সে খামটা ফিরিয়ে দিলো।

'আপনি এ চিঠি আমাকে গছাতে এসেছেন কেন?'

'না। ভাবলাম আপনার কোন ছদ্মনাম টাম আছে কি না। অনেকের থাকে তো। আর আপনি গছাবার কথা বলছেন কেন? একটা চিঠিই তো। অস্ত্রটস্ত্র তো নয় যে আপনার কাছে গছিয়ে দিয়ে আমি নিজে নির্ভার নিশ্চিন্ত হবো—আর আপনার উপর বিপদ ডেকে আনবো। আপনার সঙ্গে কি আমার কোনো শত্রুতা আছে? কি থাকতে পারে চিঠিটায়?

মোহসিন সাহেব প্রশ্নটি করে খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন শরিফের দিকে।

BanglaBook.org

মোহসিন সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনার দেশ মৈমনসিংহ?'

'হাঁ'।

'এই চিঠিটার পোস্টমার্ক দেখুন। মৈমনসিংহ থেকে আসছে।'

'মৈমনসিংহ থেকে যত চিঠি আসে সব আমার হতে হবে?'

'সব কেন আপনার হবে। কিন্তু এটা আপনার ঠিকানাতেই লেখা। খুলে পড়ে দেখি কি লেখা আছে?'

শরিফ ব্যস্ত হয়ে বললো, 'না না। খুলবেন না। কার না কার চিঠি। কি লেখা আছে কিছুই জানি না।'

মোহসিন সাহেব হাসলেন। কিন্তু হাসিটা বন্ধু ভাবাপন্ন নয়। বরং এটা তেমনি হাসি যা দেখে প্রত্যেকটি স্নায়ু সতর্ক হয়ে যায়।

মোহসিন সাহেব বললেন, 'আপনি অতো ঘাবড়ে গেলেন কেন? এই চিঠি তো কেউ ক্লেইম করতে আসছে না। চিঠিতে ভয়ানক কিছু আছে না কি?'

'চিঠিতে কি আছে আমি জানবো কেমন করে?'

'আপনি তো বলছেন বটে, জানবো কেমন করে। কিন্তু চিঠিটা খুলবার প্রস্তাবে আপনি যেভাবে চমকে উঠলেন, লোকের মনে হতে পারে কি লেখা আছে আপনি জানেন। শুধু তাই নয় যা লেখা আছে তা আপত্তিকর।'

শরিফ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো। সে যেন ধরা পড়ে গেছে। সে যেন সত্যিই জানে চিঠিতে আপত্তিকর কিছু আছে! আসলে চিঠিটা যে শরিফেরই সেটা প্রমাণ করবার জন্য মোহসিন সাহেবের ব্যগ্রতা দেখে শুরু থেকেই শরিফের সারা মন সাবধান হয়ে গেছে। কেন তিনি এতো জবরদস্তি করছেন। কেন তিনি নিজেই চিঠিটা নিয়ে এসেছেন। তাই চিঠিটাকে খুব অবাঞ্ছিত একটা জিনিস মনে হয়েছে শরিফের কাছে। এবং চিঠি কখন অবাঞ্ছিত হয়। যখন চিঠিতে আপত্তি কর কিছু থাকে। তাই মোহসিন সাহেব যখন জিজ্ঞেস করলেন চিঠিতে আপত্তিকর কিছু আছে কি না, তখন শরিফের মনে হয়েছিলো সে বুঝি আগে থেকেই জানতো চিঠিতে সেই রকমই একটা কিছু আছে। না থাকলে চিঠিতে নাম একজনের ঠিকানা আর একজনের এবং চিঠিটার স্বত্ব আর কেউ স্বীকার করতে চাইছে না কেন। এবং চিঠিটা যে শরিফেরই

BanglaBook.org

প্রমাণ করবার জন্য—মোহসিন সাহেব কোমর বেধে লেগেছেন কেন? চিঠিটা খুলবার প্রস্তাবে তার অবচেতন মন ভয়ে প্রতিবাদ করে উঠেছিলো। অবচেতন জানতো চিঠিতে আপত্তিকর কিছু থাকলে তার দায়িত্ব শরিফের ঘাড়েই চাপানো হবে।

মোহসীন সাহেব আর কিছু বললেন না। দৃষ্টি মেঝের উপর রেখে উঠে পড়লেন।

'চিঠিটা আপনি রাখবেন না আমি রাখবো?'

শরিফ রেগে গেল।

'আমি কেন রাখতে যাবো? আপনি রাখুন। যা খুশি করুন। পুড়িয়ে ফেলুন। আমার কিছু বলবার নেই।'

মোহসীন সাহেবের মুখে এখন কোনো হাসি নেই। গম্ভীর তিনি। দেশের স্বার্থরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একজন নাগরিক।

চিঠিটা হাতে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বললেন 'পুড়িয়ে ফেলাই সব চাইতে ভালো। তাই না? সব চিহ্ন মিটে যায়।'

শরিফের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে মোহসিন সাহেব চলে গেলেন। চিঠিটা তাঁর হাতেই ধরা থাকলো।

অফিস থেকে ফিরছে শরিফ। মজিদ নিশ্চয় বাড়ি নেই। দরজা বন্ধ। ডুপলিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে শরিফ ভেতরে ঢুকলো। দরজা খুলতেই দেখে মেঝেতে একটি খাম পড়ে আছে। খামটা হাতে তুলে নিলো শরিফ। সেই একই চিঠি। আবার তার কাছে ফেরত এলো কেন? যাই হোক খুব গরম পড়েছে। পাখাটা ছেড়ে দিয়ে শরিফ সোফায় বসলো। জুতো আর মোজা খুলে দুটি পা সামনে ছড়িয়ে দিলো। চিঠিটা সে পাশের টেবিলে রেখে দিয়েছে।

চিঠিটা তার কাছে ফেরত এলো কেন? একবার পড়ে দেখবে না কি? কিন্তু শরিফের সাহস হলো না। চিঠিটা তার কাছে খামে মোড়া একটা বিভীষিকার মত মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

মোহসিন সাহেব কি চিঠিটা পড়েছেন? খামের মুখ বন্ধ বটে। কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। পুলিশের লোক খাম খুলে আবার বন্ধ করবার কত কৌশল জানে। কেউ বুঝতেও পারবে না খামের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। খুব সম্ভব মোহসিন সাহেব চিঠিটা পড়েছেন। এবং চিঠিতে আপত্তিকর কিছুই নেই। তাই শরিফের কাছে ফেরত এসেছে।

শরিফের ফুপা একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন। অবশ্য একেবারে যাকে 'র‍্যাংকস'বলে সেখান থেকে উঠে ডি-আই-জি হয়েছিলেন। তাঁর কাছে শরিফ তার ছাত্রাবস্থায় চোর-ডাকাত টেররিস্ট-দের সম্পর্কে অনেক সত্যকার ঘটনার কথা শুনেছে। মাঝে মাঝে শরিফের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। ক্ষুদিরামের কত কথা শুনেছে ফুপার কাছে। দীনেশ বলে একজন ছিলো। ফুপা একদিন বলেছিলেন, দীনেশের যখন ফাঁসী হলো অমৃতবাজার পত্রিকায় খবরটা কিভাবে ছাপা হয়েছিলো জানিস? হেডিং ছিলো: ডণ্টলেস ডিনেশ ডাইজ য়্যাট ডন। ফুপা প্রায়ই এইসব বিপ্লবীদের গল্প করতেন—যাদের ধরতে এবং ধরিয়ে দিতে তাঁর নিজেরও যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিলো। তবু পরবর্তীকালে যখন তাঁদের কথা বলতেন তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠতো।

BanglaBook.org

তিনি খান বাহাদুর কিভাবে হয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটা কথা শোনা যায়। তিনি যে বছর খান বাহাদুর হন সেবছর তিনি পুলিশে ছিলেন না। তার বছর তিনেক আগে থেকেই অন্য এক বিভাগে কাজ করছেন। শরিফের চাইতে বয়সে অনেক বড় এক ভাই ছিলেন। তিনি এখন কানাডায় সেটেল করেছেন। সেই ভাই ছিলেন লেখক। বেশ নামটাম ছিলো। এম এ পড়ছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। সেই লেখক ভাই তার কয়েকজন কবি সাহিত্যিক বন্ধুকে নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠক করলেন। সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধ চলছে তাই মিত্রপক্ষের ওয়ার-এফার্টে সহযোগিতা করা উচিত কিনা সে সম্পর্কেও কিছু ঘরোয়া কথাবার্তা হয়েছিলো।

খবরটা ফুপার কাছে পৌঁছলো। তিনি কিছু দিনের বিরতি দিয়ে সেই ভাইকে ডেকে পাঠালেন। অমন সস্নেহ অভ্যর্থনা, ফুপার বাড়ি হলেও শরিফের সেই ভাই এ-বাড়িতে কখনো লাভ করেননি। ভাই যে ছাত্র খুব ভালো ভবিষ্যৎ তাঁর খুব উজ্জ্বল---এইসব কথা এবং পরোটা কোর্মা হালুয়া দিয়ে মেহমানী। এবং বিভিন্ন কথার ফাঁকে খুবই ঘরোয়া-ভাবে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছেন আজকালকার ছাত্ররা কি ভাবনা-চিন্তা করছে। এবং সেদিনকার সেই বৈঠকে কে কি বললো। ভাই সরল বিশ্বাসে সব কিছুই বললেন। এবং সেদিন কেউ কোনো মারাত্মক কথাও বলেনি। কিছু য়্যাকাডেমিক আলোচনা হয়েছিলো। তাই ভাই সাবধান হবার চেষ্টাও করেননি। তাছাড়া ফুপার সঙ্গে নিতান্তই ঘরোয়া আলোচনা হচ্ছে—একথা সেকথার পর প্রসঙ্গটা এসে পড়লো। ফুপার সঙ্গে কথা বলবার সময় সতর্ক হবার আছেই বা কি।

ফুপা যথাস্থানে একটা রিপোর্ট পাঠালেন। সেই বছরই তিনি খান বাহাদুর হলেন। কিন্তু শরিফের সেই ভাইয়ের সরকারী চাকরির জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স খুব সহজে পাওয়া যায়নি। তাদের মধ্যে দুজনের কোনোদিন সরকারি চাকরিই হলো না।

সেই ফুপা মারা গেছেন। এই সময় তিনি বেঁচে থাকলে শরিফ এমন অসহায় বোধ করতো না। এই রকম সময়ে ঐরকম লোকই সত্যকার সহায় হতে পারেন —যদি তাকে বন্ধুভাবাপন্ন করা যায়।

সেই ফুপার মুখে শোনা তাদের একটি কৌশলের কথা শরিফের আজো মনে আছে। বিপ্লবীদের চিঠি সেন্সর হয়। বিপ্লবীরা যতই চালাক হোক পুলিশরা সব সময় তাদের উপর টেক্কা মেরেছে। আগে থেকেই সেইসব চিঠি পড়ে গোয়েন্দা বিভাগ তাদের কত ফন্দী ভণ্ডুল করে দিয়েছে। ব্যাটল অফ উইটস যাকে বলে। বিপ্লবীরা বুঝে ফেললো যে তাদের চিঠি পড়া হয়—না হলে তারা বারেবারে ধরা পড়ছে কেন।

তারাও এক ফন্দি বার করলো। যে চিঠি পাবে সে যেন বুঝতে পারে চিঠি খোলা হয়েছে বা হয়নি। প্রত্যেক চিঠি ভাঁজ করে সেই

BanglaBook.org

চিঠির মধ্যে একটি ছোট্ট মাথার চুল রেখে দিতো। পুলিশ যদি চিঠিটা খুলে পড়ে তাহলে চুলটা মাটিতে পড়ে যাবে। তারা তো আর জানে না চিঠিতে এক চুল রাখা আছে। যার কাছে চিঠিটা লেখা হয়েছে সে তখন বুঝে নেবে পুলিশ চিঠি খুলেছে।

ফাঁসীতে ঝুলতে যতই দক্ষ হোক কিন্তু ফুপার সঙ্গে চালাকিতে ওরা পারবে কেন। প্রথমবারেই ফুপা চালাকিটা ধরে ফেললেন। খুব আরামসে চিঠিটা পড়ে চুলটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে চিঠিটাকে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। এবং টেররিস্টরা যে সব ফন্দি করেছে পুলিশ কমিশনারের কাছে সে সম্পর্কে একটি রিপোর্টও পাঠিয়ে দিলেন। টেরিস্টরা কিছুই জানলো না, বুঝলো না, আর পটাপট ধরা পড়তে লাগলো। সেবছর ফুপা খান সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন।

মজিদ কখন ফিরে এসেছে শরিফ জানতে পারেনি। সে পাশের টেবিলে চা রাখলো।

শরিফ বললো, 'অফিস থেকে এসে তোমাকে কখনো বাড়িতে পাওয়া যায় না। অসুবিধা হয়।'

মজিদ কোনো জবাব দিলো না। ভাবখানা এই, এইরকমই চলবে। ইচ্ছে হলে রাখুন নইলে ছেড়ে দিন।

শরিফ চায়ে চুমুক দিলে। বড্ড গরম চা। তার বুককে যেন খাক করে দিলো। তাড়াতাড়ি সেই চীনে মাটির বড় পেয়ালাটি নামিয়ে রাখলো টেবিলে।

'এই চিঠিটা আবার ফেরত এলো কি করে?'

মজিদ জবাব দিলো, পাড়ার সাহেবরা নাকি 'মজলিস করেছিলেন। তারা ঠিক করেছেন যে চিঠিটা আপনারই। আর কারো হতে পারে না।'

বিস্ময়টা শরিফ নীরবেই গিলে ফেললো। ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে পানি আরো ঘোলাটে হবে। কিন্তু চুপ করে থাকা যে জিনিস-টাকে মেনে নেওয়া সেই মুহূর্তে শরিফের কথাটা মনে হয়নি।

BanglaBook.org

মজিদ আর একটি কথা বলতে চায়। হয়তো সে বলতো না। কথাটা সে বিশ্বাসও করেনা। এমন কি শরিফ লোক খুব ভালো। সে নিজে দেখেছে। আর দশজন লোক যাই বলুক না কেন। এবং আর যাই হোক সে এ বাড়িতে কাজ করে, সাহেবের নুন খায়। অবশ্য কাজ করা আর নুন খাওয়া সম্পর্কে তার দ্বিতীয় চিন্তাও আছে। মজিদ বাংলা খবরের কাগজ পড়তে পারে। সে এখন জানে সে তার কাজ করে, মাইনে পায়। সাহেব তাঁর অফিসে কাজ করেন মাইনে পান। সুতরাং কাজের বিনিময়েই চাকরেরা মাইনে এবং অন্য সুযোগ সুবিধা পায়। কেউ কারও নুন খায় না। তবু কথাটা মজিদ বলতো না। কিন্তু একটু আগেই মজিদের বাড়ি না-থাকা সম্পর্কে সাহেব যে কথাটি বললেন তা শুনতে মজিদের ভালো লাগেনি। সাহেবকে ঘিরে যে একটা রহস্যময় ধারণা পাড়ার লোকেরা তৈরী করেছে, তার ছোয়াচ মজিদের মনেও লেগেছে। তারও মনে হয়, সাহেব আর দশজনের মত নয়। সকলের কথা শুনে মজিদের একথাও মনে হয়, আর দশজনের মত হওয়াটাই ভালো। যে লোক আর দশজনের মত নয় সে লোক যে কিসের মত এবং কার মত তা বোঝাই যায় না। যাকে বোঝা যায় না সে সব কিছুই করতে পারে। অন্ততঃ সে যে কি করছে সেটা জানা যায় না। মজিদ একথাও পাড়ার লোককে বলতে শুনেছে, শরিফ সাহেব ব্যাচেলার। তার কোনো বন্ধন নেই। তার কোনো দায় দায়িত্ব নেই। এবং যাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই, তারা যা খুশি তাই করতে পারে। কথাটার মানে মজিদ বোঝেনি। তবে বুঝেছে কথাটা তার সাহেবের প্রশংসা করবার জন্য বলা হয়নি।

মজিদ বললো, 'দোতালার পাকানে-আলি আপনার সম্পর্কে খুব একটা খারাপ কথা বলে।'

শরিফ আশ্চর্য হলো। তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলে? তার সঙ্গে শরিফের সম্পর্ক?

তবে একদিনের কথা মনে আছে। শরিফ বাইরে যাবে। নীচে যাবার জন্য সিঁড়ির দরজা খুলেছে। একতলার কলতলায় চোখ পড়লো। সেই

BanglaBook.org

পাকানে-আলি গোসল করছিলো। শরিফকে দেখেই ঝট করে আড়ালে সরে গেলো। শরিফ শুধু দেখলো সেখানেই একটি তারের উপর একটি ব্রেশিয়ার ঝুলেছে। ব্রা-টিকে একটি খুব বড় মরা ইন্দুরের মত দেখাচ্ছে। তারে দু'ভাজ হয়ে দুদিকে লটকে আছে।

সেই পাকানে-আলির নাম মরিয়াম। ম্যানসনের সব পরিচারিকারাই দুপুরের কাজ-কাম সেরে সেই কলতলায় গা ধোয় কাপড় কাচে। এবং তাদের গত চব্বিশ ঘণ্টার কথার ঝাঁপি খুলে বসে। সত্যর সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে এবং তার উপর রঙ চড়িয়ে তারা তাদের আলোচনাকে বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

মজিদের কথা শুনেই শরিফের বুক কেপে উঠলো। মরিয়ম কি সেদিনের কোনো কথাই বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। কিন্তু শরিফ তো তাকে দেখবার জন্য ওদিকে তাকায়নি। হঠাৎ চোখ চলে গিয়েছিলো। অমন যায়। শরিফের শুধু একটি ব্রা-কে একটি বড় মরা ইন্দুর মনে হয়েছিল।

কিন্তু মজিদ যা বললো তা একেবারে অন্য কথা।

মরিয়ম একটা স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে শরিফ সাহেবকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। না ধর্ষণের জন্য নয়। ব্ল্যাক মার্কেটিংয়ের জন্য। মরিয়ম আরো বলেছে তার স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয়নি। এবারও হবে না।

মরিয়মের একটা অতিরিক্ত জোর আছে। শরিফদের এম ডি খান জাহান খান সাহেবের দেশ পাবনায়। মরিয়মেরও তাই। মরিয়ম জানে শরিফ কাজ করে খান জাহান খান সাহেবের অফিসে।

মরিয়মের বিয়ে হয়েছে। তার স্বামীর নাম আবদুল্লাহ। দু'জনেই বাড়িঅলা মোহসিন সাহেবের সংসারে কাজ করে। ছেলেপুলে হয়নি এখনো। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আজকাল ওরাও শিখে নিয়েছে। ছেলেপুলের জন্য অত তাড়া নেই। ছেলে তো যখন খুশি হতে পারে। এখন শরীরের বাঁধুনিকে ঠিক রাখতে হবে।

'স্বপ্ন দেখেছে? ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর জন্য আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। ভারী অদ্ভুত স্বপ্নতো। সে আমার সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবার কে?'

BanglaBook.org

'তা আমি কি করে বলবো বলুন। যা শুনলাম ভাবলাম আপনাকে বলা ভালো।'

শরিফ আর একটা বিস্ময় গিলে ফেললো। কিন্তু সেই বিস্ময়ের সঙ্গী হিসাবে একটা আতঙ্কও উপস্থিত হয়েছিলো। সেই ভয়টাকে অত সহজে গিলে ফেলতে পারলো না।

এখন সাহেবের জন্য মজিদের দুঃখই হচ্ছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে সাহেব বিনা অপরাধে শাস্তি পাচ্ছে। মজিদও বুঝতে পারে না সাহেব সম্পর্কে লোকে অমন সব কথা বলে কেন। হ্যাঁ সাহেব আর দশজন থেকে একটু আলাদা। তাছাড়া একা একা থাকতেই ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে—

মজিদকে রান্না করতে হবে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আজ সে মন দিয়ে খুব যত্ন করে রান্না করবে। সাহেবের জন্য তার খুব মায়া হচ্ছে। কতবার সে সাহেবের ব্যাগ থেকে দু'টাকা পাঁচ টাকা তুলে নিয়েছে। সাহেব বুঝতেও পারেনি।

মজিদ বললো, 'সাহেব আর এক কথা। কে একজন সাহেব ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন আপনি তাঁকে যে কাজ দিয়েছিলেন তিনি করেছেন।'

'আমি কাজ দিয়েছিলাম, তিনি করেছেন? কোন সাহেব? আমি তো কাউকে কোনো কাজ দিইনি।'

'তিনি তো তাই বললেন।'

'যিনি টেলিফোন করেছিলেন তাঁর নাম কি?'

'নাম বললেন না। কথা বলেই ফোন রেখে দিলেন।'

'আমার নাম বললেন?'

'জ্বী? আপনার নাম? হ্যাঁ বোধ হয়। ঠিক মনে নাই। আপনার কাছে না হলে এখানে ফোন করবেন কেন?'

'রং নম্বারও তো হতে পারে।'

মজিদ একটু ফাঁপরে পড়লো। সেই ভদ্রলোক টেলিফোন তুলেই গড়গড় করে কথা বলেছিলেন কিম্বা আগে সাহেবের নামটা বলেছিলেন, এখন আর মজিদ তা মনে করতে পারছে না।

BanglaBook.org

শরিফও আর কথাটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। কত রং নাম্বার, উল্টাপাল্টা টেলিফোন আসে তার হিসাব আছে। কতবার সে নিজের কানেই কত মজার মজার কথা শুনেছে। একবার—এই তো সেদিন—সে টেলিফোন তুলেছে নম্বর ডায়াল করবে বলে তার সুযোগই পেলো-না। শুনতে পেলো দুজন যুবক-যুবতী প্রেমালাপ করছে। তাদের আলাপে শরীর তত্ত্বের অংশটা এতো প্রাধান্য লাভ করেছিলো যে কান গরম হয়ে যায়।

একজন লোক টেলিফোন করে বললো সে যা করতে বলেছিলো তা করা হয়েছে। রাত্রিবেলা বাথরুম যাবে বলে শরিফকে উঠতে হলো। তখন মজিদের এই কথাটা আবার হঠাৎ তার মনে পড়লো—এবং মনে পড়তেই তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কত লোকে কত কিছু করে বলে দিতে পারে সে অমুকের নির্দেশে করেছে। শরিফ ভাবলো কেউ শত্রুতা করে তাকে কোনো ক্রাইমে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে না তো? মজিদ অবশ্য ঠিক মনে করতে পারেনি, যে টেলিফোন করেছিলো সে শরিফকেই নাম করে টেলিফোন চেয়েছিলো কি না। মজিদের কথায় অবশ্য মনে হলো লোকটা শুধু খবরটা দিয়েই টেলিফোন রেখে দিলো। কিন্তু মজিদ তাহলে কেন বলবে, কেন মনে করবে যে শরিফকেই টেলিফোন করা হয়েছিলো—যদি সেই লোকটা শরিফের নাম না বলে থাকে? এক হতে পারে সেই লোকটা টেলিফোন তুলেই গড়গড় করে বলে গেছে, আপনি যে কাজ দিয়েছিলেন তা করেছি। বলেই সে টেলিফোন রেখে দিয়েছে। মজিদ ভেবেছে, যেহেতু তাকে কেউ ফোন করতে পারে না—এবং সেরকম কোন ফোন মজিদকে কারো করবার কথাও নয়—সুতরাং সেই লোকটির 'আপনি' নিশ্চই শরিফই হবে। আরো কয়েকটি সম্ভাবনার কথা শরিফের মনে হলো। এক, গোটা ব্যাপারটাই তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা। দুই, কানেকশানটা রং নাম্বার। একজন ক্রিমিনাল আর একজন ক্রিমিনালকে কোনো খবর দিতে গিয়ে লাইনটা শরিফের কাছে এসে গেছে। তিন, রং নাম্বার তো বটেই তবে

BanglaBook.org

হতে পারে ব্যাপারটা খুবই সামান্য। কোনো অফিসের বড় সাহেব তাঁর কোনো অধস্তন কর্মচারীকে অফিসের কোনো জরুরী কাজ দিয়েছিলেন, সেই লোকটি কাজটা সেরে খবরটা তার বসকে জানিয়েছিলো। জানিয়ে অবশ্য দিতে পারেনি। কারণ লাইনটা এসেছিলো শরিফের ঘরে। অমন গড়গড় করে কথাগুলো বলে টেলিফোন রেখে দেবার কারণ? নিশ্চয় লোকটিকে তার নিয়মিত কাজের বাইরে—যে দায়িত্ব অন্যের—সেটাই করতে বলা হয়েছিলো। তাই তার রাগ ছিলো। বাড়ির চাকর ফোন ধরেছে মনে করে কথাগুলো বলেই সে ফোন রেখে দিয়েছে। ....মজিদকে আরো দু'একটি প্রশ্ন করে ব্যাপারটা খোলাসা করে নিলে হয়। কিন্তু মজিদ তাহলে সন্দেহ করতে পারে। তাছাড়া রাত্রে মজিদ বাড়িতেই থাকে না। যাই হোক বাকিটা সময় শরিফের একটুও ঘুম হলো না।

সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। শরিফ খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করছে। একবার দেখতে হয় কাগজে কিছু বেরিয়েছে কি না। কিন্তু এত্ত সকালে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করবার কোনো মানে হয় না। শরিফের ফ্ল্যাটে খবরের কাগজ আসে সে অফিস চলে যাবার পর। কিন্তু রাস্তায় যদি কোনো খবরের কাগজওলা দেখতে পায়, তাকে ডেকে একটা—কি দু'তিনটা খবরের কাগজ কিনে নেবে। কারণ সব খবর তো সব কাগজে থাকে না। অনেক পর শরিফ একটির পর আর একটি খবরের কাগজওলা দেখতে পেলো। প্রাণপণে ডাকলোও তাদের। কিন্তু কেউ শরিফের দিকে ফিরেও তাকালো না। তারা সাইকেল হাঁকিয়ে রাজার মহিমায় চলে গেলো। এই একটা সময় তাদের খুব মূল্য থাকে। ততক্ষণে বেশ বেলা হয়ে গেছে। মজিদ গরম চা দিয়ে গেলো।

অনেকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠে—কারণ শরিফ জানে বেশী আগ্রহ দেখালে মজিদ সন্দেহ করতে পারে—শরিফ জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের কাগজ দিয়েছে?'

শরিফ জানে দেয়নি। তবু কথাটা জিজ্ঞেস করলো অন্য কথার সূত্রপাত হিসেবে। মজিদ বললো, 'আমাদের কাগজ? আমাদের কাগজ বেলা নটার আগে কবে দেয়?' মজিদের কণ্ঠে বিস্ময়।

শরিফ ঠিক করেছিলো, কোনো আগ্রহ দেখাবে না। কিন্তু এরপর যা করলে তাতে আগ্রহের চাইতে কিছু বেশী প্রকাশ পেলো। শরিফ বললো, 'যাও তো বড় রাস্তা থেকে দুই তিনটা ইংরেজি বাংলা কাগজ কিনে আনো তো!'

কথাটা বলা শেষ হতেই অবশ্য শরিফের মনে হলো কাজটা সে ঠিক করলো না। মজিদ নিশ্চয় ভাবছে, সাহেব এত সকালে কাগজ কিনতে পাঠাচ্ছে কেন? কখনো তো এমন করে না। তাও একটা নয়—বললো দু'তিনটা কিনে আনো। কাগজে যদি সত্যিই বড় কোনো ক্রাইমের খবর থাকে, মজিদ তো মনে করতে পারে সাহেবের সঙ্গে সেই ক্রাইমের সম্পর্ক আছে। তা না হলে কোনো দিনই কাগজে আগ্রহ দেখায় না আজই কেন তিন তিনটি কাগজ কিনতে পাঠাচ্ছে?

কাগজে খবর আছেও। এমন খবর অবশ্য প্রায় রোজই থাকে। কিন্তু আজকের দিন এবং আরো পর পর কয়েকটি দিন এরকম কোনো খবর না থাকলেই শরিফ নিশ্চিত হতে পারতো। একটা খবর ব্যাংক ডাকাতির। অন্যটি এক লক্ষপতির খুন হবার সংবাদ। শরিফ নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। তার গোটা জীবনটাকেই এক ধিক্কৃত জিনিস বলে তার মনে হলো। এমন কি তার জন্মমুহূর্তটিকেই সে অভিশাপ দিলো মনে মনে। এতো উদ্বেগ নিয়ে বেঁচে থাকা যায়? যেসব কাজ সে কোনোদিন করবার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না—সে নিজে থেকেই কেন তার দায়িত্ব তারই ঘাড়ে আছে বলে কল্পনা করে? করে কি সাধে? সে দেখেছে একেবারেই অকারণে তার সম্পর্কে লোকজনের প্রতিক্রিয়া বিরূপ। সে যতই নিরপরাধ হোক, লোকজন তার দিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

খেতে পারে না। ঘুম নেই; কাজে নেই মন। এইভাবে দিন কয়েক কাটলো। শেষ পর্যন্ত শরিফ ঠিক করলো, সমস্ত ব্যাপারটা বড় ভাইকে বলবে। একজনের কাছে বুকের বোঝা হাল্কা করতে না পারলে সে পাগল হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

সব শুনে বড় ভাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু বললেন, 'অতো ভাবছো কেন? রং কানেকশান লেগেছে—তুমি কি করবে। তুমি তো কোনো কথা বলোনি।'

বড় ভাই জানেন শরিফের উদ্বেগের কোনোই কারণ নেই। কিন্তু তিনি নিজেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বড় ভাইও একটু নার্ভাস প্রকৃতির লোক।

ভাবী চুপ করে শুনছিলেন।

তিনি বললেন, 'টেলিফোনের যত মিস্টিরিয়াস ব্যাপার শুধু তোমার বেলাই ঘটে। আমাদের বাড়িতেও তো টেলিফোন আছে। আমাদের তো কখনো ওরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়নি।'

ভাবীর কথাটার মানে এবং তার যৌক্তিকতা বুঝতে শরিফের সময় লাগলো না।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিলো। সেও বহু আগে।

শরিফ টেলিফোন করবে। রিসিভার তুলেছে। অমনি দুজনের গলা শুনতে পেলো। তারা বলাবলি করছে কাল খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে। একজন আর একজনকে বলছে সে যেন কাল কিছুতেই ইউনিভার্সিটি না যায়।

শরিফের ভাই-ঝি—বড় ভাইয়ের মেয়ে—তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। সে বেচারা ইউনিভার্সিটি গিয়ে বিপদে পড়বে। সে ছুটে বড় ভাইয়ের কাছে গেলো। ভাইঝিকে পরদিন ইউনিভার্সিটি যেতে মানা করলো। টেলিফোনের কথা বললো না। শুধু বললো সে শুনেছে কাল গোলমাল হবে।

পরদিন ভাবী আর ভাইঝি সন্ধ্যাবেলা শরিফের কাছে উপস্থিত—যে অভ্যাসটা তাঁদের খুবই কম।

ভাইঝি বললো, 'চাচা আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমি জানলাম না। আর তুমি জানলে কি করে? ভাগ্যিস আজ ইউনিভার্সিটি যাইনি। সত্যিই খুব গোলমাল হয়েছে।'

BanglaBook.org

ভাবী মহিলাটি সুন্দরী। কিন্তু কণ্ঠে বিষ ঢেলে বললেন, 'জানবে আবার কি করে। ও নিজেই ওসবের মধ্যে আছে।'

মজিদ নাশতা সাজিয়ে দিয়েছে। প্যাটিস, ফ্রুট কেক, সিঙ্গাড়া, প্রাণহরা। ভাবী আর ভাইঝি নাশতা খাচ্ছেন।

কিন্তু ভাবী ওকথা বললেন কেন? কেন বললেন শরিফ ওসবের মধ্যে আছে? শরিফ কোথায় ভাইঝির ভালোর জন্য ছুটে গেলো। আর ভাবী তার এই প্রতিদান দিলেন।

ভাবীর ভুল শোধরাবার জন্য শরিফ টেলিফোনের আলাপটা সবিস্তারে বললো।

ভাবী একবার শুধু বললেন, 'হুঁ।'

মানে শরিফের কথার একটি বর্ণও বিশ্বাস করেননি তিনি।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ভাবী বললেন, 'একটা জায়নামাজ দাও। এশার নামাজটা পড়ে নিই।'

'জায়নামাজ? জ্বী জায়নামাজ তো নেই। ধোপার ধোয়া একটা চাদর দিই?'

ভাবী বললেন, 'তোমার কাছে জায়নামাজ চাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। চল পরী চল, অনেক রাত হয়ে গেছে। এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে। বেশী দেরী হলে কুড়েমি লাগবে। নামাজটা পড়াই হবে না।'

তাই, এখন যখন ভাবী বললেন, টেলিফোনে যত মিস্টিরিয়াস ব্যাপার একা তোমার বেলাই ঘটে—তখন শরিফের তার মানেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

বড় ভাই বললেন, 'তবে যদি চাও, চলো এমদাদের কাছে যাই। তাকে সব কথা খুলে বলো।'

এমদাদ চাচাতো ভাই। পুলিশে বড় কাজ করেন।

কিন্তু প্রস্তাবটা শুনেই শরিফ কুঁকড়ে গেলো। সে যেন পরিষ্কার শুনতে পচ্ছে, এমদাদ ভাইয়ের প্রশ্ন: 'যে ফোন করলো তার গলার আওয়াজ কেমন? মোটা ভারী না পাতলা? গলায় কোনো ব্যস্ততা ছিলো?' চাচাতো ভাই বলে এমদাদ ভাই শরিফকে ছেড়ে দেবেন না।

BanglaBook.org

তাকেও একজন সাসপেক্ট মনে করবেন। পুলিসে যারা কাজ করে তারা অতো ভাই-বেরাদর বোঝে না। বোঝে শুধু নিজের কাজ। সকলেই তাদের ভাই-বেরাদর আবার কেউ তাদের ভাই-বেরাদর নয়।

তাছাড়া শরিফ সম্পর্কে এমদাদ ভাইয়ের ইমপ্রেশন কি সে সম্পর্কে শরিফ মোটেই শিওর নয়। বরং শরিফের মনে হয়েছে, তার সঙ্গে এমদাদ ভাইয়ের ব্যবহারটা বেশ কোল্ড। অন্যদের সঙ্গে দিব্যি হাসি তামাসা করছেন, কিন্তু শরিফকে সেভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। অথচ শরিফ যখন ছোটো ছিলো এমদাদ ভাই তাকে খুব স্নেহ করতেন।

তাহলে কি তার সম্পর্কে এমদাদ ভাইয়ের ধারণা বদলে গেছে? কে জানে পুলিশের খাতায় শরিফ সম্পর্কে কি লেখা আছে। শরিফ বসে বসে এইসব কল্পনা করতে থাকে।

BanglaBook.org

চার

মাস দুয়েক গড়িয়ে গেছে।

ফরহাদ সাহেব, মানে অফিসের ছোটো সাহেব, অফিসের কাজে নিজের পদমর্যাদার দূরত্ব রক্ষা করে চলেন এবং শরিফের সঙ্গে তার যে খুব একটা প্রীতির সম্পর্ক তাও নয়, বরং অফিসে উল্টোটাই শরিফ দেখে আসছে। তবু তিনিই অফিসের কর্তাস্থানীয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাঝে মধ্যে শরিফের সঙ্গে সামাজিকভাবে মিশবার আগ্রহ না হলেও কৌতূহল প্রকাশ করেছেন।

এইতো সেদিনের কথা। অফিস ছুটি হবার পর ফরহাদ সাহেব আর শরিফ একই সঙ্গে লিফট দিয়ে নামছেন।

হঠাৎ ফরহাদ সাহেব জানতে চাইলেন, 'কাল সন্ধ্যাবেলা কি করছেন?'

'সন্ধ্যাবেলা? না কিছুই না।'

'আসুন না আমার এখানে। এই সাড়েসাতটা নাগাদ। চাট্টে ডাল ভাত আমার এখানেই খেয়ে নেবেন।'

'জ্বী, ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ।'

বসবার আর খাবার ঘর দুটি আলাদা নয়—যাকে কম্বাইণ্ড বলে তাই। কিন্তু এই ঘরের পাশ দিয়েই রাইডিং-বুটের উপরের দিকের চামড়ার মত আর একটি জায়গা বেরিয়ে গেছে—কিম্বা একটি এল-এর মতও বলতে পারেন। যে ব্যক্তি এই বাড়িটির স্থপতি তিনি জানেন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এই ধরনের একটি ছোট্ট ঘর এক কোণে থাকে। কিন্তু আমাদের সেই স্থপতি খুব সম্ভব জানেন না, সেই ঘরটি পশ্চিমে লেডিজ স্মোকিং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো তাশ খেলার জন্যও সদ্ব্যবহারে আসে।

অবশ্য ধানমণ্ডির এই বাড়িতেও যে সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি পোড়োবাড়ি বা ভূতড়ে বাড়ির মত পড়ে আছে তা নয়। কম্বাইণ্ড ড্রইং ও ডাইনিং রুম আছে। কিন্তু আজ বসবার জন্য ফরহাদ সাহেব এই ছোট্টো ঘরটিই

BanglaBook.org

বেছে নিয়েছেন। ছাতের কাছাকাছি থাকলে অন্ততঃ আয়তনের দিক দিয়ে এই ঘরটিকে সহজেই চিলেকোঠা বলা যেতো। এই ঘরটাই বেছে নেবার কারণ আজ গেস্টের সংখ্যা খুব কম। ফরহাদ সাহেব একটা নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি করতে চান।

ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমে খুব কম পাওয়ারের বাল্ব টিমটিম করে জ্বলছে। এই ঘরটা বেশ ছোটো। দেয়ালগুলোতে কাঠের প্যানেল আছে। জানালা আছে কি না বুঝবার উপায় নেই। তবু দু'জায়গায় খুব পুরু কাপড়ের গাঢ় লাল পর্দা মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে। সেই পর্দা শুধু পুরুই নয়, অতি মহার্ঘ। সেই পর্দার পেছনে জানলা থাকলেও থাকতে পারে। মেঝেতেও রেড-ওয়াইন বর্ণের কার্পেট। কয়েকটি সুদৃশ্য দামী ও আরাম-দায়ক কাঠের চেয়ার, যার পিঠ ও আসন ফোমে তৈরি। এবং সেই ফোম লাল মখমলের কাপড় দিয়ে মোড়া। কামরার দুদিকে দুটি টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। তার শেডও লাল কাপড়ের। একটি ছোট্ট ডিভানও আছে। সেটাও লাল মখমলে মোড়া। ডিভানের বালিশগুলোও তাই।

শরিফের মনে হলো সে একটা লাল টুকটুকে গোলাপ ফুলের মধ্যে প্রবেশ করছে। এবং সেই গোলাপ ফুলটির সারা গায়ে কে যেন পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ফরহাদ সাহেব উঠে শরিফকে অভ্যর্থনা করলেন।

টেবিলের উপর ব্ল্যাক লেবেল, জীন, বোতলে পানি, ফ্লাস্কে বরফ, বরফ তুলবার কাঁটা, এবং তিন চার রকমের স্ন্যাকস রাখা আছে।

ফরহাদ সাহেব বললেন, প্লিজ হেলপ ইওর সেলফ।

শরিফ খুব একটা ব্যাগ্রতা দেখালো না.— মানে, সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না—যদিও তৃষ্ণায় তখন তার কণ্ঠনালি শুষ্ক নলকূপের মতো ঊষর হয়ে আছে। কিন্তু অতো ব্যস্ত হয়ে পড়া ভালো নয়। সবই হবে। কিন্তু একটুখানি সবুর করা ভদ্রসমাজের সামান্যতম সৌজন্য। বেয়ারা যদি ট্রে-তে করে সার্ভ করতো সে একটি গেলাস আর কাগজের ন্যাপকিন তুলে নিতো। কিন্তু ড্রিঙ্কটা যেহেতু নিজের হাতেই বানিয়ে নিতে

BanglaBook.org

হবে তখন আদিখ্যেতা দমন করা ভালো। শরিফ শান্তভাবে একটি চেয়ারে বসলো। ততক্ষণে ফরহাদ সাহেব নিজেই শরিফের জন্য একটা ড্রিঙ্ক মিক্স করছেন।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আপনাকে কিন্তু হুইস্কি দিচ্ছি না। দিচ্ছি জীন, বীইফইটার। জানি এটা আপনার ফেভারিট পানীয়।'

একেবারে নির্জলা ড্রিঙ্ক, অবশ্য তিনটে বড় বড় বরফের টুকরো আছে—এবং পাতি লেবুর রস দিয়ে এমন চমৎকারভাবে বানিয়েছেন যে একটা চুমুক দিতেই শরিফের অন্তরাত্মা আঃ বলে অনুমোদন জানালো। অপূর্ব।

ডিভানে এক মহিলা বসে আছেন।

মহিলাকে কালোই বলতে হবে। এর বয়সও পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মতো হবে। দেখতে ভালো? তা বোধ হয় বলা যাবে না। ঠোঁট জোড়া একটু পুরু। সে কি ভালো না মন্দ? যার যেমন রুচি। শরিফ কিন্তু আকৃষ্ট হচ্ছে--। ভদ্রমহিলার শরীরে এক বন্য জান্তব আকর্ষণ আছে। ভদ্রমহিলাকে দেখেই শরিফের মনে পড়লো সেই লাইনটি, কোনারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী। কবি অবশ্য বেজায় ভারী পাছাকে সুন্দরীদের একটা ত্রুটি হিসাবে দেখছেন। কিন্তু শরিফের তা মনে হচ্ছে না। বরং এই মহিলার পাছা শরিফের শরীরকে উস্কে দিচ্ছে।

'মিসেস তানভির আহমদ। তাঁর নিজের নাম কাজল।'

শরিফ জানে সে কথা। শরিফ যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির প্রত্যেক ফ্লোরে দুটি করে ফ্ল্যাট। দোতলায় বাম দিকের ফ্ল্যাটে থাকেন বাড়িআলা মোহসিন সাহেব এবং ডান দিকের ফ্ল্যাটে থাকেন তানভির আহমদ। তানভির আহমদকে শরিফ চেনে। একজন বড় কনট্রাকক্টর। তাদের অফিসের কাজকর্মের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আছে। তানভির সাহেবকে এবং তাঁর বেগম সাহেবা কাজলকে বহুবার সে দেখেছে। সে উঠছে তো তাঁরা নামছেন। সে নামছে তো তাঁরা উঠছেন। বা একই সঙ্গে সকলেই উঠছে বা নামছে। কাজলকে সে একাও ওঠা নামা করতে দেখেছে। শরিফ-এর খুব ইচ্ছে হয়েছে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। সে কাজলকে বুঝিয়ে দিক তার প্রবল আকর্ষণের কথা। তারপর দেখা যাক সে কি করে।

BanglaBook.org

আধ ঘণ্টায় শরিফ তিনটা জীন শেষ করলো। এখন সে বাতাসের উপর বসে আছে। আর একটির জন্য সে গেলাস বাড়িয়ে দিলো। ফরহাদ তার উপরআলা। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই।

সে এখন ফরহাদ-কে বেয়ারার মত খাটাবে। আই উইল কাট হিম ডাউন টু হিজ সাইজ। ওয়াট দ্যা হেল ডাজ হি মিইন বাই স্টার্টিং এ ব্যাটল অফ নার্ভস উইথ মি ইন দ্যা অফিস। আর দে অল ট্রাইং টু ফ্রেম সামথিং এগেন্সট মি—ফর দেয়ার ওউন পার্পাস?

পেটে কিছু মদ গেলে শরিফ ইংরিজিতে বলতে আর চিন্তা করতে শুরু করে দেয়।

হ্যাঁ, দৃষ্টিতে কোনো আড়াল না রেখে—একেবারে উলঙ্গ দৃষ্টিতে কাজলকে বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কাজলের কাছে সে কি চায়। কিন্তু সে কোনোদিন তা করেনি। তানভির ইজ এ কনট্রাকটর। সে সুযোগ নিতে পারে। সে শুনেছে কোনো কোনো কনট্রাকটর তাদের স্ত্রীকে ব্যবহার করে। যাদের কাছে বিজনেসের আশা আছে, তাদের দিকে এগিয়ে দেয়। একেবারে যে তাদের বাহুর মধ্যে ঠেলে দেয় তা হয়তো নয়। কিন্তু গাধার নাকের সামনে সেই মুলাটির মতো ঝুলিয়ে রাখে। মাঝে মধ্যে অবশ্য মুলাটা কেবল ঝুলতেই থাকে তা নয়—খাদ্যেও পরিণত হয়। কিন্তু লোকে যতোটা বলে অতোটা নয়।

শরিফ কাজলের দিকে তাকালো। কাজলকে দেখেও মনে হচ্ছে তারা যে জ্বলন্ত গোলাপ ফুলটির মধ্যে বসে আছে, সেই গোলাপের আগুনের আভা কাজলের শরীরকেও ঝলসে দিচ্ছে।

কাজলও শরিফের দিকে তাকালো। তার চোখ দুটি কয়লার আগুনের মতো ধকধক করে জ্বলছে। কাজলের চোখে কিসের আগুন? ঘৃণার—না অন্য কিছুর?

ঘৃণারও হতে পারে। কারণ শরিফ জানে তার চরিত্র সম্পর্কে তাদের বিল্ডিং-য়ের লোকজনদের নানারকম ধারণা আছে। কিন্তু বার কয়েক সেই দেখা -পর্যন্ত। তার বেশী তো শরিফ কোনোদিন কিছু করেনি।

BanglaBook.org

আর ওভাবে দেখা? স্বয়ং মোহসিন সাহেব যার স্ত্রী এখন বিগত যৌবনা, এমন কি তানভির আহমদ যার স্ত্রীর শরীরে যৌবন ফুটন্ত পানির মতই টগবগ করছে এবং অন্যান্য মহাত্মারা যারা আছেন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, দৃষ্টি সুখের উল্লাসটুকু মিটিয়ে নেন না? আর অপরাধ শুধু শরিফের। অপরাধ সে ব্যাচেলার বলে। সে একদিন একটা মহৎ কাজ করে সব্বাইকে তাজ্জব বানিয়ে দেবে। কিন্তু এখন কারুকেই বলবে না তার অভিপ্রায়ের কথা। সে নিজেই জানে না কাজটা কি। যোগ্য কাজের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

কামরার দুই দিকে স্পীকার লাগানো আছে। রেকর্ড প্লেয়ারে ভেলায়েৎ খানের দরবারি কানাড়া হচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে সেতার এপাশে বাজছে, আর একবার মনে হচ্ছে ওপাশে বাজছে। তবলার আওয়াজটাও খুব সূক্ষ্ম ও পরিষ্কারভাবে পুরো কামরাটিতেই সঙ্গীতের যাদু ছড়িয়ে দিচ্ছে। কাজল আছে বলেই শরিফের এখন শো-অফ করতে ইচ্ছে করছে। সে বলতে চায়, দরবারি-র সময় এখনো আসেনি, আরো রাত হতে হবে। এখনো ইমনের সময়। কিন্তু ফরহাদ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে এই সময়টাকে সহজেই মধ্যরাত বলে কল্পনা করা যেতে পারে। এবং মধ্যরাতই হোক আর মধ্যদিনই হোক শুনতে খুব ভালো লাগছে। সেটাই আসল কথা। আচ্ছা কে বড়? ভেলায়েৎ খান না রবিশঙ্কর? এসব প্রশ্নের কোনা মানে হয় না। ভালো লাগা যে কত কিছুর উপর নির্ভর করে।

কাজল তাকিয়ে আছে শরিফের দিকে। চোখ দুটি সেই কয়লার আগুনের মতো। ঘৃণা? তাই হবে।

একদিন হয়েছে কি, ছুটির দিন, ভরদুপুর কেউ দরজায় বেল টিপলো। শরিফ তখন একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করছিলো। মজিদ গেছে বাইরে। যতই বিরক্ত হোক শরিফকেই উঠে এসে দরজা খুলতে হলো। দেখে একজন ভিখিরি।

শরিফ খুব অন্যায় কাজ করেছিলো। সে সেই ভিখিরিকে একটা চড় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। ভিখিরি তিন তলা পর্যন্ত এলো কি করে। নীচের চাকর বাকর দারোয়ান এরা কি করছে। শরিফ উত্তর দিকের

BanglaBook.org

বারান্দায় দাঁড়িয়ে একতলার কল তলায় কে আছে দেখতে চাইলো। চাকর বাকর হলে ধমকে দেবে। কেউ দেখাশোনা করে না। ভিখিরি সোজা উপরে উঠে বেল টিপে দুপুর বেলা সাহায্য চায়। শরিফ দেখলো চাকর বাকর কেউ নেই। এই বিল্ডিংয়ের কয়েকজন পরিচারিকা স্নান করছে। শরিফ শুধু মরিয়মকে দেখছে। অন্যরা একটা দেয়ালের আড়ালে। সে হাত দিয়ে ভালো করে স্তনে সাবান মাখছে। শরিফকে সে দেখেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরে যায়নি। হ্যাঁ শরিফ স্বীকার করবে সরে আসতে সেও দু মিনিট দেরী করে ফেলেছিলো। তখন আস্তে সেখান থেকে মরিয়ম সরে গেলো। শরিফও চলে এলো।

শরিফের ধারণা কথাটা মরিয়ম পরিচারিকাদের বলেছে। তার বিবি সাহেবকেও বলেছে। কথাটা নিশ্চয় কাজলের কানেও গেছে। সবই শরিফের ধারণা। এমনও হতে পারে, মরিয়ম কাউকেই কিছু বলেনি। আরো একটি কথা মনে হয় শরিফের। মরিয়ম যদি বলেও থাকে তা এই জন্য যে অন্য পারিচারিকাদের কাছে এমন কি বিবি সাহেবদের কাছেও, তার মর্যাদা বাড়াবার জন্যই বলেছে।

শরিফের মত এক গণ্যমান্য লোকও তাকে দেখে আকৃষ্ট হয়। আর তার নিজের মুখপোড়া স্বামীটা তার শরীরের আসল কদর বোঝে না। শুধু অন্ধের মতো বর্বরের মতো ব্যবহার করে। আর একটি তৃতীয় চিন্তাও শরিফের মন আসে। এই যে শরিফের চোখের লোভ মরিয়ম দেখে ফেললো, সে কথা সে কাউকে বলবে না। একটা রত্নের মত বুকের মধ্যে গোপন রাখবে। এবং একদিন তাই দিয়ে সে একটা কিছু তৈরী করতে চেষ্টা করবে। সবই কল্পনা কল্পনা কল্পনা।

ভিখিরিকে চড় মেরেছিলো কথাটা যখনই মনে হয় ভয়ে শরিফের বুক কাঁপতে থাকে। সে জানে এজন্য কোনো না কোনদিন সে শাস্তি পাবেই। এখনই যে অফিসের লোকেরা তার পেছনে লেগেছে সেটাই যে তার সেই পাপের শাস্তি নয়—কে বলতে পারে? কোন্ পাপের শাস্তি কিভাবে আসে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না।

BanglaBook.org

আরো একদিন এমনই ঘটেছিলো। ভিখিরি দেখলেই শরিফের মন অসহ্য বিরক্তিতে ভরে যায় কেন? সে কি এতই বর্বর যে ভিখিরিদের দেখতে পারে না? না তা নয়। আসলে সে ভয় পায়। ভিখিরিরা শরিফের বাল্য ও কৈশোরের নিদারুণ অভাব ও দুঃখ কষ্টর কথা মনে করিয়ে দেয়। তার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়—ভিখিরিদের দেখলেই—তার সেই নিদারুন অতীত ভবিষ্যৎ হয়ে ফিরে না আসে। তাই সে ভিখিরিদের ভবিষ্যতের ছায়া মনে করে। সেই অশুভ ভবিষ্যৎকেই সে তাড়িয়ে দিতে চায়। কোনো মানুষকে নয়।

শরিফ একবার নয়, অন্তত এক ডজন বার একই স্বপ্ন দেখেছে—বহুদিন পর পর। দেখেছে, ছেলেবেলায় সে যে মেয়েটিকে ভালবাসতো, হাসলে যার গালে টোল পড়তো, যার ভুরু-যুগল ছিলো জোড়া, যার মাথার চুল কপালের খানিকটা এবং দুটো কান পুরোই ঢেকে দিতো এবং যে মেয়েটি শরিফকে ভালবাসতো একথা শরিফ জোর করে বলতে পারবে না, এবং ভালোবাসতো না, তাও বলতে পারবে না এবং যে মেয়েটি এখন আর বেঁচে নেই—সেই মেয়েটি সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি গম্ভীর, তার আচরণে কোনো প্রশ্রয় নেই। তবু শরিফের মনে হচ্ছে মেয়েটি চায় সে তার কাছে আসুক। কিন্তু শরিফের গায়ে কোনো জামা নেই। পরে আছে একটা ছেঁড়া পাজামা। তার আবার এজাবরন নেই। অমন দীনবেশে মেয়েটির কাছে যাওয়া যায়? তবু সে এগিয়ে যায়। কিন্তু তখন আর মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। দেখে যে অন্যান্য সুসজ্জিত লোকেরা সেখানে বসে খোশগল্প করছে।

এবার শরিফকে সকাল বেলার প্রাকৃতিক কাজগুলো সারতে হবে। সে পায়খানায় যায়। কিন্তু এক পা নড়বার উপায় নেই। শত শত মানুষের মল মেঝের উপর পড়ে আছে। তা আবার পানিতে ভিজে গেছে। শরিফের পায়ে জুতো নেই। কোনো মতে পথ করে সে পাদানিতে পা রাখবে কাজটা শেষ করবার জন্য। দেখে পা-দানি, পায়খানার দেশী স্টাইলের কমোড মলে একেবারে ডুবে আছে। শরিফ কোনো মতে

BanglaBook.org

কাজ সেরে দু একবার না সেরেও, উঠে এসে পরিষ্কার হবে বলে কল খুলেছে। দেখে কল থেকে গলগল করে মল বেরিয়ে আসছে।

বারবার সে এই একই বীভৎস স্বপ্ন কেন দেখে? শরিফের মনে পড়ে খুব ছেলেবেলায় তাদের একান্নবর্তী পরিবারের অন্তত বিশ পঁচিশজন লোককে একটিই বাথরুম বা টয়লেট ব্যবহার করতে হতো। সেকালে কোনো বাড়িতেই প্রতিটি শোবার ঘরের জন্য আলাদা বাথরুম থাকতো না। ছেলেবেলার সেই পায়খানা নোংরা থাকতো– কিন্তু স্বপ্নে সে যে বিভীষিকা দেখে সেরকম নোংরা তো নয়। তাছাড়া সে তো বহু বহু বছর আগেকার কথা। তবে সে এখন এমন স্বপ্ন দেখবে কেন?

মাঝে মাঝে শরিফের মনে হয়, তাকে আবার সেই ভয়াবহ দুঃখ কষ্ট আবর্জনার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। বা ততোধিক। এবং ভিখিরি-দের তারই প্রতীক মনে হয়। তাই সে ভিখিরিদের সহ্য করতে পারে না। তাদেরকে তার নিজেরই ছায়া বলে মনে হয়।

সেবারও এই রকমই করেছিলো সে।

রমজান মাস। শরিফ রোজা রেখেছে। তখন সে অন্য এক বাড়িতে থাকতো। সে অনেক বছর আগের কথা। মাগরেবের আজানের একটু আগে দরজায় কেউ বেল টিপলো। শরিফ দরজা খুলে দেখে এক বৃদ্ধ ভিখিরি। আবার শরিফের মেজাজ বিগড়ে যায়। দরজার বেল টিপে ভিখিরি সাহায্য চাইবে এর মধ্যে কোথাও একটা দারুণ বৈষম্য দেখতে পায় সে। সোনার সিংহাসনে বসে ভিক্ষে চাওয়ার মতো একটা দৃশ্যের কথা শরিফের মনে হয়। রোজা রেখেছে। অফিস করেছে। বেল টিপে ভিখিরি সাহায্য চাইছে। সব কিছু মিলে কি যে হলো শরিফ হুঙ্কার দিয়ে ভিখিরিকে চলে যেতে বললো। যখন সে ধমক দিচ্ছে তখনই শরিফের মনে হয়েছে, শুধু আজকের নয়, জীবনে সে যতো রোজা রেখেছে, তার আজকের আচরণের জন্য তার কোনোটাই কবুল হবে না।

বৃদ্ধ চমকে গেলো। ঠিক এতোটা দুর্ব্যবহার রমজান মাসে মগরেবের আজানের একটু আগে কোনো মানুষের দ্বারাই সম্ভব সে কল্পনাও করেনি।

BanglaBook.org

বৃদ্ধের শরীরের সব কটি পেশী লোহার মতো শক্ত হয়ে গেলো। তার দু চোখের দৃষ্টি স্থির এবং জ্বলজ্বল করছে। ঘৃণা ও ধিক্কারে।

'আল্লা তোমার অবস্থাও আমার মত করবে।' এই অভিশাপ উচ্চারণ করে বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। ততক্ষণে শরিফের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে দ্রুত নেমে গিয়ে সেই লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'আমার ভুল হয়ে গেছে। মাপ করে দিন?'

বৃদ্ধ একবার শরিফকে ভালো করে দেখে নিলো। শরিফের মনে হলো তার অন্তস্থল পর্যন্ত বৃদ্ধ দেখতে পাচ্ছে। বৃদ্ধ একবার হাসলো। অবর্ণনীয় সেই হাসি। সে বললো, 'আচ্ছা।' তারপর সিঁড়িতেই ল্যাণ্ডিংএর উপর বসে পড়লো।

শরিফ খুব ভালো করে সেই বুড়োকে ইফতারি খাওয়ালো। একশো টাকার একটি নোট দিলো।

'আপনি ভয় পাইছেন?' এই বলে বুড়ো টাকাটা ফেরত দিলো। মাত্র পাঁচটা টাকা নিয়ে চলে গেলো।

শরিফ ভেবেছিলো সেই বৃদ্ধ ফকির আবার আসবে। কিন্তু আর কখনো আসেনি।

জীন-এ আর একটা লম্বা টান দিতেই শরিফের মনে পড়লো ভিখিরিদের ভিখিরি বললে আব্বা খুব রাগ করতেন। অথচ এতক্ষণ সে চিন্তায় ভিখিরি শব্দটাই ব্যবহার করলো। আব্বা বলতেন ওদের ফকির বলতে পারো। কারণ ফকির শব্দটির খুব সম্মানজনক মানে আছে। কিন্তু অন্যভাবে ব্যবহার করে লোকে শব্দটির মানে বিকৃত করে দিয়েছে। সব চাইতে ভালো ফকিরদের দাতা বলে ডাকা। শরিফ কোনোদিনতা পারেনি। ফকির পর্যন্ত বলেছে। দাতা কখনো বলতে পারেনি। অবশ্য বেশীর ভাগ সময় মুখ দিয়ে ভিখিরি শব্দটাই বেরিয়ে যায়।

এখন স্টেরিওতে ঠুমরি হচ্ছে। ভেলায়েতের সেতার আর বিসমিল্লার শানাই। দরবারির পর ঠুমরি চলে কিনা অতোটা বিদ্যা শরিফের নেই।

BanglaBook.org

কিন্তু শুনতে লাগছে চমৎকার। একবার ভেলায়েতের সেতার ঢেউয়ের মত ভেসে আসছে থামছে তখন আবার বিসমিল্লার শানাই এক বিপরীত তরঙ্গের মত অগ্রসর হচ্ছে। এবং মধ্যে মধ্যে দুই মিলনাকাঙ্খী প্রণয় প্রণয়ীর মত সেতার ও শানাই একই সঙ্গে বেজে উঠে পরস্পরের গায়ে লুটিয়ে পড়ে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে। একবার সেতার বাজছে একবার শানাই বাজছে এবং আর একবার শানাই আর সেতার এক সঙ্গে বেজে উঠে দুই তরঙ্গের মত দুই দিক দিয়ে এসে পরস্পরের শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এভাবে না বলে এভাবেও বলা যায়, দুই দিক দিয়ে এক ব্যালে নট ও নটী ছন্দময় পায়ে ছুটে এসে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে। ঐ দুই মহান শিল্পীর উদ্দেশ্য কি শরিফ জানে না কিন্তু এই মুহূর্তে শরিফের মনে সেই সঙ্গীতের এই ব্যাখ্যাই আসছে।

কিছুদিন আগে ইংরেজী সাহিত্যের এক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে শরিফের কথা হচ্ছিলো। ডি এইচ লরেন্স সম্পর্কে।

শরিফ যে ফরহাদ সাহেবের এই পার্টিতে অনেকক্ষণ হলো এসেছে তা নয়। চিন্তা সব চাইতে দ্রুতগামী বস্তু। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক চিন্তা তার মাথায় এসে গেছে।

হ্যা সেই অধ্যাপকের কথা। সেদিনও শরিফ নিজে এবং সেই অধ্যাপক প্রচুর মদ্যপান করেছেন। অধ্যাপক নিজে তার কথা ঠিকমতো বলতে পেরেছিলেন কি না এবং তিনি বলে থাকলেও শরিফ ঠিক মতো বুঝেছে কি না এবং সেদিন বুঝে থাকলেও আজ সঠিক মনে আছে কি না এসব কোনো কথাই শরিফ হলফ করে বলতে পারবে না।

কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন, আজ তা এই ভাবে শরিফের মনে আছে।

মানব-মানবীর সার্থক শারীরিক মিলন সম্ভব হলে পৃথিবী শান্তিময় হতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকতো না। এই ছিল লরেন্সের দর্শন। শরিফ যেভাবে লরেন্সের দর্শনের ব্যাখ্যা করলো তা শুনে লরেন্স হয়তো এই মুহূর্তে তার কবরে নড়ে উঠলেন এবং সেই অধ্যাপক যদি শুনতে পান তিনি হয়তো লাফ দিয়ে তাঁর বিছানায় উঠে বসেছেন। কিন্তু কথাটা

BanglaBook.org

এইভাবেই এখন শরিফের মনে আছে। এতো বড় পৃথিবী। এতো নর নারীর মিলন ঘটছে। তার মধ্যে সার্থক মিলনের সংখ্যা কি এতই কম যে শান্তি নেই পৃথিবীতে? যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই আছে?

কাজলের শরীর কিন্তু শুরু থেকেই শরিফের শরীরকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। উস্কে দিচ্ছে। তার স্বামী তানভির আহমদ সেই তখন থেকে টেলিফোন করছেন। তার বয়স হয়েছে। মাথায় টাক, শরীরটাও রোগা হয়ে গেছে। ডায়েবিটিস। তাই এটা মানা সেটা মানা। তিনি অনেক উপার্জন করেন। তাঁকে অনেক টেলিফোন করতে হয়। অনেক উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। অনেক রাত করে বাড়ি ফেরেন। কাজলের শরীরের স্তরে স্তরে ভাঁজ ভাঁজে কতো সৌন্দর্য, কত রহস্য, কতো আকর্ষণ নিভৃতে লুকিয়ে আছে তা চোখ মেলে দেখবার সময়টুকুও তার নেই। তা দেখবার চোখটা পর্যন্ত তার নেই। শুধু মাঝে মাঝে কাজলের শরীরটাকে তিনি ব্যবহার করেন। তারপর দিনের পর দিন কাজলের অস্তিত্বটা পর্যন্ত তিনি ভুলে থাকেন।

একটু আগে মরিয়াম সম্পর্কেও শরিফ এইরকমই কিছু চিন্তা করেছে। সে যথেষ্ট পান করেছে বলে কি এখন সব কিছুই গুলিয়ে ফেলছে?

কাজলের সঙ্গে শরিফের চোখাচোখি হয়েছে বার কয়েক। কাজলের চোখে আগুন জ্বলতে দেখেছে শরিফ। শরিফের মনে হয়েছে, কাজল বুঝতে পেরেছে, শরিফ সেই রসিক যে তার সত্যিকার কদর করতে পারবে। তার কোথায় কি আছে এবং তার মূল্য কতটা সে খুঁজে বার করে নিতে পারবে। 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনটি শরিফের এখন মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ রাগ করতে পারেন, কারণ গানটি কাম বিষয়ক নয়। এমনকি মানব-মানবীর প্রেম বিষয়কও নয়। তবুও এই সময় শরিফ এই মানেই করে নিচ্ছে।

'আপনি বড্ড চুপচাপ আছেন। কিছু বলুন।' এতক্ষণে ফরহাদ সাহেব নিজেই মুখ খুললেন।

শরিফ বললো, 'গেস্ট কি আমরা তিনজনই।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তাই। ঠিক ডিনার তো নয়। এই একটু বসে কথাবার্তা বলা। পরে আরো দু'একটি কাপল আসতেও পারে। ..... কিন্তু একটি বিষয়ে আপনার মত নিতে চাই। এই যে উপন্যাসটা দেখছেন নিশ্চয় পড়েছেন, খুব নাম করেছে। কিন্তু কাজলের খুব আপত্তি।'

'কেন'?

'ও বলতে চায় উপন্যাসটা অশ্লীল। অশ্লীলতা আবার কাজল একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।'

'অশ্লীল কেন?'

একটু ঢোঁক গিলে ফরহাদ বললেন, 'মেয়েদের শরীর সম্পর্কে বড় খোলাখুলি বর্ণনা আছে।'

শরিফ বললো, 'মেয়েদের শরীর তো প্রকৃতির সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টি। তা অশ্লীল হবে কেন? শুনুন তবে একটি কবিতার কিছু লাইন শোনাই:

রমণীর বরদেহ, সে যেন কবিতা;
রচয়িতা নিজে ভগবান;

আরো আছে শুনুন:

উদ্ভট শ্লোকের মতো শ্লেষে ও সংক্ষেপে
সূচীমুখ উরোজের কলি

ফরহাদ বললেন 'উরোজ মানে কি?'

'উরোজ মানে স্তন।'

'ছি ছি এসব আপনি কি বলতে আরম্ভ করেছেন?'

'ছি ছি বলছেন। ঐ লাইনগুলোর পেছনে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি অনেক পরিশ্রম ঢেলেছেন।'

'কে সেই কবি?'

'হাইনরিখ হাইনে। বাংলা তরজমাটা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।'

ফরহাদ বললেন, 'দুজনের কারো নামই শুনি নি।'

শরিফ বললো, আপনার কথাটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। খুবই সম্ভব।'

BanglaBook.org

কাজল কাচের মত স্থির চোখে শরিফের দিকে তাকিয়ে আছে। এই মেয়েটিই উপন্যাসটিকে অশ্লীল বলেছে? শরিফের মাথায় মদের সঙ্গে রক্তও চড়ে গেছে।

শরিফ বললো, 'মেয়েদের সুগঠিত স্তন প্রকৃতির সব চাইতে সুন্দর সৃষ্টি।'

কাজল তেমনি ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে। সে যেন ক্লাসে অধ্যাপকের মুখে ইডিপাস রেক্স বা কালিদাস বা শেক্সপীয়রের কবিতার মানে বুঝে নিচ্ছে।

'অশ্লীলতা কাকে বলে জানেন। ঐ যে তানভির আহমদ একঘণ্টা ধরে একবার খুলনা, একবার চাটগাঁ, আর একবার অন্য কোথাও টেলিফোন করে যাচ্ছেন—যেন এখন অফিস আওয়ার এবং তার জন্য কারো কাছে আগে একটু দুঃখ প্রকাশও করলেন না—অশ্লীলতা হচ্ছে তাই। অশ্লীলতা হচ্ছে অশিষ্ট আচরণ।'

শরিফের কথা শুনে ফরহাদ রাগ করলেন। কিন্তু কাজলের কোনো ভাবান্তরই দেখা গেলো না।

শরিফ দেখলো, কাজলের নিজের স্তন মুগ্ধ করার মত, মুগ্ধ হবার মতো।

কাজল কিছু বলছে না। কিন্তু এইবার চোখ দিয়ে একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে দিলো।

তাই দেখে শরিফ দাঁতে দাঁত ঘষলো।

মনে মনে বললো, আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

কথাটা তানভির আহমদের কানে গিয়ে থাকবে। অথবা হয়তো টেলিফোনে তার কথা শেষ হয়েছে। তিনি এবার সেই গোলাপ ফুলের পাপড়িতে আগুন জ্বলার মত ঘরে এসে বসলেন।

তানভির বললেন, 'দেখুন, আমি তুচ্ছ ব্যক্তি। আপনাদের একটু খিদমত করতে পারলে বর্তে যাই। কিন্তু আপনার যা ব্যক্তিত্ব—লোকেরা আপনাকে নরম লোক বলে, বলে ব্যক্তিত্ব নেই, আরো কত কি বলে—কিন্তু তারা আপনাকে চেনে না। চিনি আমরা। আপনার কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাই না। যারা শিক্ষিত নয়, তারা জানে না, শিক্ষিত সৎ লোকের শক্তি আর ব্যক্তিত্বটা কোথায়। তারা ভাবে ডাণ্ডাবাজি করতে না পারলে,

BanglaBook.org

উঁচু গলায় কথা না বললে এবং রুঢ় ব্যবহার না করলে, ব্যক্তিত্ব হলো না। বিশ্বাস করুন, কথাগুলো আপনাকে খোশামোদ করার জন্য বলছি না।'

এই বলে তানভির একবার শরিফের এবং আর একবার ফরহাদের গেলাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। না, এখনো যথেষ্ট পানীয় আছে গেলাসে। তারপর তিনি নিজের পাত্রটি ভরলেন।

শরিফ বিশেষ কর্ণপাতই করলো না তানভিরের কথায়। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো, আজকের পার্টিতে সবরকম পানীয়, খুব সম্ভব খাদ্যও—তানভিরই সরবরাহ করেছেন। কাজল তাকে তুচ্ছ করে আসছে। একটু যেন উপেক্ষার ভাব। এই বস্তুটি খাঁটি না লোক-দেখানো ব্যাপার, তাই পরখ করবার জন্য সে আর একবার কাজলের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। কাজলের চোখ দিয়ে আর একবার আগুনের হল্কা বার হলো। সে এবার নিজেও একটি গেলাসে মদ ঢেলে একটা লম্বা চুমুক দিলো। তার সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যেই ড্যাম কেয়ার ভাব এবং শরিফের আরও মনে হলো সেই ড্যাম কেয়ার ভাবটা শরিফের জন্যই উৎসর্গিত। কাজলের মদ-খাওয়া দেখে তার স্বামী বা ফরহাদ সাহেব কেউ আশ্চর্য হলেন না। মনে হলো তাঁরা এ দৃশ্যে অভ্যস্ত। শরিফও আশ্চর্য হলো না। কাজলকে সে আগে মদ খেতে দেখেনি। তবু আশ্চর্য হবার কি আছে? বহু বিজনেস পার্টিতে শরিফ মহিলাদের মদ খেতে দেখেছে।

ফরহাদ বললেন, 'শরিফ সাহেব, ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছেন, আপনাকে একটা মোটর গাড়ি দেবেন। আপনার কাজের সুবিধার জন্য। কোন 'মেক' আপনার পছন্দ, কাল পারচেজ ম্যানেজারকে বলে দেবেন। আর হ্যাঁ একটা কথা, খুলনাতে যে গোডাউন বানাচ্ছি তার টেণ্ডার-য়্যাওয়ার্ড টা টি এণ্ড কে কোম্পানিকেই দিয়ে দেবেন। যদিও তাদের কোটেশন লোয়েস্ট হয়নি।

শরিফ জানে, টি এণ্ড কে কোম্পানি হচ্ছে তানভির এণ্ড কাজল কোম্পানি—সেই কোম্পানি সামনেই বসে আছেন।

গেলাসের উপর চোখ রেখে এবং গেলাসটিকে আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে শরিফ যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবেই জবাব দিলো, 'লোয়েস্ট না হলে য়্যাওয়ার্ড দেবো কি করে?'

BanglaBook.org

ফরহাদ অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'লোয়েস্টকেই যে য়্যাওয়ার্ড দিতে হবে টেণ্ডার নোটিসে তো আমরা সেকথা বলিনি। সে ব্যাপারে কোম্পানির ডিসক্রিশান ফাইনাল। একজন কোনো অখ্যাত লোক লোয়েস্ট বিড দিলেই, তাকেই আপনি কাজ দিয়ে দেবেন?'

'না' তা হয়তো দেবো না। কিন্তু আর কে কি কোটেশন দিলো তা না দেখেই কি করে বলি, টি এণ্ড কে-কেই কাজটা দিয়ে দেবো? তাছাড়া আপনারা জানলেন কি করে তাদের কোটেশন লোয়েস্ট হয়নি? টেণ্ডার তো খোলা হবে কাল?'

এবার ফরহাদ সাহেব বিব্রত হলেন।

'ঠিক যে জানি, তা অবশ্য নয়। তবে তানভির নিজেই বলছিলো সে ভালো কাজে বিশ্বাস করে। তাই তার কোটেশন লোয়েস্ট নাও হতে পারে।'

ফরহাদ শরিফের ওপরঅলা। তবু এই মুহূর্তে তার মনে হলো ফরহাদকে সে বাগে পেয়েছে। কিছুই বললো না সে। মৃদু মৃদু হাসছে আর ফরহাদের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

ফরহাদ বললেন, 'শরিফ সাহেব একটু তাড়ালে আসুন।'

একটু ইতস্ততঃ করে শরিফ উঠলো। কিন্তু তার ওঠায়, চলার ও মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হবে, ফরহাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা এখন আছে শরিফের হাতে।

'একটু বুঝতে চেষ্টা করুন শরিফ সাহেব। ইচ্ছেটা আমার নয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের।'

শরিফ বললো, 'সরি, ইচ্ছেটা যারই হোক ডিসিশন হবে স্ট্রিকটলি অন মেরিট।'

এবারে ফরহাদ একটি অত্যাশ্চর্য মন্তব্য করলেন। 'আপনার গায়ে কালো পাঞ্জাবীটা কিন্তু দারুণ মানিয়েছে। একেবারে র-সিল্ক। এরকম কাপড় কি আমাদের দেশে পাওয়া যায়? নিশ্চয় ইণ্ডিয়া থেকে আনিয়েছেন?'

BanglaBook.org

শরিফ তখনো হা করে তাকিয়ে আছে।

'আজ কালো পাঞ্জাবী পরেছেন যে? শেখ মুজিবের মৃত্যুদিবস বলে 'মোর্ন' করছেন।'

শরিফ স্তম্ভিত। একটা কিছু পরতে হবে। এই পাঞ্জাবীটাই সে পরেছে। আজ যে শেখ সাহেবের মৃত্যু দিবস তা সকালের কাগজে সে দেখেছে। তারপর সারাদিনের বিভিন্ন ব্যস্ততায় সে ভুলে গেছে। শোক করবার জন্য কালো কাপড় পরবার কথা তার মনেই হয় নি।

তানভির আহমদ কাজল এবং ফরহাদ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শরিফ অনেক মদ খেয়েছে। তার মাথা ঘুরে উঠলো। তার মনে হলো সে একটি আদালত কক্ষে আসামীর মঞ্চে দাড়িয়ে আছে। আদালতসুদ্ধ লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সে খুন করেছে বলে তার বিচার হচ্ছে না। বিচার হচ্ছে সে খুন অনুমোদন করছে না বলে।

এবং সে পুরো আদালতের দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে। তবু তার মনে হচ্ছে, সে তো বোকা নয়ই—একমাত্র সেই বোকা নয়।

ফরহাদ এবার শরিফের হাত ধরে টানলেন। শরিফ এখন নিজেকে ফরহাদের হাতে,—না, ফরহাদের হাতে নয় কোনো এক অদৃশ্য অজেয় শক্তির হাতে সঁপে দিয়েছে। কিন্তু সে আত্মসমর্পণ করেনি। সে শেষ পর্যন্ত দেখতে চায়, সেই শক্তির কতটুকু শক্তি আছে। শরিফ নিজে যা করবার তা করবে। সে ভয় পেয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে মজাও পাচ্ছে।

ফরহাদ আর একটি ছোট্ট কক্ষে শরিফকে নিয়ে এলেন। রাইটিং টেবিলের দেরাজ খুললেন, এমন এক ভঙ্গী করে যেন অতিশয় গোপনীয় এবং মুল্যবান কোনো বস্তু বার করবেন যা, ইতিপূর্বে একমাত্র তিনিই দেখেছেন।

একটি খাম থেকে কয়েকটি ছবি বার করলেন।

'এগুলো কি?'

শরিফ ভালো করে ছবিগুলো তখনো, দেখেনি। সে বললো, 'জিনিস-গুলো আপনার আর আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, এগুলো কি?'

BanglaBook.org

'একটু ভালো করে দেখুন, জিনিসগুলো কি বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে না।'

শরিফ দেখলো, কতকগুলো ছেলে দেয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে, তারই ছবি। সে সেকথাই বললো ফরহাদকে।

ফরহাদ ততক্ষণে টিলটিং চেয়ারটিতে বসেছেন এবং কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির মতই শরিফকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছেন। সেই দৃষ্টি আবেগহীন বিচারকেরও।

'আপনি আসল জিনিসটাই দিব্যি কনভিনিয়েনটলি দেখতে পাচ্ছেন না।'

শরিফ বুঝতে পারছে না আসল জিনিসটা কি।

'আপনার নিজের ছবিটা এখানে এলো কি করে?'

'আমার ছবি?'

'হ্যাঁ আপনিও যে পোস্টার লাগাচ্ছেন না কেউ বলতে পারে?'

শরিফ খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখছে। ছেলেরা দেয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে। তারা ফুটপাতে—দেয়ালের কাছে। এবং দু'জন লোক সেই ফুটপাত দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে সেই ছেলেদের দেখছে। তাদের একজন সে নিজে।

শরিফ মাঝে মাঝে প্রাতঃভ্রমণে বার হয়। তার মনে পড়লো। বেশ কিছুদিন আগে, সবে আলো ফুটেছে, সে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কতকগুলো ছেলে দেওয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে আর দৌড়ে পালাচ্ছে। আবার একদল আসছে, পোস্টার লাগাচ্ছে, আর দৌড়ে পালাচ্ছে। শরিফ ঘটনাক্রমে সেইখান দিয়েই হাঁটছিলো। পোস্টারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই ছবিগুলো তুললো কে? এবং কেন? এবং ছবিগুলো এখানে আসলই বা কি করে?

ফরহাদ সাপের মত ঠাণ্ডা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন শরিফের দিকে।

ফাঁসির হুকুম দেবার মত কণ্ঠে বললেন, 'পোস্টারে যা লেখা আছে, তার সঙ্গে আপনার সিমপ্যাথি আছে—তাই না?'

BanglaBook.org

সিমপ্যাথি আছে? সে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য বেরিয়েছে এবং বেড়াতে বেড়াতে সেইখানেই উপস্থিত ছিলো বলেই, তার সিমপ্যাথি আছে?

শরিফ প্রচুর মাল টেনেছে। সুরা এবং রক্ত এখন তার মাথায়। সে টেবিলে দু'টি হাত রেখে তারই উপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে, মুখটা ফরহাদের মুখের একেবারে সামনে এনে, সাপের মতই ঠাণ্ডা আর স্থির চোখ ফরহাদের চোখের উপর রেখে, ফিস ফিস করে—না, সাপের মতই হিসহিস করে বললো, 'আপনার নাই? আসলে আপনারই সিম-প্যাথি আছে।'

ফরহাদ আর কিছু বললেন না। খুব ধীরে সুস্থে ছবিগুলো খামে পুরে দেরাজ বন্ধ করে সেটায় চাবি দিয়ে এবং চাবি দেবার সময় একবার শরিফের দিকে তাকিয়ে নিয়ে—তিনি আবার সেই ছোট্ট ঘরটি থেকে বেরিয়ে এলেন। শরিফও তাঁকেই অনুসরণ করলো।

এখন সকলেই আসল ড্রইং রুমটিতে এসে বসেছেন। তানভির ও কাজলও। তার প্রধান কারণ এই যে ততক্ষণে আরো কয়েক দম্পতি উপস্থিত হয়েছেন। শরিফ, এমন কি ফরহাদ সাহেবকে কেউ লক্ষ্য করে দেখলো না। যে যার সঙ্গে কথা বলছিলো তাই বলতে লাগলো। সকলের হাতে হুইস্কির গেলাস। সকলেই হুইস্কি খায়? এখানে যারা এসেছে সকলেই খায়। নাই যদি খাবে ককটেল পার্টিতে আসবে কেন? অবশ্য মহিলাদের হাতে সফট ড্রিঙ্ক। তবে কোকোকোলার মধ্যে জীন বা রাম মেশানো আছে কি না কে জানে। কাজলও স্ট্র দিয়ে সেভেন-আপ জাতীয় কিছু খাচ্ছে। মদ সে সেই একবারই খেয়েছে। হঠাৎ কাজলকে দেখে শরিফের মনে হলো সে বড় দুঃখী। পার্টিতে কোনো কোনো মেয়ে মুখের উপর বিষাদ টেনে আনে—তাদের কেউ বলে থাকবে, সেই 'এক্সপ্রেশন' তাদের খুব মানায়। খুব য়্যাট্রাকটিভ দেখায়। এটাও তেমনি এক ভঙ্গী হতে পারে। বাইরে থেকে দুঃখ কষ্ট আশা আহ্লাদ বুঝতে পারা প্রায় অসাধ্য। তার জন্য মনের খানা তল্লাসি করতে হয়। সে তো আর সম্ভব নয়।

ক্যাসেট প্লেয়ারে এখন রবিশঙ্কর বাজছে।

BanglaBook.org

মিসেস ফখরুদ্দীন বললেন, 'রবিশঙ্করের 'রাগ অনুরাগ' বইটি পড়েছেন? খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু কিছু কিছু আপত্তিকর মন্তব্য আছে। ওস্তাদ আলী আকবর খান-এর তিনি প্রশংসা করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু একটু পিঠ চাপড়ানো ভাব আছে। এটা কি তাঁর সাজে? তাছাড়া ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানকে তিনি গুরু বলেছেন, বাবা বলেছেন, তাঁর পা মাথায় ঠেকিয়েছেন সবই সত্য। কিন্তু আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, রবিশঙ্কর বোধ হয় একথাও বলেছেন, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান ছিলেন সরোদের সম্রাট, আর রবিশঙ্কর ছিলেন সেতারের সাগরেদ। তাই সরোদের গুরুর কাছ থেকে সেতারের সাগরেদ যতটা শিক্ষা লাভ করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন, তা করতে পারেননি। এটা কি কৃতঘ্নতা নয়?'

মিঃ ফখরুদ্দীন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন—বাঘ যেভাবে হরিণের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে লোভ ছিলো না, যদিও হিংস্রতা ছিলো। শরিফের মনে হলো মিঃ ফখরুদ্দীন তাঁর মিসেসকে খুব অনুমোদনের চোখে দেখছেন না। তার একটা সঙ্গত কারণ শরিফ এখনই নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে। মিসেস ফখরুদ্দীন পরে আছেন নীল রংয়ের সীফনের শাড়ি। ভদ্রমহিলা ফর্সা এবং দেখতেও ভালো। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে তিনি বসে আছেন। ঐভাবে বসবার সময় মেয়েরা একটি পা দিয়ে শাড়ির প্রান্তটা অন্য পায়ের উপর চাপা দিয়ে বসে যাতে কেউ পা দেখতে না পায়। কিন্তু মিসেস ফখরুদ্দীন একটা জিনিস খেয়াল করেননি। তাঁর শাড়ির প্রান্ত পাখার হাওয়ায় উড়ছে—এবং একটি পা হাঁটু পর্যন্ত এবং অন্যটিও প্রায় ততটাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মিসেস ফখরুদ্দীনের পা অবিশ্বাস্যরকম সুগঠিত। মিসেস ফখরুদ্দীনকে শরিফের খুব যে একটা পছন্দ তা নয়, তবু সে হলফ করে বলতে পারে, সুগঠিত পা দুটি দেখাবার জন্য তিনি সেভাবে বসেননি। নিতান্তই অসাবধানতা। এসব জিনিস বোঝা যায়। কিন্তু পরপুরুষ মেয়েদের যতটা সহজে ক্ষমা করে, নিজের স্বামী অতটা সহজে পারে না। তাই ফখরুদ্দীন তাঁর জায়ার উপর রেগে আছেন।

প্রায় হিংস্র কণ্ঠে ফখরুদ্দীন সাহেব স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন,

BanglaBook.org

'কৃতঘ্নই হতে হবে কেন? সরোদ আর সেতারে তফাত তো আছেই। যদি সত্যিই সেরকম কোনো উপকার না পেয়ে থাকেন সৎভাবে সে কথা বললেই কৃতঘ্নতা হলো?'

মিসেস ফখরুদ্দীন তাঁর ভ্রু-যুগল সামান্য উপরে তুললেন। স্বামীর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। তাঁর ভঙ্গী দেখে মনে হলো, তিনি ফখরুদ্দীনের স্ত্রী হতে রাজী হয়েই ফখরুদ্দীনকে সারা জীবনের জন্য বাধিত করে রেখে দিয়েছেন।

শরিফের আর একটি কথা মনে হলো। ফখরুদ্দীন রবিশঙ্করের পক্ষে যে কথাগুলি বললেন সে তাঁর আসল মত নাও হতে পারে। আসলে সরোদ আর সেতার সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি স্ত্রীর উপর ভীষণ রেগে আছেন বলেই স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করলেন।

এবার মিসেস ফখরুদ্দীনের দৃষ্টি খুব হাল্কাভাবে প্রজাপতির পাখার মত ফরহাদের চোখের উপর বসলো।

মিসেস ফখরুদ্দীন বললেন, 'এ কি শুনি ফরহাদ সাহেব? আপনাদের অফিসের এক হিন্দু অফিসার ধুতি পাঞ্জাবী পরেই অফিসে আসে। সাহস তো ওদের কম নয়।'

হাওয়ায় আর একবার মিসেস ফখরুদ্দীনের শাড়ি উড়লো।

তাঁর স্বামী ফখরুদ্দীন সাহেব বললেন 'এখানকার একজন হিন্দু ধুতি পরবে তার জন্য সাহস লাগবে কেন? ইণ্ডিয়ার মুসলমানদেরও তাহলে পাজামা পরার জন্য সাহস থাকা দরকার।'

ফরহাদ বললেন, 'ফখরুদ্দীন সাহেব আজ এসব কী কথা শুনছি আপনার মুখে? কথাগুলো যদি শরিফ সাহেব বলতেন, তাহলে বুঝতাম।'

শরিফ আশ্চর্য হয়ে বললো, 'তাহলে বুঝতেন মানে? এ বিষয়ে আপনার বা আর কারো সঙ্গে আমার তো কোনোদিন আলোচনা হয়নি।'

ফরহাদ বিজ্ঞের মত একটা হাসি ঝরিয়ে বললেন, 'আলোচনার দরকার হয় না। বোঝা যায়।'

BanglaBook.org

ইত্যবসরে আর এক মহিলা মিসেস ফখরুদ্দীনের শাড়ির দুর্ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মিসেস ফখরুদ্দীন এবার শাড়ি ঠিক করে ভালো করে গুছিয়ে বসেছেন। একবার তিনি স্বামীর দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে নিয়েছেন। সেই দৃষ্টিতে ক্ষমা-প্রার্থনা ছিলো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে।

শরিফ বললো, 'ফরহাদ সাহেব আপনি খুবই মজার কথা বললেন। ফখরুদ্দীন সাহেব নিজের গলায় সোচ্চারে যে মতগুলো প্রকাশ করলেন, সেই মতগুলো তাঁর নয়। এবং যদিও সেই বিষয়ে আপনার বা কারো সঙ্গেই আমি কোনদিনই কোনো আলোচনা করিনি, তবু ফখরুদ্দীন সাহেবের সেই মতগুলোই তাঁর না হয়ে আমার হয়ে গেলো?'

ফরহাদ বললেন, 'কথাটা মজার হোক আর যাই হোক—কথাগুলো সত্য।'

শরিফ আবার দেখলো, আদালত সুদ্ধ লোক তার দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে নালিশ। এমন কি স্বয়ং ফখরুদ্দীন তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখেও অভিযোগ —নালিশ।

BanglaBook.org

পাঁচ

সকাল সকাল বর্ষা নেমেছে আর তুমুল বৃষ্টি। শ্রাবণ মাসেও এমন বৃষ্টি দেখা যায় না।

ভোর রাত থেকে শুরু হয়েছে বর্ষণ। এখন সকাল সাতটা। এখনও বিরাম নেই, কোনা লক্ষণও নেই তার। রাত্রিবেলা শিয়রের জানলাটা খোলা ছিলো। এক সময় উঠে শরিফকে জানলাটা বন্ধ করে দিতে হলো। বৃষ্টির সঙ্গে জোর হাওয়া।

সকাল ছ'টা নাগাদ শরিফ বিছানা থেকে উঠে পড়লো। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। মাথা থেকে শুরু করে সারা শরীর ভার হয়ে আছে। মাথায় কিছু দুশ্চিন্তাও ছিলো। শরিফ হাউজ বিল্ডিং থেকে কর্জ করে একটা ছোট্ট বাড়ি বানিয়েছে। ভাড়া দিয়েছে সেই বাড়ি। সেই নিজের বাড়িতেই তার থাকবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ অফিসের নিয়ম অনুসারে নিজের বাড়িতে থাকলে ভাড়া পাওয়া যাবে না। অন্য বাড়ি নিলে ভাড়া পাবে। তারও অবশ্য একটা সিলিং আছে।

দুশ্চিন্তার কারণ পাক্কা এক বছর নিজের বাড়ির ভাড়া পায়নি। ভাড়াটে উঠে গেছে। সে লোকসান তো আছেই। তার উপর ভাড়া পাও আর নাই পাও আয়-কর আর পৌর-করটা গুণে দাও। তা না হলে প্রমাণ করো যে বাড়ি খালি ছিলো। এক বছর থেকে খালি আছে তার প্রমাণ কোথায়? যখন খালি হলো তখনি সময়মতো জানাননি কেন? শরিফ ভাবে, সময় মতো জানাবো? জানাতে যে হয় প্রথমত সে কথাটাই সে জানে না। জানলেও গড়িমসি করতো। সময়মতো সব কিছু করলে সে এখানে পড়ে থাকতো? কোথায় উঠে

BanglaBook.org

যেতো সে। সে বলছে খালি ছিলো,—তার মুখের কথার কোনো দাম নেই। দাম কাদের কথার থাকবে তাহলে? দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তার কথাটা বিশ্বাস করে কি না।

শরিফ দেখেছে আসলে তার কপালটাই মন্দ। তার বাড়ির চাইতে সর্বাংশে খারাপ বাড়ি খালি হলেও চুনকামটা করিয়ে নেবার পর্যন্ত সময় হয় না, পটাপট ভাড়া হয়ে যায়। আর শরিফ আরো কম ভাড়ায় বাড়ি দিতে রাজী—তবু কেউ ছোঁবে না তার বাড়ি। ঢাকার সব ভাড়াটেরা যেন মিটিং করে ঠিক করেছে, তারা বরং গাছতলায় বাস করবে, তবু শরিফের বাড়িটা ভাড়া নেবে না।

'দেয়ার ইজ সামথিং ইন দ্যা স্টার'---একজন বড় লেখক এইরকম একটা কিছু লিখেছিলেন না?

বারান্দায় দুটি চেয়ার পাতাই থাকে। রোজ সকালে এখানেই বসে শরিফ। কোনো বন্ধু-বান্ধব এলে অন্যটি ব্যবহৃত হয়।

মজিদ ছোট্ট টেবিলটায় চায়ের কেটলি আর পেয়ালা রেখে চলে গেলো।

ঠিক সামনে অনেক গাছপালা।

অন্যদিন এই সময় পথে লোক চলাচল আর কোলাহল শুরু হয়ে যায়। আজ একটি লোকও নেই, একটি কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে না। আকাশ কালো হয়ে আছে। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত আঘাত করছে গাছের পাতাগুলিকে—জোরালো হাওয়া কাত করে দিচ্ছে গাছের ডাল পালা।

আয়কর, পৌরকর আর শূন্য বাড়িটার উদ্বেগ এখন অবচেতনে তলিয়ে গেছে। শরিফের সারা মনে এখন অপার শান্তি। চারিদিক সুনসান সাননাটা।

মজিদ এসে বললো, সাহেব টেলিফোন।

উঠে গেলো শরিফ। খবর ভালো নয়। তার মামাতো ভাই-এর শাশুড়ি মারা গেছেন। গভীর দুঃখ প্রকাশ করে শরিফ বারান্দায় ফিরে এলো। আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিতেই তার আরামটা কেউ

BanglaBook.org

যেন কেড়ে নিলো। গভীর দুঃখ প্রকাশ করাটাই কি যথেষ্ট? টেলিফোন করে খবর যখন দিয়েছে নিশ্চয় এক্সপেক্ট করছে, সে এক্ষুণি ছুটবে সেখানে, জানাজায় যাবে—এমন কি কবরস্থান পর্যন্ত। কিন্তু মামাতো ভাইয়ের শাশুড়ির জন্য কি কেউ অতোটা করে? টেলিফোনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে সে, কিন্তু গভীর দুঃখ তার হয়নি। মহিলার বয়স হয়েছিলো আশি। তারপরও বেঁচে থাকাটাই লজ্জার কথা। যারা জন্মাচ্ছে তারা থাকবে কোথায়?

না, সে যাবে না। আজ এক বন্ধু দুপুরে খেতে ডেকেছেন। শরিফের আসাটাকে পাকা করার জন্য সেই বন্ধু লোভ দেখিয়ে রেখেছেন, চিল্ড বিয়ার-ও থাকবে। আরো একটা উপরি আকর্ষণ আছে। সেই বন্ধুর বাড়িতে লাঞ্চ বা ডিনার থাকলেই সুন্দরী মেয়েরাও আসে। তাদেরই একজনের সঙ্গে শরিফের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। তবু এখনো অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু অত এনার্জি শরিফের নেই। তবু সে লাঞ্চেই যাবে—জানাজায় যাবে না। মৃত্যুর চাইতে জীবন ভালো—অন্ততঃ এখন তাই মনে হচ্ছে। পরে বলে দিলেই হবে যে অফিসে জরুরী কাজ ছিলো। অবশ্য একবার হয়ে আসলেই পারে। বাড়িটা তো কাছেই। কিন্তু এই ঝড় বৃষ্টিতে চুপ করে বসে বসে চা খেতেই ভালো লাগছে। শরিফ ডালপুরি ভালবাসে। মজিদ ডালপুরী ভাজছে। তার সুগন্ধটাই ভালো লাগছে। এখন লোবানের গন্ধ ভালো লাগবে না।

দুপুর বেলা নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে শরিফ বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেছে। হ্যাঁ অফিস থেকে সে একটা গাড়ি পেয়েছে। সেই বাড়িটা কাছাকাছি আসতেই দেখলো বাড়ি থেকে লোকজনের কাঁধে একটা 'তাবুদে' লাশ বেরিয়ে আসছে। সকলেই শরিফকে দেখেছে। ছুটির দিনেও অফিসে কাজ থাকতে পারে। কিন্তু আজ বোধহয় কথাটা কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ শরিফ সিল্কের পাঞ্জাবী পরে আছে—গাড়ির জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শরিফ সেখানেই গাড়ি দাঁড় করতে পারতো। লোকে ভাবতো সে জানাজায় শরিক হবে বলে এসেছে।

BanglaBook.org

কিন্তু শরিফ তা করলো না সোজা বেরিয়ে গেলো। তার রোখ চেপে গেছে। মামাতো ভাইয়ের শাশুড়ির জানাজায় কে কবে মনপ্রাণ দিয়ে শরিক হয়েছে? তাছাড়া বলতে গেলে সেই মহিলাকে শরিফ চিনতই না। হ্যাঁ মামাতো ভাইয়ের—আল্লাহ না করেন—ইন্তেকাল হলে সে যাবে। অবশ্য মামাতো ভাইটির সঙ্গেও তার দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে জানাজা যারই হোক শরিক হওয়া উচিত—একথাও সে জানে।

অনেক বছর আগেকার কথা। সেই সময়ের একটি ঘটনা শরিফ কিছুতেই ভুলতে পারে না।

শরিফের আম্মা মারা গেছেন। আব্বা গেছেন আগেই। শরিফরা ছিলো তিন ভাই। মেজ ভাই অনেক আগেই ছাত্রবস্থাতেই ইন্তেকাল করেছেন। আম্মা থাকতেন শরিফের সঙ্গে। এতে শরিফের সুবিধাই হয়েছে। সে বিয়েশাদী করেনি, কোনোদিন করবেও না—কেন করেনি এবং কেন করবে না—সে সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেও কেউ একটি জবাবও পায়নি। সুতরাং আম্মাই তার সংসার দেখাশোনা করতে পারবেন। কিন্তু শরিফের পাপমনে এই একটা চিন্তা আসে যে তার সুবিধার জন্য ব্যবস্থাটা করা হয়নি। আম্মার ইচ্ছা ছিলো বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকবেন। প্রথম ছেলে, তার উপর পৌত্রী বুলবুল আছে। বড় ভাইয়ের ইচ্ছাও তাই। কিন্তু বড় ভাইয়ের একার ইচ্ছায় তাঁর সংসার চলে না। ছোট ছেলে শরিফের বাড়িতে আম্মার ভালো লাগে না। বৌ নেই, ছেলেপুলে নেই ন্যাড়া সংসার।

যাই হোক আম্মার মৃত্যু হয় হাসপাতালে। লাশ কোথায় নিয়ে যাবে তা নিয়ে আলোচনা হলো। বড় ছেলের বাড়ি থেকেই জানাজা যাওয়া উচিত। কিন্তু একজন বললেন, ছোট ছেলের বাড়িতে ছিলেন। মরহুমার রুহ নিশ্চয় চায় লাশ ছোট ছেলের বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হোক। সেই পরামর্শদাতা মরহুমার রুহ কি চায় সে খবর কোথায় পেলেন তিনিই জানেন।

চাল্লিশার ব্যবস্থাও হলো ছোট ছেলের বাড়িতে। তার বাড়িতে একটি মেয়ে মানুষ নেই। সাহায্য করবার কেউ নেই। যারা করতে

BanglaBook.org

পারতেন তারাও এগিয়ে এলেন না। তাঁরা শুধু একটি ভার নিলেন। নিমন্ত্রিত হবেন কারা সেই তালিকাটি তাঁরাই তৈরি করলেন। শতিনেক লোক। বিরিয়ানী কালিয়া বুরহানী দৈ ও মিষ্টি। যেখানে যাকে পাওয়া গেলো তাকেই ধরে শরিফ একাই সব অর্গানাইজ করলো।

মেহমানরা আসবেন বাদ মাগরেব। এক একজন করে আসতে আরম্ভ করেছেন তাঁরা। সকালেই কোরানখানি হয়ে গেছে। এখন হবে মিলাদ, তারপর খাওয়া। যাঁরা কোরান পড়লেন তাঁরা ছাড়া কোরানখানিতে কেউ আসেননি। শরিফ একাই ছিলো।

মাগরেবের নামাজ কবে হয়ে গেছে। বড় ভাইয়ের বাড়ি থেকে এখনো কেউ এলেন না। মিলাদ শুরু হয়ে গেছে। শরিফ অনেকক্ষণ থেকে বিরক্ত হচ্ছিল। এখন তার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। সে একাই সব করবে? আর কারো কোনো দায়িত্ব নেই? সকলের অলক্ষ্যে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। পুরানো ঢাকার 'তসবির মহল'-এ 'শ্যামা' নাটক হচ্ছিলো। সেটাই দেখতে চলে গেলো। ফিরলো রাত দশটার পর।

ছি ছি পড়ে গেলো। নিজের মায়ের চল্লিশা। নিজেরই বাড়িতে। আর লোকটা কিনা নাটক দেখতে চলে গেলো। সে কি মানুষ?

ঠিক চল্লিশ দিন পর এক সন্ধ্যাবেলা দিনক্ষণ ঠিক করে আবার নতুন করে মায়ের জন্য শোক শরিফের মনে উদ্বেল হয়ে ওঠেনি—যদিও মা-কে সে সত্যিই খুব ভালোবাসতো নীরবে। তবু পরে শরিফ মনে মনে স্বীকার করেছে যতই রাগ হোক ওভাবে চলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। হাজার হোক আর কিছু না তার নিজের মায়ের চল্লিশা।

এইতো সেদিনের আর এক ঘটনা। পাড়ার কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেছেন। পাড়ার প্রায় কাউকেই শরিফ চেনে না। কে মারা গেছেন সে জানে না। দুপুরবেলা বারান্দায় এসেছে তোয়ালেটাকে রোদ্দুরে দেবে বলে। দেখে নীচের মাঠটায় অনেক লোক জমায়েত হয়েছেন। সামনে লাশ রাখা আছে। সবাই জানাজা পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছেন। শরিফ ঝট করে সরে এলো। তবু অনেকেই তাকে

BanglaBook.org

দেখেছেন। শরিফ জানে তার উচিত জানাজায় শরিক হওয়া। সে আরো জানে যারা তাঁকে দেখেছেন, তারাও আশা করছেন শরিফ আসবে। কিন্তু শরিফ গেলো না। সে শুনেছে—এসব কথা মজিদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে তার কানে আসে যে জানাজায় যারা শরিক হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই শরিফ সম্পর্কে অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন। এতো কাছে থেকে জানাজায় পর্যন্ত শরিক হলো না। ধর্মজ্ঞান একেবারেই নেই।

সেই জামাতে শরিফ দুটি লোককে দেখেছিলো। তাদের ব্যক্তিগত-ভাবে চেনে না কিন্তু জানে তারা কে। কিছুদিন আগে দুর্নীতির দায়ে জেল হয়েছিলো। সম্পত্তি হয়েছিলো বাজেয়াপ্ত। কারার মেয়াদ শেষ হবার আগেই তারা ছাড়া পেলো। যাই হোক লোক দুটির সমাজে আদর বা মর্যাদার কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে কেউ বলতে পারবে না। অনেক গণ্যমান্য লোক সেই লোক দুটিকে নিমন্ত্রণ করেন। এবং তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ছেলেবেলা থেকেই শরিফ দেখে আসছে দুর্নীতিপরায়ণ লোকদেরই খাতির বেশী। কারণ তাঁদের গাড়ি বাড়ি থাকে। থাকে মহার্ঘ আসবাব। তাঁদের খাওয়া পরা ভালো। এবং টাকা আছে বলেই যথেষ্ট প্রভাব আছে। আবার টাকা আছে বলেই তাঁদের ছেলে-মেয়েরা অভিজাত স্কুল-কলেজে—বিলাত আমেরিকায়—উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ভবিষ্যতে গণ্যমান্য নাগরিক হয়। সেই একই পদের এক সৎ লোকের সেসব কিছুই নেই বলে তাঁকে সকলেই উপেক্ষা করে।

সেদিন রাত্রে ফরহাদ সাহেব ছিনে জোঁকের মত শরিফকে চেপে ধরেছিলেন। তার মধ্যে দু'একটি অভিযোগ—অভিযোগ ছাড়া আর কি বলতে পারে—মনে পড়লে শরিফের হাসিও পায়, ভয়ও করে। ফরহাদ কি চাপলেন আর কি ধরলেন তিনিই জানেন। কিন্তু শরিফ বুঝতে পারছে চারদিক থেকে একটা অশুভ শক্তি তারই চারদিকে বৃত্ত রচনা করছে। ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যপূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ। মিথ্যা যে মিথ্যা শুধু সেই জোরেই বাতিল হয়ে যায় না। মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেও যদি সুপরিকল্পিতভাবে তাকে সত্য বলে সাজানো হয়—বাইরে থেকে দেখতে তখন সেই মিথ্যাকেই সত্য মনে হয়। এবং সত্যকে মিথ্যা মনে হয়।

BanglaBook.org

মাস দুতিন আগে নিউ মার্কেটের একটি দোকান থেকে শরিফ সাবান তেল কিনছিলো। এক ভদ্রলোক তাকে সালাম দিলেন। ভদ্রলোককে কোথাও দেখেছে মনে হলো, কিন্তু শরিফ তাঁকে চিনলো না। কিন্তু চিনলো না বলেই তো আর সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শরিফও ওয়ালেকুম আসসালাম বললো। ভদ্রলোক আরও দু'একটি কথা বললেন। মারাত্মক কোনো কথা নয়, তাই শরিফও জবাব দিলো। অবশ্য একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে তার অস্বস্তি লাগছিলো। তবু সে নিরুপায়, কারণ ভদ্রলোককে সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না যে, তাঁকে সে একেবারেই চিনতে পারছে না।

সেদিন রাত্রে ফরহাদ সাহেবের ডিনারে সেই ভদ্রলোককেই কাঁধ থেকে সরাতে শরিফকে হিমসিম খেতে হয়েছিলো।

ফরহাদ বললেন, 'আফজল সাহেবের সঙ্গে ফিসফিস করে কি আলাপ করছিলেন?'

শরিফ বললো, 'আফজল সাহেব কে?'

'আফজল সাহেব কে? আপনার অভিনয় প্রতিভার তারিফ করতে হয়। একেবারে মাসুম বাচ্চার মত মুখে আশ্চর্য হবার ভাব ফুটিয়ে তুললেন।'

শরিফ সত্যিই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ভাবটা মাসুম বাচ্চার মতও হতে পারে। কিন্তু সেটা কোনো অভিনয় প্রতিভার গুণে নয়।

প্রথম কথা আফজল সাহেব ব্যক্তিটি যে কে সেটা এখনো শরিফ জানে না। দুই নম্বর কথা, তাঁকে দেখে চেনা চেনা লাগে ঠিকই কিন্তু বহু অচেনা লোককেই সেরকম মনে হয়। যাই হোক আগে দেখে থাকলেও কোথায় দেখেছে, শরিফ কিছুই মনে করতে পারছে না। স্বপ্নে নয় তো? স্বপ্নে সে বহুবার পরিষ্কার আদলসহ এমন লোককে দেখেছে যাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। দৈবাৎ তাদেরই কারও সঙ্গে আফজল সাহেবের চেহারায় মিল নেই তো? আর যেটা সব চাইতে

BanglaBook.org

রহস্যজনক ব্যাপার যদিও ফরহাদ সাহেব আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর চোখের ভাষায় এবং সেই ভাষার একাধিক পরিবর্তনের দ্বারা শরিফকে সেই রাত্রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আফজল সাহেব এমনই এক বিপজ্জনক ব্যক্তি যে তাঁর সংসর্গে যারা থাকে তারাও নিশ্চয়ই বিপজ্জনক, কিন্তু একথা শেষ পর্যন্ত বলেননি, আফজল সাহেবের অপরাধটা কি এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকাটা একজন সাসপেক্ট হওয়া কেন?

ফরহাদকে কথাটা জিজ্ঞাসাও করেছিলো শরিফ। এই প্রশ্নটির জবাব দেবার মুহূর্তটির জন্যই ফরহাদ তাঁর সব চাইতে রহস্যময় হাসিটা জমা রেখেছিলেন। এইবার সেই হাসিটাই হেসে তিনি বললেন, 'আরে সাহেব অপরাধটা যে কি সেটা যদি জানাই থাকে তাহলে আর লোকটা বিপজ্জনক হতে যাবে কেন? অপরাধের শাস্তি দিলেই সব চুকেবুকে গেলো। জানা যাচ্ছে না বলেই তো বিপদ।'

শরিফ ভাবে এ তো ভারী মজা। অপরাধটা কি সেটাই কেউ জানে না—তাই লোকটি সব চাইতে বড় অপরাধী? কিন্তু কথাটা সে মুখ ফুটে বললো না। তারা সারা শরীরের একটা অনুভূতি তাকে সাবধান করে দিচ্ছিলো, খবরদার এ সম্পর্কে আর একটি কথাও বলো না। চুপ করে থাকো। এবং নিউ মার্কেটের সেই ব্যক্তিটিই যে আফজল সাহেব সেটা পর্যন্ত শরিফ সেই রাত্রেই প্রথম জানলো।

সেই পার্টিতে সে আরো দুবার কোণঠাসা হয়েছে। ততক্ষণে আরো জনা দুই দম্পতী ও একজন লম্বা অতিশয় সুদর্শন—এবং দু'একটি কথা শুনেই মনে হয় উচ্চশিক্ষিত যুবক ছিলো যার গলার আওয়াজ ও চলার ভঙ্গীও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তার গায়ে ছিলো 'র' সিল্কের ওয়াইন কালারের লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী, এবং সরু পাজামা। পায়ে স্যাণ্ডেল। অভিনেতা হলে সে নাম করতে পারতো। একটি দম্পতির কথা বলতে হয়। মিঃ এনাম ও তাঁর স্ত্রী ফারজানা। কথাটা শরিফকে কেউ বলে দেয়নি কিন্তু বার দুয়েক ফারজানা এবং সেই যুবক, যার নাম ইফতিখার—তাদের দেখেই শরিফের মনে হয়েছে এই দুজন পূর্ব-পরিচিত, যদিও

BanglaBook.org

পরস্পরের সঙ্গে তারা কথা বলছে না। আরো অদ্ভুত, কথা বলছে না বলেই শরিফের মনে হচ্ছে তারা পূর্ব-পরিচিত। অবশ্য শরিফের ভুলও হতে পারে। এইসব মনে হওয়া-হওয়ির মাথামুণ্ড কোনো কারণ বোঝা যায় না। কিন্তু শরিফ দেখেছে এসব ব্যাপারে তার ইনস্টিঙ্কট প্রায়ই অভ্রান্ত হয়। এদের নিয়ে সে মনে মনে একটা গল্পও খাড়া করে নিলো। এদের মধ্যে খুব ভাব ছিলো। মাঝখানে এনাম এসে পড়লেন। ফারজানার সঙ্গে ইফতিখারের বিচ্ছেদ হয়ে গেলো। কিন্তু বিচ্ছেদ কেন হলো, সেটাই বোঝা অসম্ভব। এনাম দেখতে খারাপ তা বলবে না শরিফ। এবং দেখেই বোঝা যায় তার অবস্থাও ভালো। কিন্তু অবস্থা তো ইফতিখারেরও ভালোই মনে হচ্ছে।—চেহারা সাজ পোশাক দেখলেই বোঝা যায় এবং দেখতে শুনতে ইফতিখার লাখে একজন। তাহলে?

শরিফ ফারজানার মুখোমুখি বসেছিলো। ফারজানার সাজ পোশাকে এমনই উগ্র আধুনিকতা যে তার কোমর তো বটেই, নাভি এবং বুকের উর্ধ্বাংশ পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। দেখতে শরিফের খুব অরুচি থাকবার কথা নয়। কিন্তু পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনা এখনো মাঝেমধ্যে ঘটতে দেখা যায়। ইফতিখারকে সে অলরেডি ছোট-ভাইয়ের মত ভালোবেসে ফেলেছে যদিও এখনো পর্যন্ত একটি কথাও হয়নি তার সঙ্গে। ফারজানাকে মনে হচ্ছে তার ছোটো ভাইয়ের প্রেয়সী। না, প্রেয়সী নয় —স্ত্রী। মাঝখান থেকে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে এনাম তাকে জবরদখল করেছে। শরিফ সোজা তাকাতেই পারছে না। তাকালেই সে ফারজানার শরীর দেখতে পাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঘাড় ব্যথা করছে। শরিফও প্রচুর মদ্যপান করেছে। উঠে অন্য কোথাও গিয়ে বসবে শরীরে অতোটা উদ্যম নেই। আচ্ছা, ফারজানা যদি আগে ইফতিখারকেই ভালোবাসতো, এবং এখন তাকে এনাম জবরদখল করেছে—বিয়েটা অনেক সময়ই তাই—তাহলে ফারজানা এখন কাকে ভালোবাসে? খুব সম্ভব তার মনের একটা দিক এনামকে ভালোবাসে আর একটা দিক ইফতিখারকে। প্যারিস যখন হেলেনকে ভাগিয়ে নিয়ে

BanglaBook.org

এলো, হেলেনেরও সেই দশা হয়েছিলো—হৃদয় দ্বিখণ্ডিত। কিন্তু হৃদয় বলে ফারজনার কিছু আছে কি?

এমন সময় স্বয়ং ইফতিখার তার চেয়ারটা দুহাত দিয়ে ধরে তুলে নিয়ে এসে শরিফের পাশে রাখলো। বললো, 'একটু দেখবেন কেউ বসে না পড়ে।' এই বলে সে আবার উঠে গিয়ে একটি টেবিল থেকে তার মদের গেলাসটা নিয়ে এলো।

শরিফের অনুমানই ঠিক। ফারজানকে এখন কেমন যেন ভীত দেখাচ্ছে। সে নিশ্চয় ইফতিখারের কাছে কোনো অপরাধ করেছে।

টেলিপেথি বলে সত্যিই কি কিছু আছে? কারণ ইফতিখার বললো, 'শরিফ সাহেব, আপনার নাম জানি, কি করেন তাও শুনেছি—এখানেই আজই শুনেছি—কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে সে দাবী তো করতে পারি না। কিন্তু আপনাকে খুব আপন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনিও নিঃসঙ্গ। আর আমি তো আছিই।'

কথাগুলো বলেই ইফতিখার খুব চমৎকার এক বিষণ্ণ হাসি হাসলো। ঢক ঢক করে অনেকটা মদ গলায় ঢেলে দিলো।

এমন সময় মেয়েদের সাজের শালীনতা সম্পর্কে কেউ কিছু বললেন। আর একজন বললেন, 'জানেন আমাদের এক ঔপন্যাসিক বলেছেন, অবগুণ্ঠনের চাইতে উন্মোচনই মেয়েদের আসল উদ্দেশ্য।'

শরিফ বললো, 'আপনারা কেবল আধুনিক মেয়েদের নিন্দা করেন। কিন্তু যা বললেন সে আর নতুন কি। বেহুলার মত সতিসাধ্বী মেয়ের জন্য চাঁদ সদাগরের বাড়ি থেকে বিয়ের যে সাজ-সরঞ্জাম গিয়েছিলো তার বিবরণ শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

ফরহাদ বললেন, 'চাঁদ-সদাগর নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকটা ছিলো কে?'

'বাঃ', শরিফ বললো, 'তাও জানেন না। চাঁদ সদাগরের ছেলে লখিন্দর এর সঙ্গে বেহুলার বিয়ে হলো। বেহুলার কাহিনী কে না জানে?'

BanglaBook.org

এবার মিঃ ফখরুদ্দীন—সেই যে ভদ্রলোক যার স্ত্রীর পা দেখা যাচ্ছিলো—তিনি বললেন, 'বেহুলা নামটা আমিও শুনেছি, কিন্তু কাহিনীটা কি তা জানি না।'

ফরহাদ আর ফখরুদ্দীন এখন শরিফের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথমজনের চোখে সাপের ফণা। দ্বিতীয়জনের চোখে কৌতূহল।

ইফতিখার সোজা নিঃসঙ্কোচ এবং যুদ্ধে আহ্বান করেছে—এমন এক দৃষ্টিতে ফারজানার দিকে তাকিয়ে আছে। শরিফ ফখরুদ্দীন ও ফরহাদের আলাপে সে কোনো আগ্রহই বোধ করছে না। তাদের কথা, এমন কি ব্যক্তি হিসাবে তাদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত ইফতিখারের কাছে ফালতু মনে হচ্ছে। ইফতিখার খুব গম্ভীর—কিন্তু এইবার একটুখানি হাসলো, সোজা ফারজানার দিকে তাকিয়ে। এ হাসি বিষণ্ণ নয়। ছুরির ফলার মত ধারালো।

ইফতিখার দুটি লাইন আবৃত্তি করলো: **With varying vanities, from ev'ry part,/They shift the moving toyshop of their heart.**

লাইন দুটি আউড়েই ইফতিখার উঠে চলে গেলো।

ইফতিখারের কাছে শরিফ ফখরুদ্দীন আর ফরহাদ যেমন ফালতু মনে হচ্ছিলেন, ইফতিখারের খাপছাড়া অপ্রাসঙ্গিক ও দুর্বোধ্য কথাও ফখরুদ্দীন ও ফরহাদের কাছে তেমনি বিরক্তিকর লাগছিলো। সে চলে যেতেই ফরহাদ ও ফখরুদ্দীন তাঁদের চেয়ার একেবারে শরিফের কাছে টেনে আনলেন। চোখ জোড়াকে একাগ্র করে দৃষ্টিকে ভালো করে উস্কে দিলেন। কোনো সামান্যতম ডিটেলও যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে না পারে।

ফরহাদ বললেন, 'বলুন বলুন শরিফ সাহেব—ভেরী ইণ্টারেস্টিং।'

শরিফ বললো, লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিয়ে ঠিক হয়েছে। লখিন্দরের বাপ ভাবী পুত্রবধূর জন্য তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। সেই তত্ত্বের মধ্যে একধরনের বস্ত্র ছিল, যা সারা দুনিয়ার লোক অপ্রমেয় মূল্যে ক্রয় করতো। ভদ্র ও রুচি পরায়ণ লোকেরা বড়ই চিন্তিত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, ঐ কাপড়ে মহিলাগণের নগ্নতা আচ্ছাদিত হয়

BanglaBook.org

না। সেই কাপড় পরা অশালীন। কিন্তু মজা কি জানেন? সমাজপতিরা যতই সেই কাপড়ের নিন্দা করেন, সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের মধ্যে ততই সেই কাপড়ের চাহিদা ও বিক্রি বেড়ে যায়। এতো গেলো হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। সুতরাং আজকালকার মহিলারা ট্রান্সপারেন্ট শাড়ি পরেন বলে তাঁদের অতো নিন্দা করা উচিত নয়।'

ফরহাদ খুব মনোযোগ দিয়ে শরিফের কথা শুনেছিলেন। তাঁর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে এক নারকীয় উল্লাসে। ফরহাদ যেন এক ব্যাধ। বহুদিন থেকে তিনি যে শিকার খুঁজছিলেন, আজ তা ধরতে পেরেছেন। ফরহাদের চোখ দেখে শরিফের মনে হলো, পুরো হল ঘরটাই অন্ধকার হয়ে গেছে এবং ফরহাদের হিংস্র জ্বলন্ত চোখটাই কেবল একটা সার্চলাইটের মত জ্বলছে। এবং সেই সার্চ লাইট ফেলা হয়েছে তারই মুখের উপর।

খুব যেন এক গোপন কথা বলছেন, সেইভাবে শরিফের কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বললেন, 'হিন্দুদের সম্পর্কে আপনি অনেক জানেন—তাই না? আর মুসলমানদের সম্পর্কে?'

হিন্দুদের সম্পর্কে শরিফ প্রায় কিছুই জানে না। কিছুদিন আগে টুরে গিয়েছিলো। হাতের কাছে একটা বই পেয়েছিলো। দীনেশচন্দ্র সেনের 'পৌরানিকী'। পড়তে ভালো লেগেছিলো। সমস্তটাই পড়ে ফেলেছে—এবং বেশীর ভাগই আবার ভুলে গেছে। এবং যতটুক মনে আছে তাও একটা গল্পের উপাখ্যান আর একটি গল্পের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে।

কিন্তু তবু তারও মনে হচ্ছে, তার এক গুরুতর অপরাধ ধরা পড়ে গেছে। এই জাল থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায়? শরিফ হঠাৎ সামান্য আলো দেখতে পেলো।

শরিফ বললো, 'চাঁদ সদাগর কিন্তু আমাদেরই লোক। দীনেশচন্দ্রের বইয়ে আছে, বগুড়ার মহাস্থান গড়-এ তাঁর রাজত্ব ছিলো। আবার একথাও আছে, চট্টগ্রামের লোকও তিনি হতে পারেন। চট্টগ্রামে চাঁদ সদাগরের দীঘি বলে একটি দীঘি পর্যন্ত ছিলো। অবশ্য এসব বিষয়ে কন্ট্রোভার্সিও আছে। অনেক অনেক বছর আগেকার কথাতো।'

BanglaBook.org

শরিফের মনে হচ্ছে, অন্ধকারে সেই সার্চলাইট শুধু তার মুখটাকেই অলোকিত করে রেখেছে এবং অন্ধকারে ডুবে থেকে অগণিত লোক তার কথা শুনছে।

ফরহাদ বিদ্যুৎ ঝলকের মত তাঁর দাঁতগুলো বার করে বললেন, 'ও, বুঝেছি। চাঁদ সদাগর ও হিন্দু পুরাণকে আপনি আমাদেরই ট্র্যাডিশন বলে ক্লেম করছেন।'

শরিফ দেখলো, সে কড়াই থেকে এবার একেবারে চুলোর আগুনের মধ্যে পড়েছে। কোনো কিছুই দাবী করা তার উদ্দেশ্য ছিলো না। কথাটা পড়েছে এবং সেই কথাটা বললে তার অপরাধ কিছুটা লাঘব হবে এই আশাতেই চাঁদ সদাগরের দেশের প্রসঙ্গটা তুলেছিলো। ট্রাডিশন ইত্যাদি নিয়ে সে কোনোদিন চিন্তাই করেনি। কিন্তু এখন দেখছে অপরাধ লাঘব হওয়া তো দুরের কথা—অপরাধ আরো বেড়ে গেছে।

এই সময় এক গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেলো। এবং সেই আওয়াজটা শুনেই শরিফের মনে হলো সার্চ লাইটটা তার মুখের উপর থেকে সরে গেছে। সারা ঘরে আবার আলো জ্বলে উঠেছে। সেই গম্ভীর আওয়াজ ইফতিখারের কণ্ঠস্বর। সে যে কখন আবার সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ জানে না।

BanglaBook.org

ইফতিখার বললো, 'হিন্দুদের সম্পর্কে শরিফ সাহেবের অনেক জ্ঞান আছে, এটাই যদি তার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তাঁকে গুরুদণ্ড দেবেন না। কারণ তাঁর সে জ্ঞান অত গভীর নয়। এইমাত্র ফুল্লরার কাহিনীর সঙ্গে তিনি চাঁদ-সদাগর-এর কাহিনীকে মিশিয়ে ফেলেছেন। কালকেতু যখন চণ্ডী দেবীর পরামর্শে ব্যাধের ধর্ম ছাড়লেন এবং কিরাত নগর ত্যাগ করে কলিঙ্গ রাজ্যের কাছাকাছি দ্রাবিড় দেশে রাজ্য স্থাপন করলেন তখন তাঁর সেই রাজ্যে সেইরকম কাপড় তৈরি হতো। কালকেতু ও তাঁর স্ত্রী ফুল্লরা ছিলেন শাপভ্রষ্ট। আসলে কালকেতু ছিলেন ইন্দ্রপুত্র আর ফুল্লরা ছিলেন ছায়াবতী। দেখুন হিন্দুদের সম্পর্কে আমি এতো জানি বলে অপরাধ নেবেন না। বি. এ.তে আমার বাংলা অনার্স ছিলো।

একটা ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছিলাম। আর এম. এ.তে ইংরিজী নিয়েছিলাম। আবার যেন কি করে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেলাম। তাই হিন্দু পুরাণ এবং গ্রীক দেব-দেবীদের সম্পর্কে আমাকে অনেক জানতে হয়েছে। আর, চাঁদ সদাগর-এর দেশ? সে সম্পর্কে অনেক মত আছে। কিন্তু বগুড়া আর চট্টগ্রামেয় কথাও অনেকে বলেন—ওয়েদার উই লাইক ইট অর নট। এবং আপনারা শুনে কি বলবেন জানিনা, কিন্তু চাঁদ সদাগর-এর বাড়ি থেকে সায়-সদাগরের মেয়ে বেহুলার পাকা দেখার সময় যেসব তত্ত্ব গিয়েছিলো তার মধ্যে ঢাকাই শাড়িও ছিলো। সেই কবেকার কথা। তবেই দেখুন, ঢাকাই শাড়ির বনেদীআনা কতই প্রাচীন। আর একটি কথা, বিষয় যাই হোক না কেনো, সে বিষয়ে জ্ঞান থাকলে কোনো ব্যক্তি-বিশেষ, বা জাতির ক্ষতি হয় না, বরং লাভ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিকে তাঁর জ্ঞানের জন্য 'বুলি' করবেন না।

ইফতিখার আর এক মিনিটও দাঁড়ালো না। এবার সে একেবারেই চলে গেলো।

BanglaBook.org

ছয়

শরিফের অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খান জাহান খানের সঙ্গে শরিফের বনিবনা ছিলো না এ কথা সকলেই জানতো। বনিবনা না হবার একটা প্রধান কারণ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করবার নির্দেশ দিতেন যা নিয়মের বাইরে। কিন্তু নির্দেশটা দিতেন মুখে। শরিফকে আপত্তি করতেই হয়। সে বলে, 'স্যার একটু লিখে দিন।' ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খান জাহান খানের ব্যবহারের মিষ্টত্ব মুহূর্তেই বাষ্পের মত উবে যায়।

'এটা কমার্শিয়াল অফিস। সব কিছুই লিখে দিতে হলে লেখালেখিতেই দিন কাবার হয়ে যাবে। আসল কাজ হবে কখন?'

শরিফও নিরুত্তাপ গলায় বলে 'না স্যার, এ কাজটা আপনার লিখিত অথরিটি ছাড়া করা যাবে না।'

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নানাভাবে শরিফকে হাত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তার কাজের প্রশংসা করেছেন। তাকে একটা গাড়ি দিয়েছেন। মাইনে বাড়িয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। শরিফ একবারও নিয়ম লঙ্ঘন করেনি।

একদিনের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অফিসে দুতিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। শরিফ আছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর টেলিফোন করে থাকতে বলেছেন।

এক সময় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শরিফকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সেক্রেটারীরাও চলে গেছে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ। এমনিতেই কামরাটা সব সময় থমথমে থাকে। এখন টেবিল ল্যাম্পের আলো ছাড়া আর সবগুলো বাতিই নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। খান জাহান খান ভীষণ গম্ভীর। শরিফ নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একটি চেয়ারে বসলো। তার শরীর ভয়ে ছমছম করছে। কেন যে করছে সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

খান জাহান খান বৃথা বাক্যব্যয় না করে সোজা কাজের কথায় এলেন।

BanglaBook.org

খান জাহান খান বলেন, 'একটা চিঠি লেখো তো বাংলায়। আমার আঙুলে ব্যথা।'

এই বলে তিনি একটি প্যাড ও কলম শরিফের দিকে এগিয়ে দিলেন। প্যাড আর কলম শরিফ নিজের দিকে টেনে নিলো। কিন্তু কাকে কি লিখতে হবে সে জানে না। তবু ব্যাপারটা তার ভালো লাগছে না। অফিসে একজন পিওন, সে নিজে ও খান জাহান খান ছাড়া তখন আর কেউ নেই। সবগুলো ঘরই নির্জন। করিডোরে মাত্র একটা বাতি জ্বলছে। অন্যগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পিওন চুপ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। খান জাহান খানও অস্বাভাবিক গম্ভীর। শরিফের কাছে একটা প্যাড ও কলম। হঠাৎ শরিফের মনে হলো সে কোনো একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ছে। এবং জড়াচ্ছেন তাকে খান জাহান খান। শরিফ যেন চিরকালের জন্য তাঁর ফাঁদে আটকা পড়ে। ভবিষ্যতে যেন আর কোনদিন লিখিতভাবে খান জাহান খানকে নির্দেশ দিতে না হয়।

শরিফ তাকিয়ে আছে খান জাহান খানের দিকে। তার দু'টি চোখে ভয়। খান জাহান খান তাঁর গলাকে স্বাভাবিক করে আনলেন, যেন এখন যা বলবেন তা খুবই মামুলী জিনিস; নেহাত, তাঁর আঙুলে চোট লেগেছে, তাই শরিফকে কষ্ট দিচ্ছেন।

খান জাহান খান বললেন, 'এবার লেখো।'

এই বলে তিনি ধীরে ধীরে ডিকটেশন দিতে শুরু করলেন। নাম দিলেন, ঠিকানা দিলেন। আর যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায়ঃ আজ রাত্রে যে জরুরী মিটিং ডেকেছেন, সেখানে যাবো, কারণ, গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ছোট্ট চিঠি। শরিফ লিখছিলো, আর তার হাত কাঁপছিলো। খান জাহান খান বললেন, 'নিচে কারো নাম দিতে হবে না। ওরা বুঝবে।'

'নাম না দিলে বুঝবে কি করে কে লিখেছে?'

'বুঝবে।'

'ঠিক আছে। আমি টাইপ করে এনে দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

'না না। টাইপ নয়। অতো সময় নেই। এখনি পাঠাতে হবে।'

শরিফ উঠে দাঁড়ালো।'

'এ চিঠি আমার হাত দিয়ে লেখালেন কেন?

কোনো জবাবের জন্য অপেক্ষা করলো না। কুচিকুচি করে চিঠিটা ছিড়ে ফেললো। ছেড়া টুকরোগুলো পকেটে পুরলো। এখানকার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলবে না। সোজা বাড়ি গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।

হনহন করে শরিফ বেরিয়ে চলে গেলো।

দু'দিন পর আবার চাটগাঁ। আবার ঠিক হলো শরিফ অফিসের গাড়িতেই যাবে। খান জাহান খানের সঙ্গে। কিন্তু শরিফের ফাইল রেডি হয়নি বলে সে খান জাহান খান সাহেবকে বললো, 'আমি দুপুরের প্লেনে যাচ্ছি। আপনার আগেই পৌঁছে যাবো।'

খান জাহান খান কিছু বললেন না। গাড়িতেই রওয়ানা দিলেন। শরিফ প্লেনের টিকিট কাটতে পাঠিয়ে দিলো। ফেনীর কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় খান জাহান খান মারা গেলেন।

হঠাৎ গাড়ির ব্রেক ফেল করেছিলো। ড্রাইভার মারাত্মক জখম হয়েছিলো। কিন্তু মরেনি। এই ড্রাইভারটি লোক ভালো। কোনোদিন শরিফের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। কারো সঙ্গেই করে না।

ফরহাদ সাহেব এখন চার্জে। তিনি শরিফকে ডেকে পাঠালেন। ফরহাদ চার্জে থাকলেও এটা আপাততঃ এক অস্থায়ী ব্যবস্থা, তাই তিনি এখনো ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের অফিসটি ব্যবহার করছেন না। নিজের কামরাটিতেই বসছেন।

ফরহাদ টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে খুব মন দিয়ে অফিসেরই একটি চিঠি পড়ছিলেন। সেইভাবেই বললেন, 'কেমন আছেন?'

'জ্বী, ভালো।' প্রশ্নের পরিধি যতটা, শরিফ জবাবে তার বেশি কিছুই বললো না।

ফরহাদ সেই একইভাবে চিঠি পড়ছেন। দীর্ঘ নীরবতা। শরিফ চুপ করে বসে আছে।

BanglaBook.org

'ভেরী স্যাড—তাই না?

'জী, তাতো বটেই।' শরিফ জবাব দেয়।

ফরহাদ বললেন, 'তবু আল্লাহ-র লাখ লাখ শুকুর, আপনি বেঁচে গেছেন। আপনার তো তাঁর সঙ্গেই যাবার কথা ছিলো। একেবারে লাস্ট মোমেণ্টে গেলেন না।'

শরিফ চুপ করে থাকলো।

এইবার ফরহাদ চিঠিটি একটি পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে মুখ তুলে শরিফের দিকে তাকালেন।

'আচ্ছা, শরিফ সাহেব, একেবারে লাস্ট মোমেণ্টে ডিসিশন বদলে আপনি প্লেনে গেলেন কেন?'

শরিফ বললো, 'আপনি তো জানেনই যে কাজের জন্য যাওয়া, সেই ফাইলটাই তৈরি হয়নি। তাই।'

'ফাইলটা তৈরি হয়নি কেন?'

'কেন?' শরিফের কণ্ঠে বিস্ময়। 'তৈরি হয়নি তার কারণ আপনার অবজারভেশনগুলো পাওয়া যায়নি।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমার অবজারভেশনগুলো দেয়া হয়নি সে সম্পর্কে আপনি তো আগেই আমাকে রিমাইণ্ড করতে পারতেন?'

শরিফ অনেকক্ষণ থেকেই রাগ গোপন করেছিলো। আর পারলো না।

'দেখুন ফরহাদ সাহেব, যে যার নিজের কাজ করবে—রিমাইণ্ড করাতে হবে কেন? আর রিমাইণ্ড যদি করাতেই হয়, সে কাজ আপনার সেক্রেটারীর। আমার নয়।'

'হুম। টেকনিক্যালি ইউ আর রাইট। তবু—'

'তবু?'

'হ্যাঁ, একটা 'তবু' থেকে যায়। এক্সিডেণ্টটা হয়ে গেলো কি না। লোকে অনেক রকম কথা কানাঘুষা করছে। অফিসের সকলেই তো জানে যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে আপনি পছন্দ করতেন না।'

'আমি তাঁকে পছন্দ করতাম না—না, তিনি আমাকে পছন্দ করতেন না?'

'আপনি পছন্দ করতেন?'

BanglaBook.org

শরিফ দুই মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, 'টু বি অনেস্ট—নো।'

ফরহাদ এইবার শরিফের কথাটির উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে আপনি পছন্দ করতেন না?'

শরিফ চুপ করে থাকলো। একই কথা দু'বার বলবার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করলো না। ফরহাদ সাহেবও দ্বিতীয়বার কথাটি জিজ্ঞাসা করলেন না। তাঁর ভয়, হঠাৎ শরিফের মুখ থেকে যে স্বীকারোক্তি তিনি বার করে নিতে পেরেছেন, তার গুরুত্ব বুঝতে পেরে যদি শরিফ আবার নতুন কোনো কথা বলতে চেষ্টা করে। তাই দু'বার একই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে তিনি শরিফকে সে সুযোগ দিতে চাইলেন না।

ফরহাদ অন্য কথা পাড়লেন।

'অফ কোর্স', দেয়ার উইল বি এন এনকোয়ারী। আগের এম ডির ড্রাইভারের সঙ্গে আপনার একটা বিশেষ ইকুয়েশান আছে—তাই না? অন্ততঃ লোকে তাই বলাবলি করছে।'

'ড্রাইভারে সঙ্গে আমার ইকুয়েশান।'

'হ্যাঁ, আপনার কথা খুব শোনে।'

'আমার কথা শোনে তা ঠিকই। সে সকলের কথাই শোনে। তার তমিজ আছে।'

'সুতরাং, আপনি তাঁর প্রশংসা করছেন।'

'হ্যাঁ। আমি তার প্রশংসা করি।'

'সেও আপনার খুব প্রশংসা করে।'

শরিফ এ কথার কোনো জবাব দেবার দরকার আছে মনে করলো না।

ফরহাদ আবার বললেন, 'ব্রেক ফেল করলো কেন?'

'ব্রেক ফেল করলো কেন, আমি কি করে বলবো?'

BanglaBook.org

'আপনি অফিস-সার্ভিসেরও চার্জে। আপনি বলবেন না তো কে বলবে?'

'অফিস-সার্ভিসের চার্জে থাকলেই কোন গাড়ির ব্রেকের কি অবস্থা তাও আমাকে জানতে হবে?'

'ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। ওয়েদার উই লাইক ইট অর নট, অফিসে দু'একটি পরিবর্তন আসবে। আমাকেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বানাবে খুব সম্ভব। আমি আপনাকে হেলপ করবো। আমার জায়গায় আপনাকে আসতে হবে। ইউ এণ্ড আই মাস্ট ওয়ার্ক টুগেদার।'

এই বলে উঠে দাড়িয়ে ফরহাদ তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। শরিফ তাঁর প্রসারিত হাত-কে উপেক্ষা করলো। তার নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো না।

ফরহাদের দু'টি শীতল চোখ স্থির হয়ে আছে শরিফের উপর।

BanglaBook.org

সাত

শরিফ বুঝতে পারছে, সমুদ্রে যেমন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়, অফিসেও তেমনি তাকে কেন্দ্র করে একটা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। শরিফ বড়ই একা। তাই সে জানে, তারা সফলও হবে।

ফরহাদ সাহেব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-এর পদে কায়েম হয়েছেন। ফরহাদ সাহেবের আগের পদটি এখনো শূন্য। অনেকের নাকের কাছেই মুলোর মত ঝুলছে। ফরহাদ সাহেব এখন এম ডির ঘরটিতেই বসেন। সেখানে আর একদিন শরিফের ডাক পড়লো।

'আচ্ছা, শরিফ সাহেব, সেই মোটর-এক্সিডেন্টের একদিন কি দু'দিন আগে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অফিসে একজন পিওন ছাড়া আর কেউ নেই—সেদিন কি আগের এম-ডি আপনাকে নিরিবিলি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। পাঠিয়েছিলেন।'

'কি কথা হলো? বর্তমান এম ডি হিসাবে প্রশ্নটি করবার অধিকার আমার আছে—আশা করি তা স্বীকার করবেন?'

শরিফ চুপ করে থাকলো। কি বলবে সে? আগের এম ডি শরিফেরই হস্তাক্ষরে একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলেন যার অগ্রপশ্চাৎ শরিফ কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝতে পেরেছিলা চিঠিটা একটু রহস্যময়। এবং সেই চিঠিটা শরিফ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। এই কথাই বলবে? কথাটা হয়তো ফরহাদ সাহেব বিশ্বাস করবেন না।

'এমন কিছুই নয়। সাধারণ আলাপ।'

'ঠিক আছে, জবাবের জন্য আমি ইনসিস্ট করবো না। তবে একটা কথা রটে গেছে আপনার জানা দরকার। সেদিন সন্ধ্যায় আপনার জীবনের কোনো গোপন কথা—যেটা এম ডির জানা ছিলো—সেই কথাটা তিনি আপনাকে জানিয়েছিলেন। তারই একদিন কি দু'দিন পর তিনি এ্যাক্সিডেন্টে নিহত হন।'

BanglaBook.org

'আমার কোনোই গোপন কথা নেই—সুতরাং সেরকম কোনো কথা আমাকে বলবার প্রশ্নই ওঠে না।'

শরিফ তখন যা যা ঘটেছিলো সব বললো। ফরহাদ বিশ্বাস করলেন কি না তাঁর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেলো না।

'আপনার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উঠেছে। রূঢ়তা ও দুর্ব্যবহারের।'

'কি রকম?'

'জুলফিকার দু'বার আপনার বাসায় গিয়েছিলো?'

'গিয়েছিলো।'

'দু'বারই আপনি তাকে দরজা থেকেই বিদায় দিয়েছেন?'

'দিয়েছি।'

'ওয়াজ হি নট এনটাইটিল্ড টু সাম কার্টসি? একটা লোক আপনার বাসায় গেলো, তাকে বসিয়ে এক পেয়ালা চাও খাওয়াবেন না?'

'জুলফিকারকে চাকরি থেকে ডিসমিস করা হয়েছে। সে এসেছিলো তাকে চাকরিতে আবার যাতে বহাল করা হয় তারই জন্য তদবির করতে। আমি তাকে বলেছিলাম, তার কিছু বলবার থাকলে অফিসে গিয়ে বলতে।'

'আপনি তো জানেন সকলেরই কিছু কিছু কানেকশান থাকে। জুলফিকারকে নিয়ে এখন আমরা পড়েছি মুস্কিলে। অনেক টেলিফোন আসছে। বড় বড় ক্লায়েন্টদের কাছ থেকেও।'

'আমি তার সঙ্গে বাসায় দেখা করিনি বলে, আপনারা মুস্কিলে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, তাই। সে সেটাকেই একটা ইস্যু বানিয়েছে।'

'আমি কার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করবো, আর কার সঙ্গে করবো না—সে অধিকার আমার নেই?'

'ঐখানেই তো আপনাকে নিয়ে প্রবলেম, অধিকার থাকলেই তা খাটাতে হবে? তাছাড়া, ব্যক্তিগত জীবনে সে অধিকার আপনার থাকলেও,

BanglaBook.org

অফিসের লোকেরাও প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে পারবে না?'

'জুলফিকার অফিসের লোক হলো কি করে? সে তো চাকরি থেকে ডিসমিস হয়েছে।'

'ডিসমিস হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে পিটিশনও করেছে। তার আসল রাগ আপনার উপর।'

'ডিসমিস করলেন আপনারা—আর রাগ আমার উপর?'

'শরিফ সাহেব, আপনার এত বয়স হলো, এটা জানেন না? একদিকের রাগের প্রবাহকে দশজনে মিলে নানান কথা বলে আর এক দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে? এখন তার রাগ ডিসমিস হয়েছে বলে নয়—কারণ সে জানে তাকে পুনর্বহাল করা হবে। সে রেগে আছে এই জন্যে যে আপনি তাকে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত ঢুকতে দেননি। যাই হোক, চিন্তা করবেন না। আমি সব ম্যানেজ করে নেবো।'

শরিফ চলে আসবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

'এক মিনিট। চলে যাবেন না, শরিফ সাহেব। সেদিন সন্ধ্যায় এম ডির ঘরে আপনাদের কি কথা হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আপনি যা বললেন, আমি বিশ্বাস করেছি।'

এই বলে ফরহাদ একটা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিলেন। আগেকার এম ডির সঙ্গে শরিফের কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

যদিও শরিফ যে নির্দোষ তাও প্রমাণিত হলো, তবু শরিফ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো।

সে বললো, 'টেপ করলো কে?'

ফরহাদ মৃদু হেসে বললেন, 'এম ডিদের অনেক কিছুই করতে হয়। আপনাকে এটা শোনালাম, শুধু এটাই প্রমাণ করবার জন্য যে আপনার উপর আমার কমপ্লিট ট্রাস্ট আছে। আমার আগের পদে আপনিই বসবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কমপ্লিট বোঝাপড়া দরকার।'

BanglaBook.org

এই বলে ফরহাদ তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। শরিফ কিন্তু তার হাত প্রসারিত করলো না। এইবার শরিফই শীতল চোখে তাকিয়ে আছে ফরহাদ সাহেবের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে একটা কথা মনে হলো শরিফের। আগের এম ডি নিজেকেই ধরিয়ে দেবার জন্য কেন সেই দিন সন্ধ্যায় আলাপ টেপ করবেন? তাহলে ফরহাদ সাহেবই কি আগের এম ডির উপর আড়ি পাতার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন?

শরিফ অফিসের কাগজপত্র গুছিয়ে দেরাজ বন্ধ করলো। কাউকে কিছুই বললো না। 'টু হেল উইথ ইট অল' মুখ দিয়ে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করে সে অফিস থেকে বেরিয়ে চলে এলো।

সালিমাবাদ হোটেল আজকাল অনেক উন্নত হয়েছে। বহু বছর আগে শরিফ এই হোটেল থেকে মাছ-ভাত আনিয়ে খেয়েছে। সেই হোটেলেরই কাছাকাছি একটি সেলুনে ঢুকে পড়লো শরিফ। চুল অনেক বড় হয়ে গেছে। কাটতে হবে।

সেলুনের সামনে পেছনে দেয়াল জোড়া আয়না—এবং দু'পাশেই চুল কাটাবার জন্য চেয়ার। শরিফের মুখের প্রতিবিম্ব সে পেছনের একটি আয়নায় দেখতে পাচ্ছে। চুল কাটাতে কাটাতে পেছনের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেয়ে শরিফ বেশ মজা পাচ্ছে। সে দু'বার হাসলো। পেছনের প্রতিবিম্বও দু'বার হাসলো। কিন্তু তৃতীয়বার শরিফ চমকে উঠলো। সে তৃতীয়বার হেসেছে, কিন্তু এবার প্রতিবিম্ব হাসলো না। শরিফ এক ঝটকায় তার মুখ ফেরালো। সেই প্রতিবিম্বও ফেরালো। এবার প্রতিবিম্ব হাসলো, যদিও শরিফ হাসেনি। আসলে, প্রতিবিম্ব নয়, আর একটি লোক। বলতে গেলে অবিকল একই রকম দেখতে। সেই লোকটাও চেহারার মিল লক্ষ্য করেছে। এখন সে হাসছে। কিন্তু ভয়ে শরিফের মুখ শুকিয়ে গেলো। একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে চেহারার মিল দেখে শরিফের ভয় কেন হলো সে জানে না।

BanglaBook.org

সেদিন রাত্রে শরিফ স্বপ্ন দেখলো। সে নিউ মার্কেটে খাসির গোশতের দোকানে গেছে। খাসির সিনা, রান এসব দড়ি থেকে ঝুলছে। আর একটি দৃশ্য চোখে পড়ে ঘুমের মধ্যেও সে ঘামতে লাগলো। কসাইরা যেখানে বসে মাংস বিক্রি করে, সেই শানের উপরই সারি সারি খাসির মাথা রাখা আছে। শুধু মাথা। সেই মাথার অংশ থেকে চামড়া তুলে নেয়া হয়নি। চামড়াশুদ্ধ কালো কালো মাথাগুলো রাখা আছে। কাটা মুণ্ডুর চোখগুলো শরিফকে দেখছে। তারা শরিফকে বলতে চায়, ধড় আর মাথা একই সঙ্গে থাকবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

পরদিন সকালে শরিফ খাসির গোশতের দোকানে গেলো। দেখলো সেইরকম সারি সারি খাসির মুণ্ডু কালো চামড়াশুদ্ধ সাজানো আছে। মুণ্ডুগুলোর চোখ শরিফকে বলছে, ধড় আর মাথা একসঙ্গে থাকা একটা বিলাসিতা। তুমি বড্ড বোকা, তাই ভয় পাচ্ছ! এখন আমাদের ভয়-ডর বলে কিছু নেই!

এমন একটা স্বপ্ন শরিফ কেন দেখলো যা আশ্চর্যরকম ফলে গেলো? কিম্বা অন্য কোনোদিন বাজারে সে আগেই দৃশ্যটা দেখেছিলো—সেটাই সে স্বপ্নে দেখেছে?

'টু হেল উইথ ইট অল'—এই মনোভাবই এখন শরিফকে চালিত করছে। পাঁচ দিন হয়ে গেলো, অফিসে যায়নি, ছুটির দরখাস্তও করেনি! ফোন বাজে একবার, দু'বার, তিনবার। শরিফ ধরে না। অফিসেরই ফোন হবে। আর কে ফোন করবে তাকে? তাকে যে কোনো সুন্দরী মেয়ে ফোন করবে না, এতোটা বয়স হলো, শরিফ কি আর তা জানে না। দু'দিন আগে, দিন অবশ্য নয়, রাত, প্রায় সাড়ে দশ-এগারোটা হবে—খুব টেলিফোন বাজছে আর জ্বালাচ্ছে। শরিফকে টেলিফোন ধরতেই হলো! 'হ্যালো, কে?' কোনো জবাব নেই। বার বার টেলিফোনের ওপার থেকে ভারী দীর্ঘ শ্বাস ফেলছে কেউ। শরিফ বিরক্ত হয়ে টেলিফোন রেখে দিলো! কিন্তু আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। সবশুদ্ধ তিনবার—এবং তিনবারই শরিফকে কেউ দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

শুনিয়ে দিলো। শুধু দীর্ঘশ্বাস শুনে অবশ্য বুঝবার উপায় নেই সেটা কার বুক ভাঙার শব্দ, তবু শরিফের মনে হলো, কোনো মহিলার।

বিকেল চারটা বাজে। মজিদ যথারীতি বাড়ি নেই। শরিফেরও কিছুই ভালো লাগছে না। সে এখন বেরিয়ে পড়বে। পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াবে। দেখবে ঢাকা শহরকে তিল তিল করে। খুব সম্ভব ঢাকা শহরটাই এখন তার জীবনের সব চাইতে প্রিয় বস্তু। কথাটা শুনলে লোকে হাসবে। কিন্তু ঢাকার পথঘাট ঘরবাড়ি, দোকানপাট, পথের লোকজন, রিকশা—এমন কি ঢাকার ধূলোবালি এবং নর্দমার গন্ধ পর্যন্ত তার খুব ভালো লাগে। মনে হয়, এত আপন আর কিছু নেই।

সিড়ির দরজা খুলবে শরিফ, হঠাৎ চোখ পড়লো নিচের কল তলায়। মরিয়াম এইমাত্র গোসল করে উঠছে। কাপড় বদলাবে। এখন গায়ে কিছু নেই। এভাবে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে মেয়েরা বস্ত্র পরিবর্তন করে না। মরিয়াম বুঝি মুগ্ধ করতে চায়। মুগ্ধও করবে আবার নালিশও করবে। এক মিনিট শরিফ চোখ সরাতে পারলো না। সুগঠিত নারী-দেহের যে একটা শিল্প-সৌন্দর্য আছে, লোকে সেটা বোঝে না কেন? ভিনাস ডি মেলোকে আমরা দেখি না? মরিয়ামকে এখন দেখে শরিফের এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা হলো, একথা কেউ বিশ্বাস করবে? সেক্সের কোনো সম্পর্ক নেই? না নেই; এই মুহূর্তে নেই। এই মুহূর্তে মরিয়াম শিল্পীর চোখে একটি মডেল। আর যদি সেক্সের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকে, শরিফ কি করতে পারে? স্বাভাবিককে সে অস্বীকার করবে কি করে? সেক্স কি শ্রেণী-বৈষম্য মেনে চলে?

নিচের গেট খুলে শরিফ বাইরে যাবে, পেছন থেকে বাড়িঅলা মোহসিন সাহেব বললেন, 'কোথাও যাচ্ছেন না কি?'

'হ্যাঁ। একটু কাজ আছে।'

'সেই চিঠিটার কোনো রহস্য ফাঁস করতে পারলেন?'

'কোন চিঠি? কি রহস্য?'

BanglaBook.org

'বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? সেই যে ময়মনসিংহের পোস্ট অফিসের ছাপ মারা চিঠিটা।'

শরিফের মনে পড়লো। 'এরই মধ্যে' অবশ্য নয়। অনেক দিন হয়ে গেছে। সে চিঠিটা খুলেও দেখেনি। তার প্রধান কারণ ভয়। সে জানে যে চিঠিটা তার কাছে লেখা নয়। তবু সে খুলে দেখেনি পাছে চিঠিটিতে ভয়াবহ বা ষড়যন্ত্রমূলক কিছু লেখা আছে। একবার সে লেখা পড়লেই সেও সেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে যাবে। খুব সম্ভব সেই চিঠিতে সাধারণ কুশল সংবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু ঠিকানাটা কোনো কারণে ভুল হয়েছে। কিন্তু এখন চিঠিটা একটা বিভীষিকার প্রতীক। সেই চিঠিটার মধ্যে যেন বোমা তৈরীর এক গোপন কারখানা আছে।

'ও, সেই চিঠি? আমি পড়েও দেখিনি।'

'কোথায় আছে? আসুন একসঙ্গেই পড়ি।'

কোথায় আছে? শরিফ তো সেটাই ভুলে গেছে। শরিফের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হলো। চিঠিটা হারিয়ে গেছে বললে মোহসিন সাহেব কথাটা বিশ্বাসই করবেন না। বরং মনে করবেন, চিঠিতে কি লেখা আছে শরিফ সেটাই তাঁকে জানতে দিতে চায় না।

'এখনি দেখবেন? আমি একটা দরকারি কাজে বাইরে যাচ্ছি।'

মোহসিন সাহেব বললেন, 'না না কোনোই তাড়া নেই। আপনি দেখাতে না চাইলে দেখাবেন না। আমার তো কোনো দাবি নেই।'

হাঁটতে হাঁটতে শরিফ মেয়েদের একটি স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেখানে 'ফ্লাওয়ার শো' হচ্ছে। শরিফ ঢুকে পড়লো।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি—যাকে মাঝে মাঝে শরিফ দেখেছে তাদেরই বাড়ির সামনের দোতালায়। টেবিলে সাজানো আছে শত শত ফুলের তোড়া।

সেই মেয়েটি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালো। ফুলের একটি তোড়া টেবিল থেকে তুলে শরিফকে উপহার দিলো। এই তোড়াগুলো বিক্রির জন্য

BanglaBook.org

নয়, উপহার দেবার জন্য নয়। দু'তিনজন মেয়ে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সেই মেয়েটির দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। ফুলের তোড়াটি শরিফকে দিয়েই সেই মেয়েটি দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো। তার মুখে শরিফ যে আনন্দ দেখেছিলো, সেরকম আনন্দ শরিফ আগে কখনো দেখেনি। এবং সে জানে, আর কোনোদিনই দেখবে না। আর সেই মেয়েটির মুখ? শিশুর মত সরল। দেখে মনে হয়, মেয়েটি কোনোদিন কোনো পাপ করেনি—কোনো পাপ চিন্তাও তাকে স্পর্শ করেনি।

শরিফ একটু হেসে ফুলের তোড়াটি ফেরত দিলো। তারপর ভিড়ের মধ্যে মেয়েটিকে খুঁজে বেড়ালো। কোথাও সে নেই।

মদ খেয়ে চুর হয়ে শরিফ বাড়ি ফিরছে। বেশ রাত হয়ে গেছে। সে তার ফ্ল্যাটের বেল টিপলো। দরজা খুলে দাঁড়ালেন মিসেস তানভির আহমদ—কাজল, সেই যে মহিলার স্তন শরিফকে আকর্ষণ করছিলো একদিন রাত্রে ফরহাদ সাহেবের বাড়ির পার্টিতে। যে মহিলা আগুনের মত চোখ দিয়ে শরিফের জন্য একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। সেই কাজল। কনট্রাক্টরের স্ত্রী। যাঁর স্তন এবং কোনারকের সুন্দরীদের মত ভারী পাছার বন্য আকর্ষণ শরিফের শরীরে সুরসুড়ি দিচ্ছিলো। মদের নেশায় তাহলে শরিফ ভুল দরজার ঘণ্টা টিপেছে। শরিফকে দেখেই কাজলের চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি দ্রুত দরজা বন্ধ করতে যাবেন, শরিফ তাঁকে সেসুযোগ দিলো না। খপ করে কাজলের হাত ধরে সেও ভেতরে দরজার কাছের বারান্দায় ঢুকে পড়লো। দেয়ালে শক্ত করে চেপে ধরলো কাজলকে। বাঘের থাবার মত হাত দিয়ে কাজলকে শক্ত করে ধরে কাজলের পুরু ঠোঁট দুটি মুখে পুরে নিলো শরিফ। কাজল প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। একবার প্রবল চেষ্টায় ওষ্ঠ দু'টিকে মুক্ত করে সে বললো 'আপনার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দিন। এক্ষুণি ও এসে পড়বে। ভেতরে ছেলে পরীক্ষার পড়া করছে।'

শরিফ ছেড়ে দিলো না। কাজলের প্রতিরোধও কমে গেলো। কাজলকে নিয়ে শরিফ মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লো। কাজল গোঙাচ্ছে: 'আর না, পায়ে পড়ি, আর না।' শরিফ তার হাতের থাবা দুটি স্তনের

BanglaBook.org

উপর রাখলো। অত কঠিন স্পর্শ সেই স্তন সহ্য করতে পারলো না। এক জোড়া শক্ত বর্তুল কৃত্রিম স্তন মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। কাজল এখন কাঁদছে। তার হাত-পা কাঁপছে। জবাই করা গরুর হাত-পা মরবার আগে যেভাবে কাঁপে। কাজল গোঙাচ্ছে। জবাই করা গরু মৃত্যুর আগের মুহূর্তগুলিতে যেভাবে গোঙায়। যেখানে স্তন থাকার কথা সেখানে ভয়ানক দুটি গর্ত। শরিফের সারা শরীর হিম হয়ে গেছে।

'কি হয়েছিলো ?'

'কান্সার।'

শরিফ বললো, 'মাপ কোরো। আমাকে মাপ কোরো।'

ক্লান্ত পায়ে সে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে এলো। মনে মনে বললো, পচে গেছে। সকলেই পচে গেছি আমরা।

খুব ক্ষিদে পেয়েছে শরিফের। মজিদ টেবিলে খানা লাগিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি কি কিছু বলতে চাও মজিদ ?'

'জ্বী, স্যার। আপনি অন্য কানো কাজের লোক দেখুন।'

'কেন ?'

'আমি আর এখানে কাজ করবো না।'

'কেন ?'

সামান্যই ইতস্ততঃ করলো মজিদ। বললো, 'আপনার খুব বদনাম হয়ে গেছে। মরিয়াম আপনার নামে নালিশ করেছে। বাড়িঅলাও আপনাকে আর এ বাড়িতে থাকতে দেবে না।'

BanglaBook.org

আট

রাত তখন কটা শরিফ জানে না। কিংবা ভোর হয়ে আসছে কিনা তাও না। একটা অস্ফুট গুঞ্জন ঘুমের মধ্যেই তার কানে আসছিলো। শরিফ চোখ মেললো। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু ঘুমের মধ্যে যেটাকে গুঞ্জন মনে হচ্ছিলো, এখন তাই বহু লোকের উত্তেজিত আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে। এক মুহূর্তেই শরিফের তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেলো। জানালার ভেতর দিয়ে সামনের আকাশটাকে অস্বাভাবিক রকম আলোকিত দেখাচ্ছে।

কোথাও আগুন লেগেছে।

শরিফ পাজামা-গেঞ্জীর উপরই ড্রেসিংগাউনটা চড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। প্রথমেই যে উদ্বেগটা তার চিন্তা দখল করলো তা এই যে, তার নিজের ফ্ল্যাট বা বিষয় আশয়ের কোনো বিপদ সেই আগুন থেকে আসন্ন কি না। না মাঝখানে অনেক ব্যবধান। সে বিপদ নেই। যে বাড়িতে আগুন লেগেছে সেই বাড়ির পাশাপাশি কোনো বাড়ি নেই। পুড়ছে সে একাই।

আগুন লেগেছে সেই বাড়িতে যে বাড়িতে সেই মেয়েটি বাস করে। যে মেয়েটি কাল বিকেলেই তাকে খুবই অস্বাভাবিকভাবে একটা ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছিলো। এবং দেবার আনন্দে যার মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠেছিলো।

মজিদ এক পেয়ালা গরম চা শরিফের দিকে বাড়িয়ে দিলো। মজিদও কখন উঠে পড়েছে শরিফ জানতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে শরিফ চায়ের পেয়ালাটি গ্রহণ করলো। মজিদ যে আজ রাত্রে বাড়ি আছে, সেটাও এক ব্যতিক্রম।

BanglaBook.org

মজিদ বললো, 'স্যার আমাদের কোনো ভয় নেই।'

শরিফ বললো, 'না মজিদ আমাদের কোনো ভয় নেই।'

মজিদ আবার বললো, 'স্যার আমাকে মাপ করবেন। কাল রাত্রে একটা কথা বলে ফেলেছি। লোকের কথায় মন-মেজাজ ঠিক থাকে না বলে। কিন্তু আমি আর কোথায় যাবো। আপনি যেখানে থাকবেন সেখানেই থাকবো।'

শরিফ একটুখানি হাসলো। অন্ধকারে মজিদ সে হাসি দেখতে পেলো না।

অনেক লোক জড়ো হয়েছে। পাড়ার প্রায় প্রত্যেক পুরুষ মানুষ। শরিফও রাস্তায় নেমে আসা তার সামাজিক কর্তব্য মনে করলো।

দমকল-কে খবর দেয়া হয়েছে। দিতে একটু দেরী হয়েছে। পাড়ার বেশ কয়েকটি টেলিফোনই অকেজো হয়ে আছে। লাইন না কি মেরামত হচ্ছে। অনেক দূরে গিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘুম থেকে তুলে তাঁরই টেলিফোন ব্যবহার করে খবরটা দিতে হয়েছে। সেটা খুব বেশী আগে নয়। আর এক সমস্যা এই রাস্তাটা খোঁড়া হয়েছে, গাড়ি-ঘোড়া আসবে কি করে। অনেক ঘুরে অন্য এক রাস্তা দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এখনি একটা কিছু করা দরকার।

বাড়ির অন্যান্য লোকজন মালপত্রসহ সকলেই নীচে নেমে এসেছেন। অনেকে ফোম বালু প্রভৃতি ব্যবহার করে আগুনকে সামলে রাখছে। একটা দিকের আগুন প্রায় নিভে এসেছে।

কিন্তু সেই মেয়েটি যে কোণের ঘরটিতে থাকে সেখান থেকে তাকে বার করে আনা সম্ভব হয়নি। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মেয়েটি থাকে তার খালার সঙ্গে। খালা-খালু গেছেন পাবনায়। খালাতো ভাই বোনেরা অনেক চেষ্টা করেছে তাকে তুলতে। পারেনি। কোনো সাড়াই পায়নি। তাই নিজেরা রাস্তায় নেমে এসেছে। আগুনটা শুরুই হয়েছে সেই মেয়েটির বন্ধ কামরাটি থেকে।

BanglaBook.org

অনেকেই এখন শুধু সেই মেয়েটির কথাই বলছেন। শরিফ শুনছে। তার নাম যুঁই। সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে। ঘরের সব কাজকর্ম করে। বোনেদের সঙ্গে বাইরেও যায়। মাঝে-মাঝে কাউকে কিছু না বলে একাই বেরিয়ে যায়। তখন সকলে খুব উদ্বেগের মধ্যে থাকেন।

কারণ, মাঝে মাঝে মেয়েটি সম্পূর্ণ উন্মাদিনী হয়ে যায়।

শরিফের সমস্ত শরীরের পেশী এখন টানটান হয়ে আছে। সে কান খাড়া করে শুনছে শুধু।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মেয়েটি পাগল হয়ে যায়। তখন তাকে দরজা আটকে বন্ধ রাখতে হয়। সে বিবস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মেয়েটি দেখতে শুনতে খুব ভালো। স্বভাব চরিত্র খুব ভালো। লেখাপড়ায় খুব ভালো।

সে যখন বি-এ পড়ছে তখনই প্রথম কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা গেলো তার মধ্যে। অল্পদিনের মধ্যেই এই অবস্থা।

যুঁই-এর সঙ্গে একটি মেয়ে সেই স্কুলজীবন থেকেই বি. এ. পর্যন্ত একসঙ্গে পড়ছিলো। সেই মেয়েটির নাম মোমেনা। ছাত্রী হিসাবে সে যুঁই-এর চাইতেও ভালো। মোমেনার বিয়ে ঠিক হলো। বিয়ে প্রায় পাকা। ছেলে দেখতে এলো মেয়েকে। পছন্দ হলো না মোমেনাকে। কারণ মোমেনা দেখতে বেশ খারাপ। এক সুন্দরীর সঙ্গে—সে শুধু সুন্দরী, সেই ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেলো।

মোমেনা দুঃখ পেলো, আরো বেশী লজ্জা। ক্লাসের কোনো কোনো মেয়ে তাকে নিয়ে পরিহাস করতেও ছাড়লো না।

যুঁই ছিলো মোমেনার সব চাইতে প্রিয় বান্ধবী। একদিন মোমেনা বললো, 'তোরা সুন্দরী আর আমরা অসুন্দর। খোদাই এই এক শ্রেণী বৈষম্য তৈরী করে রেখে দিয়েছে। তোদের আর কিছুই করতে হবে না। সুন্দরী হয়েই তোরা ছেলেদের কৃতার্থ করে রেখে দিয়েছিস। চটপট

BanglaBook.org

বিয়ে হয়ে যাবে তোদের। আমাদের হবে না।

সেই থেকে মোমেনা যুঁই-এর সঙ্গে মেলামেশাই ছেড়ে দিলো।

যুঁই বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে, 'সুন্দরীদের খুব মজা—তাইনা? তাদের আর কিছুই করতে হয় না। সুন্দরী হয়েই কৃতার্থ করে রেখে দিয়েছে।

শুরু হলো সেইভাবে, আজ এই দশা।

শরিফ স্তব্ধ হয়ে শুনলো। হঠাৎ তার মনে হলো, যে-কাজটা করবার জন্য সারা জীবন সে অপেক্ষা করেছে সেই কাজটাই এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়। তার মনে হচ্ছে, যে কাজটা করবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কাজটাই তার সামনে উপস্থিত।

পাইপ বেয়ে কি করে উপরে উঠতে হয় শরিফ জানে না। তবু সে ড্রেসিং-গাউনটা ছুড়ে ফেলে সেই পাইপের দিকে ছুটলো।

একজন চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'কি করছেন! কি করছেন, একজন পাগলিনীর জন্য আপনার মূল্যবান প্রাণ খতরায় ফেলছেন।'

শরিফ মনে মনে বলছে, যুঁই, তুমি কি উন্মাদিনী বলেই শিশুর মত সরল আর নিষ্পাপ। এবং যখন বিবস্ত্র হও তখনও শিশুর মতই পবিত্র।

শরিফ কোনোদিন পাইপ ছুঁয়েও দেখেনি। কি করে পাইপ বেয়ে উঠতে হয় তাও জানে না। কিন্তু আশ্চর্য, খুব সহজেই এবং খুব দ্রুত সে পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে পড়লো।

সামনের দরজায় আগুন লেগেছে। দরজা ঠেলে শরিফ ভেতরে ঢুকলো। তখন তার পাজামায় আগুন লেগে গেছে।

চারদিকেই আগুন। মাঝখানে যুঁই দাঁড়িয়ে আছে। এত আলো জীবনে আর কোনোদিনই শরিফ দেখেনি। শরিফকে দেখে যুঁই তার দিকে ছুটে এলো। তার মুখে আলো পড়ে তাকে অন্য কোনো গ্রহের অপূর্ব এক প্রাণীর মত দেখাচ্ছিলো। অল্প একটু ভয়ের চিহ্নও ছিলো সেই মুখে।

যুঁই শরিফের একটি হাত ধরলো।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'শরিফ সাহেব, আপনাকে আমি রোজ দেখেছি। জানেন, আমিই আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। ফুলের তোড়াটা আপনাকে দিতে দিলো না কেন।'

শরিফ চিবুক ধরে যুঁই-এর মুখ তুললো। যুঁই তুমি কি উন্মাদিনী বলেই আমাকে পছন্দ করছো? কিন্তু সেখানে সেই মুহূর্তে কোনো উন্মাদিনীকে সে দেখতে পেলো না।

ছাত তার আগুনশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়লো যুঁই আর শরিফের মাথায়।

আগেই দমকল এসে গেছে। বাড়ির আগুন নিভে গেছে। খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। শুধু দুটি দগ্ধ মৃতদেহ পড়ে আছে। মেয়েটি হাত দিয়ে পুরুষটির গলা জড়িয়ে আছে।